

# थिविता कल्य



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 13 Issue ● 13 January, 2022, Thursday ● ২৮ পৌষ, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

# মেয়রের গুডা প্রয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সমকক্ষনা হলেও অলীক মজুমদার আগরতলার মেয়র হয়েছেন যে অলীক মজুমদার তিনি একটি ইনকাম্বেন্সি বোর্ড পেছনে রেখে তার নিজের চেয়ারে বসেন। তিনি

আগর তলা, ১২ জানুয়ারি।। ওরফে দীপক মজুমদার একজন সমাজসেবী। ক্লাব রাজনীতিতে একটি বড়সড় ক্লাবে গত দুই দশক ধরে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সকল অংশের মান্যের কাছে সমান



নিশ্চয়ই অমল দাসগুপ্ত থেকে শুরু করে শংকর দাশ, প্রফুল্লজিৎ সিনহা সবাইকে না চিনলেও জানেন। তাদের পড়াশোনা জ্ঞানগম্যি সম্পর্কে খবরাখবর রাখেন। আগরতলার মানুষ জানেন বিদ্যাবুদ্ধিতে, জ্ঞানগম্যিতে ততটা

গ্রহণযোগ্য। সেই অলীক মজুমদার কোনও ওয়ার্ডে কাজ করতে যাবেন নিঃসন্দেহে স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে নিয়েই যাবেন। কিন্তু তাই বলে কি মাফিয়া, নানান মামলায় অভিযুক্ত লোকজনকেও সঙ্গে নিয়ে হাঁটবেন? তাতে সাধারণ মানুষের মনে কি ভাব তৈরি হয় এই নিয়ে ভাবনাচিন্তার অবকাশ মেয়রের না থাকলেও সাধারণ মান্য কিন্তু আগরতলায় এ নিয়ে ভাবতে বসে যান। কারণ, এর আগের মেয়রেরা কেউ এমন ছিলেন না, মানে থানায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়ে যানজট মক্ত করতে যাননি। মাত্র দিন কয় আগে সূর্য চৌমুহনি এলাকায় গ্যাস লাইনের কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন টিএনজিসিএল'র এক আধিকারিক, রাজনৈতিকভাবে খঁজতে গেলে রাজ্য বিজেপির উদীয়মান নেত্রী সূশ্রী পাপিয়া দত্তের ভাই প্রশান্ত দত্ত। তার ওপর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গত ত্রিশ ডিসেম্বরে পশ্চিম থানায় টিএনজিসিএল'র পক্ষে এক মামলা হয়, যে মামলায় মূল আসামি হিসাবে নারু দত্ত অর্থাৎ নারায়ণ দত্তের নাম নথিভুক্ত আছে। যার নম্বর ২১১/২০২১, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩/৩২৩/৩৪ ধারায় মামলা 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায় 📗

### বিপদের নাম বিমানবন্দর!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। গত ৯ তারিখ এক নির্দেশিকায় রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা তথা এক্স অফিসিও যুগ্ম সচিব ডা. রাধা দেববর্মা স্পষ্টত জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে যেসকল যাত্রীরা বহির্রাজ্য থেকে রাজ্যে নামবেন, তাদের সকলকেই বাধ্যতামূলক করোনা পরীক্ষা করতে হবে। গত তিনদিনে গড়ে প্রতিদিন দেড় হাজার যাত্রীর করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। আর এতে প্রতিদিনই ভালো সংখ্যক যাত্রীরা করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হচ্ছেন। গত দ'দিনেই ১৪৫ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন শুধু বিমানবন্দর থেকেই। বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মোট ৩১ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত আরও ৩৭ জন। এদিকে গত মঙ্গলবার সারাদিনে মোট ৭৭ জন করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। প্রথম দু'দিন স্বাস্থ্য দফতরের তরফে মোট ৮ জন করে বিমানবন্দরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। যাত্রীদের সংখ্যা প্রচুর হওয়ার কারণে বুধবার সকাল এরপর দুইয়ের পাতায়

### করোনা প্রতিরোধে রাজ্য সরকার প্রস্তুত

## প্রধানমন্ত্রীর জীবন সংশয়, জবাব ভারতবাসীই দেবেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। কংগ্রেস পরিচালিত পাঞ্জাব সরকার ও ভারত বিরোধী অশুভ শক্তি ষড়যন্ত্ৰমূলক ভাবে, প্রধানমন্ত্রীর জীবন নাশের পর্ব পরিকল্পনা করেছিল। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের স্টিং অপারেশনের মাধ্যমে পাঞ্জাব পলিশ কর্তার গোপন ফোনালাপ প্রকাশ্যে এনে ঐ দিনের ঘটনার একটি স্বচ্ছ ছবি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছে। বুধবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি অভিযোগ করেন, পাঞ্জাবে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে পরিকল্পিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর জীবন বিপন্ন করার প্রয়াস করেছে। ভারত বিরোধী শক্তির মদতে সেদিন কিছু

রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর জীবন বিপন্ন করার জন্য গভীর রাজনৈতিক ষডযন্ত্র করেছিল। কিন্তু দেশের ১৩০ কোটি জনগণের

বলেন, প্রধানমন্ত্রী কোনো রাজ্য সফরে গেলে প্রটোকল অনুযায়ী সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, মুখ্যসচিব, ডি জি পি প্রধানমন্ত্রীকে



সুরক্ষিতভাবে ফিরে এসেছেন। এই ন্যক্কারজনক ষড়যম্ব্রের জবাব সমস্ত ভারতবাসী দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী

আশীর্বাদে তিনি সেদিন স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী সেই রাজ্যে সড়কপথে কোথাও গেলে ডিজি ও মুখ্যসচিব সাধারণত সঙ্গে থাকেন। কিন্তু পাঞ্জাবে সেদিন এর

পদ্মে কাঁটা, ব্যথিত চিত্তে

আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। আগামী

পরিস্কার বঝা গেছে যে, সেদিনের ঘটনাটা একটা পর্বপরিকল্পিত ঘণ্য ষড্যন্ত্র ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে এই ধরনের ষড়যন্ত্র আগেও করা হয়েছিল। তিনি মুখ্যমন্ত্ৰী থাকাকালীন সময়েও মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র হয়েছিল। দেশের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়গুলি যখনই আসে তখন দেখা গেছে বিরোধীদলগুলি সেগুলির উপর প্রশ্ন তোলে। তারা বালাকোটে সংগঠিত সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের যেমন প্রমাণ চেয়েছেন তেমনি পলওয়ামার ঘটনা নিয়েও রাজনীতি করেছেন। এমন কি তারা ভারত বিরোধী শক্তির সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলছেন, যা দেশের জনগণের জন্য খুবই উদ্বেগের বিষয়। • **এরপর দুইয়ের পাতা**য়

কিছুই করা হয়নি। সব মিলিয়ে এটা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১২ জানুয়ারি।। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচেছ। করোনা ঠেকাতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারি করার পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে করোনা কারফিউ জারি করেছে।ইতিমধ্যেই বিদ্যালয় স্তরের প্রি-প্রাইমারি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ১৫ জানুয়ারি অবধি সকল ক্লাস বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এছাড়া যে সকল বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা চলছে তা রীতিমতো চলবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে তা জানানো হয়। ১২ জানুয়ারি উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর মহকুমার এক বনেদি বিদ্যালয়ে এক ছাত্রের করোনা পজিটিভ পাওয়ার পরেই রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বিদ্যালয়টির টিচার ইনচার্জ জেলা শিক্ষা আধিকারিকের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা এক চিঠিতে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এরপর দুইয়ের পাতায়

১২ জানয়ারি।। সাক্রমের মাইকেল

মধসদন দত্ত কলেজ থেকে স্বামী

বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করে

বিধায়ক সদীপ রায় বর্মণ

আগরতলার দিকে রওনা দিতেই

সাব্রুম জুড়ে শুরু হয়ে যায় তাণ্ডব।

যে সমস্ত ছাত্র নেতারা এই অনুষ্ঠানে

হামলা সবই চলতে থাকে। যে সমস্ত

অধ্যাপক অধ্যাপিকারা অনুষ্ঠানে

ছিলেন তাদের হাল বেহাল করে

নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে।

এদিন পাঁচটির একটি নির্দেশে

দেবপ্রিয়বাব শহরের হাঁপানিয়াস্থিত

আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইডোর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। এক-দুটো নয়, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন শুধুমাত্র

করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য এগজিবিশন হলটিকে 'কোভিড বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলে ২৫০ বিছানার ব্যবস্থা।

- অরুন্ধতিনগরের কো-অপারেটিভ বিল্ডিংটি পুনরায় কোভিড কেয়ার সেন্টার।
- টিএমসি হাসপাতালের নতুন ওপিডিতে ১১০ বিছানার ব্যবস্থা।
- হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইন্ডোর এগ্জিবিশন হলকে পুনরায় কোভিড কেয়ার সেন্টার ঘোষণা।
- খুমুলুঙ-এর তংথাই গেস্ট হাউসকে কোভিড কেয়ার সেন্টার ঘোষণা।

পাঁচটি আলাদা 'অর্ডার' স্বাক্ষর করেছেন। পাঁচটি অর্ডার স্বাক্ষর হওয়ার পরই এই বিষয়টি আবারও প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, রাজ্যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই

নেতাদের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত

মনবাজারের বাসিন্দা অভিজিৎ

দেব'কে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়

যব মোর্চার লোকজনেরা।

অভিজিৎ মনুবাজারের অখিল

ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সাধারণ

সম্পাদক। তার অপরাধ, বুধবার

মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে

গিয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানে

অভিজিতও ছিলেন। কেন

ছিলেন তাদের হুমকি, ধুমকি এবং সাব্রুমে যখন সুদীপ রায় বর্মণ

ছেড়ে দেওয়া হবে এমন হুমকিও ছিলেন? এ জন্যই তার উপর

কেয়ার সেন্টার' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, উক্ত সেন্টারটিতে সদর মহকুমার মহকুমা শাসক নোডাল অফিসার হিসেবে প্রশাসনিকভাবে

মাইকেল মধসদন দত্ত কলেজের

ছাত্রছাত্রীরা ১২ জানয়ারি জাতীয়

যব দিবস উপলক্ষে আগে থেকেই

এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন

করেছিলো। যেখানে প্রধান অতিথি

হিসেবে তারা বিধায়ক সুদীপ রায়

বর্মণকে আমন্ত্রণ জানান কলেজের

শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনুমতি

নিয়েই। কিন্তু ঠিক আগের দিন

দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য

উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়

আধিকারিকের কার্যালয় থেকে না জেনেও বন্ধু বিধায়ক আশিস

কুমার

দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন। ওই প্রতিষ্ঠানে করোনা রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারটি দেখভাল করবেন টিএমসি হাসপাতালের মেডিক্যাল সূপার। প্রয়োজনীয় ওষ্ধপত্র থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক যাবতীয় বিষয়গুলো জোগাড করবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা এবং সিকিউরিটি প্রদানের কথাও নির্দেশিকায় বলা আছে। একই দিনে দেবপ্রিয়বাবু অন্য নির্দেশিকায় আরেকটি অর<sup>ু</sup>ন্ধ তিনগরের অপারেটিভ'র ইউ নিয়ন বিল্ডিংটিকে শহরের দ্বিতীয় কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সদর এসডিপিওকে বলা হয়েছে, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য। গত বছর এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহু করোনা আক্রান্ত রোগী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওই নির্দেশিকায় এও এরপর দইয়ের পাতায়

কারণে রক্ত সংগ্রহের জন্য সাক্রম

কলেজে কোনও লোক পাঠানো

যাবে না। ফলে, রক্তদান শিবির

স্থগিত রাখতে হবে। রাজ্যের ব্রাড

ব্যাঙ্কগুলোতে যখন রক্ত সংকট

চলছে তখন প্রায় শতাধিক ব্লাড

ডোনারের রক্তদান শিবির বন্ধ করে

দেওয়া হয় শুধুমাত্র বিজেপির বিক্ষুব্ধ

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ উপস্থিত

থাকবেন বলে। রক্তদান শিবির হবে

এরপর দুইয়ের পাতায়

#### স্থাগত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা

সুদীপের জেহাদি ঘোষণা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আমবাসা, ১২ জানুয়ারি** ।। রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি ক্রমশঃ বেলাগাম হচ্ছে। যার সর্বাধিক প্রভাব পড়ছে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শিক্ষা তথা মেধা বিকাশের ক্ষেত্র **আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।।** সময়টা গুলিতে। রাজ্য শিক্ষা দফতর তথা শিক্ষা ভবন পরিচালিত চলতি বর্ষের যে ফেব্রুয়ারি মাস, এই কথা প্রতিবাদী কলম আগেই সর্বস্তরের বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনী অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত জানিয়েছিলো। বলেছিলো তৃণমূল কংথেসের চেয়ে জাতীয় ঘোষণার পর এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হল এস সি কংখোসকেই বড়বেশি গুরুত্ব ই আর টি পরিচালিত ত্রিপুরা জুনিয়র দিচ্ছেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বিজ্ঞান ও গণিত মেধা অন্বেষণ বর্মণ। তিনি যে আর বিজেপি'টা পরীক্ষা ২০২১ - ২০২২। আগামী করতে পারবেন না, শেষ পর্যন্ত ১৬ জানুয়ারি এই মেধা অন্বেষণ দলটা ছেডেই দেবেন এটাও পরীক্ষা গ্রহণের কথা ছিল। সেই বুঝিয়েছিলেন ঠারেঠোরে। কারণ, মোতাবেক প্রস্তুতি নিয়েছিল রাজ্যের দল কোনওভাবেই তাদেরকে কয়েক হাজার খুদে ছাত্রছাত্রী। কিন্তু বরখাস্ত করবে না এটাও প্রায় বুধবার এসসিইআরটি এর যুগা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো। ভেতরে অধিকর্তা কেশব কর এক নির্দেশিকা ভেতরে গোটা রাজ্যেই সাংগঠনিক জারি করে এই পরীক্ষা একটা চোরাস্বোত বইয়েও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত বলে দিয়েছিলেন তিনি। সে কারণেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বুধবার জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নে রাজ্যের সকল জেলা শিক্ষা বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ আধিকারিকদের জানিয়ে দেন। জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী নির্দেশিকায় পরীক্ষা স্থগিতের কারণ বিধানসভা নির্বাচনে ৬-আগরতলা হিসাবে সরাসরি কোভিডের কেন্দ্রে তিনি আর বিজেপি প্রার্থী বাড়-বাড়ন্তের কথা উল্লেখ না করে হচ্ছেন না। তবে এটা বুঝিয়েছেন, অনিবার্য পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। রাজনীতির ময়দানও তিনি সেই সাথে পরীক্ষা গ্রহণের পরিবর্তিত ছাড়ছেন না। অন্য দলের হয়ে যে দিন তারিখ যথা সময়ে জানিয়ে তিনি প্রার্থী হচ্ছেন এটা পরিষ্কার দেওয়া হবে বলেও নির্দেশিকায় করে দিয়েছেন। শেষে পর্যন্ত উল্লেখ করেন যুগ্ম অধিকর্তা।

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। কোভিড"র জন্য নানা বিধি-নিষেধ, টিআরবিটি বন্ধ করে দিয়েছে স্ক্রটিনি, তবে বাধাহীনভাবে নানা মঞ্চ থেকে যেভাবে হিংসা কিংবা বিদ্বেষ'র বাণী ছড়িয়েছে বা ছড়াচ্ছে এবং তথাকথিত কিছু সংবাদমাধ্যমের চেয়ার থেকে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, ইত্যাদি জীবনের মূল বিষয়ের বদলে অপ্রয়োজনীয় টপিক নিয়ে গলা চড়ানো হচ্ছে,তাতে দিশাহীন যুব সমাজের ওপর প্রভাব পড়ছে, হয়ত সেই প্রভাবই কখনও প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসছে আগরতলায় বিশ্রিভাবে। কেএফসি'র সিঁড়িতে অল্পবয়সী দুই ছেলে-মেয়ে ধুমধাড়াক্কা মারপিটে এরপর দুইয়ের পাতায়

#### কিছুদিনের মধ্যেই বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ দল ত্যাগ করতে পারেন বলে জানা গেছে। এখনও তার বৈঠকখানায় ঝুলছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডার ছবি। এখনও তিনি পুরোদস্তুর বিজেপি বিধায়ক, রাজ্য কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য। কিন্তু শুধু

নেতৃত্বও ভালো করে জানেন, সুদীপ রায় বর্মণ আর যে বিজেপিতে থাকছেন না এটা প্রায় পরিষ্কার। কিন্তু কোন দলে তিনি যাবেন? তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে সুদীপবাবুকে তাদের দলে ভিড়িয়ে দিয়ে আগামী ২০২৩ সালের নির্বাচনে বিজেপিকে নিকেশ করে ফেলতে। বিজেপি নেতৃত্বই নন, সিপিএম, সিপিএম বিজেপির মতো

সুদীপবাবু বলেছেন, আগে মানুষের

কাজ হউক। পরে দল। বিজেপি

### কংগ্রেসেই ফিরছেন সুদীপ<mark>, ফ্র্যাশ ব্যাকঃ</mark> ob/o3/২০২২

কংখেসে, তৃণমূল, তিপ্ৰা মথা প্রত্যেকের কাছেই পরিষ্কার — তার রাজনৈতিক অবস্থান, বিজেপির সঙ্গে তার দলগত দূরত্ব। বুধবার দলীয় লক্ষ্মণরেখার মধ্যে দাঁড়িয়েও সুদীপবাবুর সরল স্বীকারোক্তি ---আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিনি আর বিজেপির প্রার্থী হিসেবে কোনও কেন্দ্র থেকে লড়াই করছেন না। তবে লড়াইয়ের ময়দান তিনি ছাড়বেন না। তাহলে কোন দলের হয়েং জল্পনা জিইয়ে রেখে

সুদীপবাবুকেও একইরকমভাবেই প্রতিপক্ষ ভেবে নিয়ে চুপ রয়েছে। তবে কংগ্রেসের অনুমান সুদীপবাবু হয়তো-বা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসেই যোগ দেবেন। কারণ, লখনউ'তে সম্প্রতি প্রিয়াঙ্কা গান্ধির সঙ্গে সুদীপবাবুর বৈঠক হয়েছে বলেই পিসিসি সূত্র বলছে। সূত্রের সেই খবর ধরেই সুদীপবাব সম্পর্কে কংগ্রেস আশাবাদী। কিন্তু যাকে নিয়ে এত আশা আর নিরাশার দোলা

## প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখনই

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। আদালত চত্বর থেকে ভয়ে পালিয়ে একবার খাকি উর্দি গায়ে জড়িয়ে নিলে, নিজেকে 'রাজা' অথবা 'রানি' মনে করেন অনেক পুলিশ আধিকারিক বা কর্মীরা। এই ভাবনাতে বহু পুলিশ আধিকারিক বা কর্মীরাই সমাজে প্রতিদিন নানা অন্যায় করে চলেন। বুধবার শহরের নিম্ন আদালত চত্বরে নিজের

যাওয়ার চেষ্টা করেন অভিযুক্ত সুমন। আর তখনই নিজেকে 'রানি' ভেবে বসেন এক মহিলা পুলিশকর্মী। অভিযুক্তকে কোনওক্রমে পাকড়াও করে তার ঘাড়-গলায় ধরে টানতে টানতে আদালতের দিকে নিয়ে যান সেই কর্মী। পেছনে তখন বেশ



বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন এক মহিলা পুলিশকর্মী। এদিন, চুরির মামলায় অভিযুক্ত সুমন দাস ওরফে মাৰ্কা-কে আদালতে নিয়ে আসা হলে আদালত তার অন্তর্বতী জামিন মঞ্জুর করেন। রায় শোনার পর বেলবন্ড সই হওয়া সাপেক্ষে যখন অভিযুক্তকে আবার লকআপের

কয়েকজন পুরুষ পুলিশকর্মীরা। এ আইন সকলের জানা যে, অভিযুক্ত যদি পুরুষ হয়, তাহলে মহিলা পুলিশকর্মীরা টানা-হ্যাচডা করে অভিযুক্তকে বহুদূর হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না। ঠিক উল্টোটাও যেমন সম্ভব নয়। মহিলাদের গায়ে যে কারণে পুরুষ কর্মীরা স্পর্শ করতে 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

## অধ্যাপকের

#### হাজার গায়েব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। প্রতারণার নতুন ফাঁদে পা দিয়ে নিজের সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে ২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা খোয়ালেন শহরের এক বিশিষ্ট নাগরিক। প্রথাগত পদ্ধতিতে যেভাবে বিভিন্ন মোবাইল সিম-কোম্পানির নাম করে বহু নাগরিকের অর্থ গায়েব হয়েছে, এক্ষেত্রে ঠিক তেমনটা হয়নি। বুধবার পশ্চিম থানায় ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে এফআইআর করেছেন মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের গণিত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রণজিৎ কিশোর ঠাকুর। রণজিৎবাবুর অ্যাকাউন্ট থেকেই ২ লক্ষ ১১ হাজার গায়েব হয়েছে। কি হয়েছিল উনার সঙ্গে? প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রণজিৎবাবু জানান, হঠাৎ করেই উনার মোবাইলে বিএসএনএল-এর সিম কার্ড সম্পর্কে বক্তব্য সমেত একটি এসএমএস আসে। এসএমএসটিতে লেখা ছিল, রণজিৎবাবুর সিমটি ডিএক্টিভেট 

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১২ জানুয়ারি।।করোনা কারফিউ যেন শুধুমাত্রই প্রশাসনের লোকজনদের জন্য। সাধারণের জন্য এবং নেত্রী স্থানীয়দের জন্য কারফিউ কিংবা জনসমাগমে মাস্ক পরা আর না পরা সবই একই ব্যাপার। করোনা এদের দেখলে এড়িয়ে চলে। নইলে হাটে-বাজারে, কীর্তনের আসরে, মেলায় এত গাদাগাদি ভিড় কেন? প্রশাসনের ছোট্ট একটা অংশ, রাজনৈতিক নেতাদের একটা বড় অংশ 'দিল্লিক' বলেই সরকারের সতর্কবার্তা এড়িয়ে গিয়ে কোথাও মেলার আয়োজনে ইন্ধন দিচ্ছে,

কোথাও জুয়ার আসর বসাচ্ছে, কোথাও এক্সপো, কোথাও হরিনাম

সাধারণ নাগরিকরা সবকিছু জানা বোঝার পরেও সেইসব আসরে

53 Shishu Uddyan Bipani Bitan বিজ্ঞাপনে বিভ্ৰান্ত না-হয়ে 'পারুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন সংকীর্তনের আসর সবকিছুতেই গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে

হলদি মাখা হয়ে থাকছে। কিন্তু সৃত্যুভয়কে পরোয়া না করেই।

অন্যদিকে, প্রতিদিন হু হু করে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। দিনভর কোভিড বিধির আদ্যশ্রাদ্ধ চলছে হাটে-বাজারে, অফিসে এমনকী খোদ হাসপাতালে। এরপর রাত নয়টা থেকে কারফিউ চালু হওয়ার পরেও অতিরিক্ত টাইম নিয়ে চলছে কোভিড বিধি ভাঙার পালা। যেন সরকারি নির্দেশ উল্লঙ্খন করলেই জয় পেয়ে যাবে মানুষ। যদিও আইন ভাঙার খেলায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে শাসক দল আশ্রত নেতা-নেত্রীরাই। এদের দেখাদেখি সাধারণ মানুষ আইন ভাঙার খেলায় মেতেছে। প্রশ্ন উঠছে, বিভিন্ন মেলায়, • এরপর দুইয়ের পাতায়

জড়িয়ে পড়েছিলেন বুধবারে। আরও চূড়ান্ত ঘটনা হল, সেই দৃশ্য বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে আইনের ভিডিও করে, সাথে গান জুড়ে দিয়ে এডিট করে, আগরতলা-দ্য সিটি অব জয় অ্যান্ড পিস নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গানের সাথে মারপিটের দৃশ্য যেন তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার বিষয়। অদ্ভুত মানসিকতার

### সোজা সাপ্টা

### কঠোর হউন

আস্তাবলের বিশাল জনসভা কিংবা রাজভবন অভিযান বিশেষ করে এশহরে করোনা কতটা বাড়িয়ে দিয়ে গেছে তা নিশ্চয় রাজ্য প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলগুলি বুঝতে পারছে। ইতিমধ্যে একদিনে করোনা আক্রান্তে ব্রায়ান লারা-র রেকর্ডও ভেঙে গেছে। এখন অপেক্ষা একদিনে হাজারের রেকর্ড ভাঙা। তবে তারপরও রাজ্য প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দল ও দলের নেতারা যে পুরোপুরি সতর্ক তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। কেন না দেখা যাচ্ছে, এখনও রাজধানী আগরতলা শহরে সামাজিক দূরত্ব মানার কোন লক্ষণ নেই। গণ-পরিবহণে ভিড়ে গাদাগাদি। এক অটোতে চারজন যাত্রী। বাজারে তো সেই একই চিত্ৰ। ব্যাঙ্কে উপচে পড়া ভিড়। অফিস পাড়ায় তো ভিড়ে গিজগিজ করছে। এছাড়া চলছে পৌষ মাসের বিভিন্ন মেলা, পার্বণ। মানুষের যেমন মেলায় না গেলে জীবন বৃথা। রাজ্য প্রশাসন মাস্ক নিয়ে কড়াকড়ি তো করছে, কিন্তু গণ-পরিবহণে যে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না তা কে দেখছে? রেল, বিমানে তো একই অবস্থা। সকালের বাজার আর সন্ধ্যায় শহরে পা দিলে বোঝা যাবে না আমরা একদিনে ৫০০ অতিক্রম করে ফেলেছি। প্রশাসনকে চোখ বুজে কড়া হতে হবে। এবারের করোনা ততটা ভয়ঙ্কর নয় বলে প্রশাসন হয়তো খানিকটা নরম মনোভাব নিচ্ছে। কিন্তু যদি প্রতিদিন হাজারের উপর মানুষ করোনা আক্রান্ত হয় তাহলে পরিস্থিতি খারাপ হতে কতক্ষণ। শুধু বিমানবন্দর আর রেলস্টেশনে কড়াকড়ি করে লাভ হবে না। গোটা রাজ্যে বিশেষ করে আগরতলা শহরে করোনা নিয়ে কঠোর বিধিনিষেধ কিন্তু এখনই জারি করা উচিত।

### কনস্টেবল নিয়োগে করোনার প্রকোপ

 চারের পাতার পর পুলিশের কনস্টেবলের নিয়োগ র্যালিতে। কিন্তু সব জেলায় নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত না রেখে শুধুমাত্র তিনটি জেলা বাছাই করা হয়েছে। এখানেই ক্ষোভ জানিয়েছেন বেকার যুবক-যুবতিরা। তাদের বক্তব্য, করোনা কি তাহলে শুধুমাত্র তিনটি জেলার জন্য আলাদা নিয়ম নিয়ে এসেছে? নিয়মনীতি সবার জন্য এক হওয়া দরকার ছিল। নিয়োগ র্য়ালি পিছানো হলে সব জেলায় সমানভাবে স্থাগিত করা হোক। এদিকে পুলিশ মহানির্দেশক তিন জেলায় নিয়োগ র্য়ালির পরবর্তী স্থান এবং তারিখ জানানো হবে বলে বিবৃতি দিয়েছেন।

### অযোধ্যা থেকে প্রার্থী হচ্ছেন আদিত্যনাথ

নেতা দাবি করেছেন, বৈঠকে আদিত্যনাথের অযোধ্যা থেকে লড়ার বিষয়টিও ওঠে। ১০ মথুরা এই দুই জায়গার কোনও ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত ৪০৩ একটি আসন থেকে লড়তে পারেন, আসনের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় ভোট। আদিত্যনাথের নেতৃত্বে কি বিজেপি উপর্যপরি দ্বিতীয় বার উত্তরপ্রদেশে সরকার গড়তে পারবে, না কি চমকে দেবে অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি? সেই উত্তর মিলবে ১০ মার্চ। কিন্তু তার আগে, সব রাজনৈতিক দলের সদরে শুরু হয়েছে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ। সেই উপলক্ষেই মঙ্গলবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে

উত্তরপ্রদেশের নেতারা। সূত্রের খবর, আদিত্যনাথ অযোধ্যা অথবা এমন আলোচনা হয়েছে। তবে কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচছুক বিজেপি-র এক পদাধিকারীকে উদ্ধৃত করে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, অযোধ্যা বা মথুরা থেকে আদিত্যনাথ লড়লে তাতে বিজেপি-র মূল ভোটব্যাঙ্কের কাছে সদর্থক বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাবে বলে মনে করছে দল। প্রসঙ্গত, মথুরার বিজেপি নেতা হরনাথ যাদব

বিজেপি-র জাতীয় সভাপতি জে পি

 ছয়ের পাতার পর বিজেপি বৈঠকে বসেন বিজেপি-র নাড্ডাকে চিঠি লিখে দাবি জানিয়েছিলেন, আদিত্যনাথ যেন আসন্ন বিধানসভা ভোটে মথুরা থেকে লড়াই করেন। অন্য দিকে, ভোটের দামামা বাজতে না বাজতেই বিজেপি-তে ভাঙন শুরু হয়েছে। তাতে উচ্ছুসিত অখিলেশ শিবির। যদিও একে গুরুত্ব দিতে রাজি নন পদ্মের নেতারা। দ্বিতীয় বার উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতা ধরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপি শিবির। পদ্ম শিবিরের দাবি, ১০ মার্চের ফলে দেখা যাবে ২৭০ থেকে ২৯০টি আসনে জিতে লখনউয়ে ফেরত আসছেন

• পাঁচের পাতার পর অস্ত্রোপচারের পর সকলেই সুস্থ আছেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দফতর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সফল অস্ত্রোপচার

#### টুইটার হ্যাক

কবলে পড়েছিল। মাঝরাতে মোদির টুইটারে পোস্ট করে ঘোষণা করা হয়েছিল, ভারত সরকার বিটকয়েনকে বৈধতা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই টুইটে আরও বলা হয়, ভারত সরকার বিপুল নিজে পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনে তা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে। মিনিট তিনেক বাদে সেই পোস্টটি ডিলিট করে টুইটার কর্তৃপক্ষ। পরে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, মোদির নিজস্ব টুইটার অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে হ্যাকারদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। টুইটার কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হলে প্রধানমন্ত্রীর অ্যাকাউন্ট দ্রুত পুনরুদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, মোদির টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাকের পিছনে ছিল বিটকয়েন মাফিয়ারা। এক্ষেত্রেও বিটকয়েন মাফিয়াদের হাত রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

#### দ্বিতীয় দিন

• সাতের পাতার পর শুরুতেই দুই ওপেনারকে হারায় ভারত। ময়াঙ্ক ফেরেন ১৫ বলে ৭ রান করে।রাহুল আউট হন ব্যক্তিগত ১০ রানে। ভারতের স্কোর তখন ২৪/২। রাবাডারা চাপ বাড়াতে শুরু করেন কোহলিদের উপর। কিন্তু শেষবেলাটা সামলে দেন পুজারা এবং কোহলি। দিনের শেষে ভারতের স্কোর ৫৭/২।

• **ছয়ের পাতার পর** হওয়ায় কিছু কাল পরেই বিক্রয়ের রেখাটি মুখ থবড়াইয়া পড়ে। ২০১৩ সালে ভারি শিল্প মন্ত্রক 'ন্যাশনাল ইলেকট্রিক মোবিলিটি মিশন প্ল্যান ২০২০' নামক যে পারকল্পনা কারয়াাছল, তাহাতে ১৪০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল ভারতে বিদ্যৎচালিত পরিবহণের পরিকাঠামো তৈরি ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য। বর্তমান 'ফেম' পরিকল্পনাটিও এই মিশনেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, জমি পূর্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার উপরেই দাঁড়াইয়া বিজেপি সরকার সাম্প্রতিক 'ফেম-২' পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে ভর্তুকি দেওয়া হইতেছে দ্রুত গতির দ্বি-চক্রযান, বাণিজ্যিক পরিবহণ এবং গণ পরিবহণের উপর। দেখা গিয়াছে, পেট্রোলচালিত দ্বি-চক্রযানের সঙ্গে ভর্তুকিযুক্ত বৈদ্যুতিক দ্বি-চক্রযানের দামের তফাত অধিক নহে। সুতরাং, স্বাভাবিক ভাবেই দ্বিতীয়টির প্রতি আগ্রহ বাড়িতেছে। তবে ইহাও সত্য, সামগ্রিক ভাবে এখনও বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্রয়মল্য এক বিরাট সংখ্যক ক্রেতার নাগালের বাহিরে। এবং চার্জিং স্টেশনের অপ্রতুলতাও বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারের অন্যতম অন্তরায়। সূতরাং, আগামী দিনে পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং বৈদ্যুতিক গাড়িকে মধ্যবিত্তের আয়ত্তের মধ্যে লইয়া আসিবার সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। একমাত্র তবেই বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে চালকের আসনে বসিতে পারিবে।

### পয়েন্ট ভাগ করলে

থেকেই গোল করে সপ্তম। রামকৃষ্ণ ক্লাবের বেশ কিছু সেটপিস আক্রমণ এদিন টাউন বক্সে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে। আগামী ম্যাচগুলিতেও কোচ কৌশিক রায় নিশ্চয় সেটপিস আক্রমণে আরও জোর দেবেন। ম্যাচ সমতায় ফিরে আসার পর রামকৃষ্ণ ক্লাব আক্রমণে আরও তেজি হয়। ধনরাজ তামাং-র শট অল্পের জন্য বাইরে যায়। সপ্তম শর্মা-র সামনেও গোল করার সুযোগ এসেছিল। তবে গোলটি করতে পারেননি তিনি। ম্যাচের শেষার্ধে কাউন্টার অ্যাটাকে এসেছে টাউন ব্যায়ামাগার।

 সাতের পাতার পর
 এই ফ্রি কিক ক্লাবও। তবে শেষ পর্যন্ত আর কোন গোল হয়নি। ফলে রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম টাউন ক্লাব পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়লো। রেফারি কার্তিক দাস-র ম্যাচ পরিচালনা নিয়ে কোন দলই বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। যদিও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে টাউন ক্লাবের আনন দেববর্মা, অরণ্য কলই এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের ধনরাজ তামাং-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। আগামী ১৫ জানুয়ারি নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে টাউন ক্লাব খেলবে পুলিশের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, ১৬ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ ক্লাবের রামকৃষ্ণ ক্লাবের দাপ্ট ছিল। দিতীয় প্রতিপক্ষ লালবাহাদুর

 সাতের পাতার পর পরিকল্পিত আক্রমণ দেখা গেলো না। সুযোগ আসেনি এমন নয়, তবে অধিকাংশ সুযোগই এসেছে প্রতিপক্ষের ভূলে। অসংখ্য মিস পাস দেখা গেলো ম্যাচে। মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার এবার বেশ ভালো দল গড়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের এক ঝাঁক প্রাক্তনি এবার মহাত্মা গান্ধী পিসি-র হয়ে খেলছে। তবে দীর্ঘদিন ফুটবলের মধ্যে না থাকায় তাদের খেলার মধ্যে সেই পুরোনো ঝলক দেখা গেলো না। পাওয়ার ফুটবল হলো জম্পুইজলার বৈশিষ্ট্য। তবে এদিন তারাও সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। ফলে গোলশূন্যভাবে শেষ হয় ম্যাচ। খেলা পরিচালনা করেন উৎপল চৌধুরী।

#### সরব প্রাক্তন

• সাতের পাতার পর তবে যদি অবিলম্বে ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্যদ সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি-তে আড্ডা এবং খেলাধুলার নামে অবৈধ কাজকর্ম বন্ধ না করে তাহলে আমরা বাধ্য হবো দুষ্টদের নাম সামনে আনতে। পাশাপাশি সিনিয়র খেলোয়াড়রা দাবি করে যে, ক্রীড়া অধিকর্তা যেন প্রতিদিন বিকালের পর একবার এনএসআরসিসি-তে যান। তিনি নিয়মিত এলে নিশ্চয় সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি মুক্ত হবে।

### স্পোটস স্কুল

টিএফএ সাতের পাতার পর পরিচালিত মহিলা ফুটবল লিগে খেলছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। স্কুলের তরফে ক্রীড়া আধিকারিক ধীমান বিশ্বাস এদিন টিএফএ সচিবকে একটি চিঠি দিয়েছেন। দুঃখের সাথে জানিয়েছেন যে, স্পোর্টস স্কুল কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত হওয়ায় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই অবস্থায় মহিলা ফুটবল লিগের অবশিস্ট ম্যাচগুলিতে স্পোর্টস স্কুল অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

 প্রথম পাতার পর বিদ্যালয়ের অস্টম শ্রেণির এক পড়ুয়া করোনা আক্রান্ত হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদেরও করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, অন্তম শ্রেণির যান্মাসিক পরীক্ষা ১১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সেই পরীক্ষায় করোনা আক্রান্ত ছেলেটিও পরীক্ষা দেয়। বুধবার করোনা পরীক্ষা করালে সেই ছাত্রটির করোনা পজিটিভ আসে। এখন দেখার বিষয়, শিক্ষা দফতর কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

 প্রথম পাতার পর নবীনদের এই অংশ। জীবনের মূল বিষয় থেকে তাদের চোখ ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজটি নিপুণভাবেই হচ্ছে, ফলে দৌড়ে ঝগড়া থামানোর বদলে ভিডিও করে, তাতে গান যোগ করে এডিট করে সামাজিক মাধ্যমে চালিয়ে দেওয়ার মত বিষয়ে তারা জড়িয়ে পড়ছেন। খবর লেখার সময়ে সেই পোস্ট সাড়ে **ছশো বারের বেশি শে**য়ার **হ**য়েছে। গ্রুপেও দিব্যি টিকে আছে। যদিও কেউ কেউ মন্তব্য করে আপত্তিও জানিয়েছেন, তবে পোস্টদাতা তাদের সাথে তর্ক জুড়েছেন, বুঝতেই পারেননি আপত্তি কেন করছেন কেউ কেউ। দর্শকদের কারও কারও মুখে মাস্ক নেই, কেউ নির্বাক হয়ে দেখছেন। জীবন, বাস্তবতাবর্জিত অদ্ভুত এই আচরণ নিয়ে পরিবার, সমাজবিদেরা ভেবে নিদান দিতে পারেন। স্কুল-কলেজে জীবনের শিক্ষায় খামতি যে আছে তাও বোঝা যাচ্ছে। খবর পাওয়া গেছে পরে হাতাহাতি থেকে দুইজনকেই উদ্ধার করা হয়েছে। রেলিং টপকে কেউ পড়ে যাননি নীচে, পড়লে মারাত্মক বিপদ হতে পারত।

#### দেখালো বাজার সম্পাদক

 তিনের পাতার পর আরো বেড়ে গেলে পাল্টা তাণ্ডব শুরু করে ব্যবসায়ীরা। আর ব্যবসায়ীদের তাণ্ডবের মুখে ডিসিএম ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা পালিয়ে পুর পরিষদের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে পরে। ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা তাদের না পেয়ে সরাসরি জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। বসে . তাদের বক্তব্য ঐ ডিসিএম অথবা মহকুমাশাসককে এসে ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রায় এক ঘন্টা অবরোধ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন চলার পর মহকুমা প্রশাসনের ত্রাতা হয়ে ময়দানে নামে দুই নেতা গোপাল সূত্রধর ও চন্দন ভৌমিক। তারা বুদ্ধিমন্তার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ব্যবসায়ীদের নানা প্রশ্ন ঠান্ডা মাথায় সামাল দিয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় যে সংক্রান্তি পর্যন্ত কোভিড নিয়ে প্রশাসন কোন অভিযান করবে না। আর এদিনের মতো বাড়াবাড়ি কখনো হবে না। এরপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী এস্কর্ট করে ডিসিএম প্রসেনজিৎ মালাকারকে বাজার থেকে নিয়ে যায়।তবে এদিন একজন প্রশাসনিক কর্তার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের যে মারমুখী রুপ দেখা গেছে তা নজিরবিহীন যেমন নজিরবিহীন নেতাদের আয়না দেখানোর বিষয়টি।

#### অগ্রণী পরিচায়ক ব্যক্তিত্ব

 তিনের পাতার পর অন্তরায় হবেন এই বিষয়টিকে রাজ্য কোনওভাবেই প্রশ্রয় দেবে না। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে নিরন্তর কাজ করে। চলেছে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। যার অন্যতম লক্ষ্য নিজে নেশাদ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ও অন্যদের নেশাদ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা। তার পাশাপাশি এইচআইভি মুক্ত রাজ্য নির্মাণের লক্ষ্যে সচেতনতা তৈরি করা।

#### পর্ব মহিলা থানা

🔹 **আটের পাতার পর** - । দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ। ভবানীর বাপের বাড়ির লোকজন বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পূর্ব মহিলা থানা পুলিশের ভূমিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যদিও ভবানীর মোবাইল কিংবা অন্যান্য সূত্রে বাদলের সাথে। দীর্ঘদিনের কথোপকথনের অডিও রেকর্ডও প্রদান করা হয়েছে। জানা গেছে, ভবানীকে উদ্ধারে পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ যদি গড়িমসি ভাব দেখায় তাহলে ভবানীর স্বামী-সহ বাপের বাডির লোকজন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যাবেন। আদালতের দ্বারস্থও হতে পারেন। পুলিশ সপ্তাহ চলছে বলে পুলিশ আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।পুলিশ সপ্তাহ সম্পন্ন হলে এসপি কিংবা পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দ্বারস্থ হয়ে পূর্ব মহিলা থানা পুলিশের হয়রানির ও গাফিলতির বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে তাদের তরফে। এদিকে পূর্ব মহিলা থানা পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিস্তর অভিযোগ। কোনও অভিযোগ জানাতে গেলে হয়রানি করা হচ্ছে বলে পলিশ আধিকারিকদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে সুর চড়াচ্ছেন সাধারণ মানুষ তাছাড়া পূর্ব মহিলা থানায় কোনও বধূ অপহরণ বা নিখোঁজের ঘটনা ঘটলে পরিজনদের সামনেই বিকৃত করে ব্যাখ্যা করতে থাকে পূর্ব মহিলা থানার মহিলা পুলিশ আধিকারিকরা।

### ভাবিত নগর

 প্রথম পাতার পর পশ্চিম থানায় নথিভুক্ত হয়েছে। অভিযুক্তদের নাম হলো — নারায়ণ দত্ত, সুজিত সাহা ও দীপ দাশগুপ্ত। থানা অবশ্য জানিয়েছে, আসামিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই আমলে এ আর নতুন ঘটনা কি? শাসক দলের অনেক অভিযুক্তকেই কিছুদিন খুঁজে পায় না পুলিশ। সেই নারায়ণ দত্ত যেহেতু একজন কাউন্সিলারের পতি তাকে পুলিশ কবে খুঁজে পাবে সে সম্পর্কে আমাদের মাথাব্যথা নেই, এ নিয়ে সূশ্রী পাপিয়া দত্তই দেখবেন। আমাদের দেখার কথা হলো যে ব্যক্তি আসামি কিংবা পুলিশ যাকে খুঁজছে তাকে পাশে নিয়ে আগরতলার মেয়র কিভাবে হকার উচ্ছেদ করতে যান? এ কি সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য নাকি অন্য কিছু! এ কথা ঠিক যে, এ দেশের মানুষ পুলিশ বা প্রশাসনের চেয়ে মাফিয়া- গুভাকেই বেশি ভয় পান। কারণ, পুলিশ সাধারণত শাসক দলীয় গুভাদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে আসে না। এবার সাধারণ মানুষ যাকে পুলিশের খাতায় দাগি হিসাবে চেনে সেই ব্যক্তি যদি মেয়রের সঙ্গে দাঁড়ায় আর মেয়র যদি ফুটপাথের দোকানিদের বলেন, ফুটপাথ ছাড়, তাহলে পুলিশ প্রশাসনের আর দরকার পড়বে না। গুন্ডার ভয়েই সবাই ছেড়ে যাবে। এই ভাবে কাজ হয়তো সহজ হবে কিন্তু মানুষ তো গুভারাজ চায় নি। অলীক মজুমদারের নিগম প্রশাসন কোন পথে যাবে সে তো তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত কিন্তু গুভারাজ কেন?

 প্রথম পাতার পর ধ্বংস করার অশুভ প্রয়াসের যোগ্য জবাব দেশবাসী দেবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদিনের ঘটনায় বিপাকে পড়ে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রাখছেন। এদিনের সভায় এক লক্ষের অধিক মানুষ জমায়েত হবেন জেনে বিরোধীশক্তির একটা অংশ, নিকৃষ্ট পথ অবলম্বন করে মোদীজিকে রোখার প্রয়াস করেছিল। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা প্রতিরোধে রাজ্য সরকার পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। করোনা মোকাবিলায় রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রয়োজনীয় ঔষধ, অক্সিমিটার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, অক্সিজেনযুক্ত বেড ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। তিনি জানান, ওমিক্রন পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন ও যন্ত্রপাতি প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাজ্য সরকার আবেদন জানিয়েছে। করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় রাজ্যবাসী যেভাবে সরকারকে সহযোগিতা করেছেন, তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও রাজ্যবাসী সরকারের পাশে থাকবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি রাজ্যের জনগণকে বিভিন্ন কোভিড স্বাস্থ্যবিধি যেমন, সব সময় মাস্ক পরিধান করা, অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের না হওয়া, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলে ইত্যাদি পালন করার জন্যও মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বান জানিয়েছেন।

 প্রথম পাতার পর পারেন না হাত দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করা বা দিক নির্দেশনা পর্যন্তই বিষয়টি থেমে যায়। এদিন, মহিলা নিজের বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে চুরির মামলায় অভিযুক্ত সুমনকে শরীরে ধরে বহুদূর টানতে টানতে নিয়ে যায়। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো, পেছনে তখন অন্য পুলিশকর্মীরা নাদুস-নুদুস অবস্থায় হাঁটতে থাকেন। সুমনকে এগিয়ে এসে ধরার মতো উদ্যোগ কেউগ্রহণ করেননি। স্বভাবতই মহিলা পুলিশ কর্মীকে 'রানি'র ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আদালত চত্বরে ব্যাপক তীর্যক মন্তব্য ছুটে আসে এক সময়।

#### বিমানবন্দর !

• প্রথম পাতার পর থেকে দিনে ১৬ জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে করোনা পরীক্ষা করার জন্য। সহজেই বলা চলে, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যার নিরীখে, বিপদের নাম বিমানবন্দর।

#### ২ লক্ষ ১১

হয়ে যাবে। সেই একই এসএমএসে একটি মোবাইল নম্বর দিয়ে বলা হয়, সেই নম্বরে টেলিফোন করতে হবে। রণজিৎবাবু নিজের মোবাইলের বিএসএনএল সিমটির আয়ু রক্ষার কথা ভেবে মোবাইল নম্বরটিতে ফোন করে বসেন। শহরের জয়নগর এলাকার বাসিন্দা ড. ঠাকুর টেলিফোন করার সঙ্গে সঙ্গে ও প্রান্ত থেকে সিম বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করা হলে, সেগুলোর উত্তর দেন তিনি। বলা ভাল, পেতে রাখা ফাঁদে পা ফেলেন। প্রতারকদের খ্ব বেশি সময় লাগেনি। ১০/১২ মিনিটের মধ্যেই রণজিৎবাবুর সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে ২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা নিমিষে উধাও হয়ে যায়। বুধবার যখন থানায় অভিযোগ করেন তিনি, তখনও যে মোবাইল নম্বর থেকে এসএমএসটি আসে, সেটি চালু ছিল। পুলিশকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। বুধবার দুপুরে এফআইআর দায়ের করা হলেও, রাতে খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাটি সম্পর্কে কোনও তথ্য জানাতে পারেনি। দেখার, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আদৌ এই ঘটনার কোনও সুরাহা হয় কি না।

রাজ্যের এই বাড়াবাড়ির পেছনে এই ভ্যারিয়েন্ট

হলে, সেইসম্মন্ধে নিশ্চিতখবর জানার আগ্রহ

● **আটের পাতার পর** - আসবে, এইসব আলোচনা যা ছাপা হচ্ছে, তারও কেন্দ্রে

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই ভ্যারিয়েন্টের উপস্থিতির কথা, এমনকী কোথাও কোথাও ক্মানিটি স্প্রেডের কথাও সরকারিভারেই বলা হয়েছে। এই রাজ্যে আচমকা হাতে-গোনা কয়েকদিনের মধ্যে এই রকম বাড়বাড়ন্তের কারণ কী, তার পেছনে কোন্ স্ট্রেন সেটা জানা যায়নি, অন্তত সাধারণ মানুষ জানেন না।সেকেভওয়েভেসংক্রমণ পিকে সময়ে যেরকম সংখ্যায় আক্রান্তের হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল, তৃতীয় ধাক্কার শুরুতেই সেই রকম সংখ্যায় আক্রান্তশনাক্ত হলেন, দ্বিতীয় ধাক্কায় এক-দুই দিন আটশ ছাড়িয়েছিল দৈনিক শনাক্তের সংখ্যা, সেটা এরকম মস্ত লাফ দিয়ে বাড়েনি,দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে গিয়ে পৌঁছেছিল।এখন ত্রিপুরায় আচমকা আক্রান্তের সংখ্যা বাডার কারণ কী. সরকারিভাবে সাধারণ মানুষকেজানানো হচ্ছে

এবং অধিকার মানুমের অবশ্যই আছে।রাজ্যে দুইটি মেডিক্যাল কলেজ আছে, অথচ কোভিড নিয়ে কোনও দিগ-দিশারি গবেষণা হয়নি, অক্তত এই রাজ্যের ডেমোগ্রাফি, হেলথ প্যাটার্ন, ইত্যাদির প্রেক্ষিতে কোভিড'র অবস্থান নিয়ে কাজ হতেই পারত। হয়ে থাকলেও, সেসব ফল মানুষকে জানানো হয়নি। অন্তত ভ্যাকসিন পাওয়া মানুষদের আক্রান্তহওয়া, মৃত্যু, তাদের বয়স, কোমর্বিডিটি'র সমীকরণে ওমিক্রন'র কী জায়গা, সেটা নিয়েও কাজ হতে পারে। অন্যদিকে মাস্ক না পরার দায় সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নেতা-মন্ত্রীরা অবলীলায় মিছিল, জনসমাগম করেই যাচ্ছেন, গত দুই ধাক্কার মত এই তৃতীয় ধাক্কাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখনও কোনও নেতা-মন্ত্রীর জরিমানা হয়েছে বলে শোনা যায়নি। উপমুখ্যমন্ত্রী যীফু দেববর্মা, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা না। ফলে মানুষ নিজের মত করে আন্দাজ ভৌমিক এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধি কিংবা করে নিচ্ছেন।ওমিক্রণ হলে, সেটা মারাত্মক আমলারা সোনামুড়ায় সাব সেটশনের ছোঁয়াচে বলে এখন পর্যন্ত জানা গেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন বুধবারে। মঞ্চে না যেতেই গা ঘেঁষাঘেষি করা ভিডে দাঁড়িয়েও মুখে মাস্ক রাখেননি তারা। উপমুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সবারই একই অবস্থা। অন্যরা আক্রান্ত হলে, তার দায় কে নেবেন! এই উদাহরণ তৈরি করলেন তারাই, যারা মাস্কপরার সিদ্ধান্তনিয়ে সাধারণের থেকে জরিমানা আদায় করিয়ে থাকেন। আক্রান্ত ৭৮৩ • **তিনের পাতার পর** ৪৮ জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘন্টায় বাড়লো আক্রান্ত

নিয়ম অনুযায়ী শারীরিক দূরত্ব যেমন ছিল

না, তেমনি মঞ্চ থেকে নেমে ঘরে যেতে

এবং মৃত রোগীর সংখ্যা। ২৪ ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭২০ জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ সময়ে মারা গেছেন ৪৪২ জন করোনা আক্রান্ত রোগী। অন্যদিকে, গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম জেলা। এই জেলায় ঘরে ঘরে সর্দি, কাশি, জ্বর নিয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বেশির ভাগই সোয়াব পরীক্ষা করাতে যাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

## চ নির্দেশিকা জারি

• প্রথম পাতার পর হয়েছে, কো-অপারেটিভ দালান বাড়িটিতে পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসাজনিত সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করবেন। দেবপ্রিয়বাব এদিন তৃতীয় নির্দেশিকায় বাধারঘাটের স্পোর্টস স্কলটিকে কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে ২৫০টি বিছানা প্রস্তুত রাখতে হবে। আইজিএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আইজিএম হাসপাতালের ডেপুটি মেডিক্যাল সুপার ডা. পি কে দেববর্মাকে উক্ত সেন্টারটিতে নোডাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক বিষয়টি দেখবেন সদর মহকুমার মহকুমা শাসক। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন কর্তৃপক্ষকে ফ্রি ল্যাব সার্ভিস দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে এদিন আরেক নির্দেশিকায় পশ্চিম জেলাশাসক বলেছেন, টিএমসি হাসপাতালের নতুন ওপিডি কমপ্লেক্সটিকে 'ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল' হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সেটি ১১০ বেড-এর ব্যবস্থাপনায় চলবে। টিএমসির মেডিক্যাল সুপারকে উক্ত কর্মক্ষেত্রের জন্য নোডাল অফিসার করা হয়েছে। পঞ্চম নির্দেশে দেবপ্রিয়বাব জানিয়েছেন, জিরানিয়া মহকুমার অধীনে খুমুলুঙয়ের নাডুয়াই তংথাই গেস্ট হাউসটিকে কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ওই গেস্ট হাউসের সমস্ত চিকিৎসাজনিত বিষয়টি দেখভাল করবেন। জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক প্রশাসনিকভাবে উক্ত কোভিড কেয়ার সেন্টারটির নোডাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বুধবার একইদিনে জারি হওয়া এই পাঁচটি নির্দেশিকা নিঃসন্দেহে একথা প্রমাণ করে যে, রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর কোনও বুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। যেভাবে প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, তাতে আর যাই হোক গত দু'বছরের বিভীষিকার চিত্রগুলো যাতে ফুটে না উঠে, তার জন্য তৈরি থাকছে দফতর। ইতিমধ্যেই পশ্চিম জেলাশাসক দেবপ্রিয়বাবু কয়েক দফায় বৈঠক করেছেন। গত এক সপ্তাহে পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকও বেশ কিছু বৈঠক করেছেন। দেখার, সরকারিভাবে জেলাশাসক যেসব নির্দেশ জারি করেছেন, সেগুলো পালন করার জন্য যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার সেগুলো ঠিক কত দিনে ব্যবস্থা করা হয়।

### হামলা শুরু সাব্রুমে

 প্রথম পাতার পর সাহাকে সঙ্গী করে সুদীপবাবু এদিন সাক্রম কলেজে পৌঁছান। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে ছাত্রছাত্রীদেরকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে বক্তৃতাও করেন। এবার না হলেও অন্য যে কোনও সময় সম্ভব হলে বছরে তিন থেকে চারবার রক্তদান শিবির আয়োজন করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময়ও করেন। এরপর সুদীপবাবুরা ফিরে আসতেই যারা যারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাদের বেশিরভাগেরই ভাড়াবাড়ি এবং নিজস্ব বাড়িঘরে আক্রমণ শুরু হয়। বক্তব্য একটাই, সুদীপবাবুর অনুষ্ঠানে তারা গেলেন কেন? এদিন সন্ধ্যার পর থেকেই সাক্রম কার্যত জনমানবশূন্য হয়ে যায়। শুধু সাক্রম নয়, সঙ্গে হরিনা, মনুবাজার, সাতচান্দ সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় তাণ্ডব চলে। জনাকয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকেও গলা টিপে মেরে দেওয়ার হুমকি আসে বলে অভিযোগ। আতঙ্কে সাক্রম যেন তটস্থ হয়ে যায়। এর মাঝেই এবিভিপির মনুবাজার সম্পাদক অভিজিৎ দে'র উপর আক্রমণ। তাকে বাজারে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাকে মনুবাজার হাসপাতাল থেকে গোমতী জেলা হাসপাতাল সেখান থেকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। গোমতী জেলা হাসপাতালে তাকে রাতেই দেখতে যান গোমতী জেলা পরিষদের সদস্য টিটন পাল। গভীর রাতে সাক্রম সূত্র বলছে, এদিন কলেজের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলো এমন ছাত্রছাত্রীরা রাতের অন্ধকারেই বাডিঘর ছেডে কেউ জঙ্গলে, কেউ আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে লুকিয়ে গিয়েছে। কারণ, এদিন রাতেই ফের হামলা শুরু হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে তারা।

### সুদীপের জেহাদি ঘোষণা

 প্রথম পাতার পর পর্যস্ত তিনি মুখ ফুটে কোনওদিনই বলেননি তিনি বিজেপি ছাড়ছেন কিনা কিংবা অন্য কোনও দলে যোগ দিচ্ছেন কিনা। বুধবার এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, বিজেপি তাকে এই কেন্দ্র থেকে টিকিট দেবে কি দেবে না সেটা তাদের বিষয়, কিন্তু সুদীপবাবু স্থির করে নিয়েছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপির হয়ে প্রার্থী হবেন না। এরপরই হুলুস্থূল শুরু হয়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। সুদীপবাবু কোন্ দলে যোগ দিতে পারেন তা নিয়ে শুরু হয়ে যায় জল্পনা। কারণ তিনি নিজেই এদিন জল্পনা উস্কে দিয়েছেন। মূলতঃ সাক্রমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে ছাত্রছাত্রীদের আয়োজিত একটি রক্তদান শিবিরে তার যোগ দেওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর থেকে রক্তদান শিবিরের আগের সন্ধ্যায় জানিয়ে দেওয়া হয় কর্মী স্বল্পতার কারণে এদিন সাব্রুম কলেজে রক্ত সংগ্রহের জন্য লোক পাঠাতে পারবেন না তারা। ফলে রক্তদান শিবির হবে না। কিন্তু সুদীপবাবু, আশিস সাহা গিয়ে হাজির সেখানে। তারা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সহ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে স্বামীজির বিভিন্ন চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করেন। জাতীয় যুব দিবসকে কেন্দ্র করে একটি রক্তদান শিবিরকে যেভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এই প্রসঙ্গেই কথা বলতে গিয়ে নাম না করে কার্যত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তুলোধোনা করেছেন সুদীপবাবু।এরপরই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপির হয়ে। এই কেন্দ্র থেকে তিনি ভোটে লড়বেন না। তার কথার মধ্যেই স্পষ্ট তাহলে তিনি অন্য দলের হয়ে ভোটে লড়বেন। তাহলে কোন্ দল ? জল্পনা সেখানেই। তবে প্রতিবাদী

কলম'র কাছে খবর রয়েছে এখনও পর্যস্ত তিনি কংগ্রেসেই যোগ দেবেন বলে মন স্থির করে রয়েছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার ভাবনায় বড়সড় কোনও পরিবর্তন না এলে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সুদীপবাবু কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ফেলবেন এটাও প্রায় পাকা।

অন্ধকারে গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা

• তিনের পাতার পর

হয় জিবি হাসপাতালে। এয়ারপোর্ট থানায় এই ঘটনায় হত্যার চেষ্টার অভিযোগ এনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫, ৩০৭ এবং ৩৪ ধারায় মামলা নিয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পুলিশ। তবে ঊষাবাজার থেকে নারায়ণপুরের পথে গলি রাস্তায় অন্ধকার জায়গা রয়েছে। সেখানেই মানসীকে হত্যার চেষ্টা করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

#### যুব দিবসে যুব বিষয়ক ও ক্রীডামন্ত্রী

 তিনের পাতার পর নেতৃত্ব দেবে। স্বামীজির আদর্শকে অনুসরণ করে সুনাগরিক হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সকলকে পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন, নেশার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আগামী দিনে একে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। কারণ নেশার দৌলতে গুণ ও মেধা থাকা সত্ত্বেও অকালেই ঝড়ে পড়েছে রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রী। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যদের সচিব অমিত রক্ষিত বলেন, স্বামীজিকে যুব সমাজের জানা ও পড়া উচিৎ।

### মেলায় চোখ রাজচ্ছে করোনা

 প্রথম পাতার পর অনুষ্ঠানে, অর্কেস্টায়, হরিনাম সংকীর্তনের আসরে সব। কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ আসার পর পুলিশ সেখানে শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা না হয় কোভিড বিধি মানছে না, কারণ তারা মনে করে দল যেহেতু ক্ষমতায় এবং তিনি যেহেতু কার্যকর্তা সেহেতু কোভিড-১৯ তাদের ভয় পাবে। এ কারণেই তাদের কিছু হবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ? তারা যাচ্ছে কেন নিজেকে বলি বানাতে। ভিড় হচ্ছে করোনা কারফিউ লাগার আগেও, কারফিউ লাগার পরেও। আর দিল্লিক নেতাদের আস্কারায় একাংশ উন্মাদের ইচ্ছায় নানা স্থানে আয়োজিত হয়ে চলেছে উৎসব, মেলা আর জমায়েত। জানা গেছে, প্রতিবাদী কলম'র খবরের জেরে আগরতলায় তথাকথিত এক্সপো বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। চারিপাড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বাঁ দিকে শচীন্দ্রলাল স্কুলের পেছনে শচীন্দ্রলাল শ্মশান কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে চলছে জুয়ার মেলা। সেটিংয়েই চলেছিলো 🛮 প্রাঙ্গণের জুয়া মেলা রাতেই বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ।

ছুটে গিয়ে মেলা ফাঁকা করে দেয়। পাশাপাশি দক্ষিণ ইন্দ্রনগরে মঙ্গলবার রাত এগারোটা পর্যন্ত চলেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আয়োজক ছিলো মাস্টারদা সূর্যসেন সংস্থা। করোনা যেখানে প্রতিদিন চোখ রাঙাচ্ছে, সেখানে এ জাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছুদিন পিছিয়ে দিলে ক্ষতি কি? কিন্তু তা না করে এক শ্রেণির মাতব্বরদের কল্যাণে জলসা হয়েছে, নাচ হয়েছে, হল্লা হয়েছে। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে এতে করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু নিরুত্তাপ সাধারণ এবং অসাধারণ দুই শ্রেণির মানুষই। যেন নাইট কারফিউ প্রশাসনের একটা চক্রান্ত, নইলে সবই ঠিক আছে। এদিকে রাতে জানা গেছে, শচীন্দ্রলাল শ্মশান কালীবাড়ি

উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক

ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

প্রতিমা ভৌমিক, সিপাহিজলা

জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া

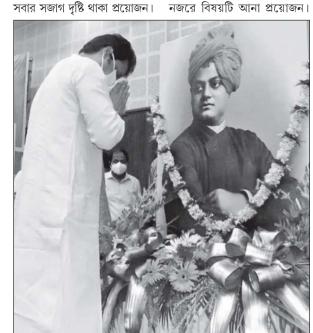
দাস দত্ত, বিধায়ক সুভাষ দাস এবং

সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক

## স্বামীজী ছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও পরম্পরার অগ্রণী পরিচায়ক ব্যক্তিত্ব

**প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১২** সিরিঞ্জের মাধ্যমে ব্যবহৃত নেশা জানুয়ারি ।। ভাবী প্রজন্মের জন্য দ্রব্য ও অন্যান্য নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্যের জাতীয় দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে বলে সন্দেহ সমৃদ্ধশালী ও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ ব্যবহার সম্পর্কে অভিভাবক সহ হবে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্য সরকার। নিষিদ্ধ ড্রাগ ও এইচআইভি মুক্ত রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে সবার সজাগ দৃষ্টি ও অঙ্গীকারবদ্ধ প্রয়াস প্রয়োজন। বুধবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত নেশামুক্ত ত্রিপুরা শীর্ষক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বুধবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ ও ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নেশামুক্ত ত্রিপুরার শপথ বাক্য পাঠ করান পদ্মশ্রী প্রাপ্ত জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। অনুষ্ঠানে গোলাঘাটি নিবাসী সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরতা পূর্ণিমা দাস কোভিড আক্রান্ত রোগীদের শ্রুশ্রার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১০ হাজার টাকা তুলে দেন। তার পিতা পরিমল দাস পেশায় কৃষক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

স্থান সহ যেখানেই এই ধরনের নেশা



সিরিঞ্জ জাতীয় নেশাদ্রব্যের যারাই যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের ফলে যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ এইচআইভি সংক্রমিত হয়ে পড়ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন

অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়ে এ ধরনের অশুভ কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা

পরনিভ্রশীলতার মানসিকতা কাটিয়ে লক্ষ্যপ্রাপ্তির পথে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা সাফল্যের পথে গতি সঞ্চারিত করে। যব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও পরম্পরার অগ্রণী পরিচায়ক ব্যক্তিত্ব। শিকাগোতে ভারতীয়ত্ব নিয়ে জগৎসভায় নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। যুব সম্প্রদায়কে এক সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের দিশা নির্দেশনা দিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে রাজ্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সঠিক ব্যবস্থাপনায় লোকাল ফর ভোকাল ভাবনায় স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি স্বরোজগারি মানসিকতায় বর্তমান

আত্মনির্ভর যুব উদ্যোগীরাই

অন্যদের কর্মসূজনের পথ সুগম

করছে। তার পাশাপাশি পর্যটন

ক্ষেত্রের প্রচার এবং প্রসারে বিভিন্ন

পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত

রাজ্য ও দেশের জন্য কাজ করার

🛮 এরপর দুইয়ের পাতায়

নেওয়া হবে। মখ্যমন্ত্রী বলেন.

করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের সমৃদ্ধির পথে বিশেষ করে পর্যটকদের রাজ্যমুখী করার ক্ষেত্রে যারাই

সুশান্ত চৌধুরী বলেন, পৃথিবীর যুব সদর্থক চিন্তাভাবনা নিয়ে সমাজ,

## আইপিএস সহ আক্রান্ত ৭৮৩

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়লো। ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৭৮৩ জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪৮৭ জন পশ্চিম জেলার। এক লাফে রাজ্যের সবক'টি জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সমানতালে বাড়ছে। করোনা আক্রান্তের গড় রাজ্যে ৯.১৮ শতাংশ। ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম জেলা। এই জেলার মধ্যে পুর নিগম এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। এর মধ্যেই আগরতলায় প্রায়ই অর্কেস্ট্রারের মত অনুষ্ঠান চলছে। বাজারে হরিনাম সংকীর্তন উৎসবও চলছে। বাজারগুলিতে মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব। এই পরিস্থিতিতে আগরতলায় দ্রুত সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করতে প্রশাসনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও উঠেছে। স্বাস্থ্য দফতরে বুধবার মিডিয়া বুলিটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ৮,৫৩১ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭,৭১৫ জনের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। বাকিদের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। এদিন করোনা মুক্ত হয়েছেন ৭৪ জন। বুধবার পশ্চিম জেলায় ৪৮৭ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এছাড়া সিপাহিজলায় ৩৮, খোয়াই-এ ৫২, গোমতীতে ২৮, দক্ষিণে ৪২, ধলাইয়ে ৪৪, ঊনকোটিতে ৪৪ এবং উত্তর

#### গৃহবধূর গলায় দড়ি আমবাসায় চাঞ্চল্য

জেলায় • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আমবাসা, ১২ জানুয়ারি।।** বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তিন মাসের মাথায়ই স্বামীগুহে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল এক নববধু। তীব্র চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে আমবাসা সদর এলাকা সংলগ্ন কেকমাছড়া গ্রামে। আত্মহননকারী নববধুর নাম সুপ্রিয়া বিশ্বাস (১৯)। স্বামী রাখাল শুক্ল বৈদ্য। মঙ্গলবার শেষ রাতে অথবা বুধবার ভোরের দিকে কোন এক সময় সে রান্নাঘরে গিয়ে গলায় দড়ি দেয়। বুধবার ভোর ৫টা নাগাদ বাড়ির লোকজন রান্নাঘরে গৃহবধুর ঝুলস্ত দেহ দেখতে পেয়ে আমবাসা থানায় খবর দেয়। অতঃপর পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ধলাই জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। জানা যায়, বিয়ের মাসখানেক পর থেকে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে পারিবারিক কিছু অশাস্তি থাকলেও তা আত্মহত্যার পর্যায়ে ছিল না। মেয়ের এই আত্মহত্যার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়ার কৃষ্ণপুর থেকে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে পিতা নিতাই বিশ্বাস এবং মা শেফালী বিশ্বাস। তারা পুলিশকে জানায় মঙ্গলবার রাতেও মেয়ে মোবাইল ফোন যোগে তাদের সাথে দীর্ঘ সময় আলাপচারিতা করেছে। এবং তা খুব স্বাভাবিক ছিল। এরপর যে কি হল তা তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। তারা আরো বলেন যে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুবই ভালো, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জানানোর প্রশ্নই উঠে না। পুলিশ আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা

#### জানান, বিদ্যুৎ এর মাশুল না বাড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু রাখার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ নিগম নতুন দিশা নিয়ে কাজ করে চলেছে। তিনি জানান, এরাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতে এখন পর্যন্ত ১২ হাজার সোলার স্ট্রিট লাইট বসানো হয়েছে এবং আরও ১৫ হাজার সোলার স্ট্রিট লাইট

প্রেস রিলিজ, সোনামুড়া, ১২

**জানুয়ারি** ।। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ

নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে বুধবার

সোনামুড়া মহকুমা এলাকার ৬টি

সাবস্টেশনের উদ্বোধন করেন

উপমুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিদ্যুৎমন্ত্ৰী যীষু

দেববর্মা। উদ্বোধনের পর

উপমুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষকে

সঠিক বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করার

লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন

উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি

সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার

এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে

সুষ্ঠভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌছে

দেওয়ার লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের

ভিত্তিতে কাজ করে চলছে। তিনি

পান্ডে এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি কপোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ পরিষেবা ড. এম এস কেলে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের বিভিন্ন উন্য়নমূলক প্রদান করার লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত ১ তথ্যচিত্র তুলে ধরেন। উদবোধনী লক্ষ ৩৬ হাজার পরিবারকে

ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, এদিন উদ্বোধন করা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিদ্যুৎ দফতরের ৬টি সাবস্টেশন হল ১৩২ কেভি রবীন্দ্রনগর সাবস্টেশন, ১৩২ কেভি উদয়পুর সাবস্টেশন, ৩৩ কেভি এডিসি হেড কোয়ার্টার সাবস্টেশন, ১৩২ কেভি রুখিয়া সাবস্টেশন, ৩৩ কেভি চারিপাড়া সাবস্টেশন এবং ৩৩ কেভি রাজকান্তি সাবস্টেশন।

#### সাবস্টেশন নির্মাণের কাজ রতন ভৌমিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। Varma, Hon'ble Deputy Chief Millister, Co. mik, Hon ble Minister of State, Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India Datta, Hon'ble Sabhadhipati, Sepahijala Zilla Parishad. amura Nagar Panchayet aborty, Hon'ble Ch overnment of Tripura. y, IAS, Secretary P aging Director, Tr Ltricity Corporation Limited oration Limited and Power Grid Co

সৌভাগ্য বিদ্যুৎ যোজনার আওতায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে

৬টি সাবস্টেশনের উদবোধন

বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়

বিদ্যুৎ পরিষেবার কাজ আরও উন্নত

করে তোলার জন্য ৩২টি

সাবস্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা

নিয়েছে এবং এর মধ্যে ২০টি

বিদ্যুৎ দফতরের সচিব ব্রিজেশ

আহ্বান জানায়। এলজিবিটি ও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। দেরি হল, তবে তিনি কথা বললেন। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এলজিবিটিকিউ অংশের চারজনের থানায় হেনস্থা করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। শুধু পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াই নয়, এলজিবিটিকিউ নাগরিকদের 'স্বাধীনতা,সম্ভ্রম, নিরাপত্তা নিশ্চিত' করার জন্যও তিনি লিখেছেন।

বিরোধী দলনেতা লিখেছেন, চারজন এলজিবিটিকিউ অংশের নাগরিককে ৮ জানুয়ারি রাতে পশ্চিম আগরতলা ও পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন, হেনস্থা করা হয়েছে, তাতে বিরোধীরা 'স্কস্তিত, লজ্জিত এবং ক্ষুৰ'। এটা রাষ্ট্রীয় শক্তির অপব্যবহার।

সেই দুই থানার ওসিকে সরিয়ে দিতে বলেছেন মানিক। তাছাড়া উঁচুতলার সচিব পর্যায়ের কাউকে দিয়ে তদস্ত করানোর দাবি রেখেছেন। তদস্ত প্রক্রিয়ায় পুলিশকে বাইরে রাখার কথাও বলেছেন তিনি এলজিবিটিকিউ'র ওই চারজনও থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগে সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যমকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। সিপিআই(এম এল)ও এই ব্যাপারে দোষীদের শাস্তির দাবি রেখেছে। তাদের রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, এলজিবিটি ও রূপান্তরকামীদের ব্যক্তিগত জীবনে নজরদারি ও তাদের উপর অমানবিক পুলিশী নির্যাতন ও রাতভর হেনস্থার কলঙ্কজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং দোষীদের শাস্তি চায় সিপিআই(এমএল)। নাগরিক সমাজকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে আহ্বান জানাই।'

র পাস্তরকামী সম্প্রদায়ের চারজনকে পুলিশ বেআইনিভাবে গ্রেফতার করে পশ্চিম আগরতলা থানা ও পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় আটক করে পুলিশ আধিকারিকরা তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায় এবং রাতভর হেনস্থা করেছে। এই ঘটনা অত্যস্ত অমানবিক ও রাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিরল কলঙ্কজনক অধ্যায়। 'আমরা এলজিবিটি ও রাপাস্তরকামী সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর এধরনের নগ্ন হস্তক্ষেপ এবং তাদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে ও পরিসরে এইধরনের বেআইনি নজরদারির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছি। তাদের বেআইনিভাবে থানায় আটক করে সারা রাত ধরে তাদের উপর রাষ্ট্রীয় রক্ষীবাহিনী কর্তৃক এইভাবে বর্বর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা ও হেনস্থা করার তীব্র নিন্দা করছি। সম্প্রতি দেশ জুড়ে ও রাজ্যে নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত পরিসরে রাষ্ট্রের অন্যায় ও বেআইনি হস্তক্ষেপ ও নজরদারি তীব্রতর ও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাছাডা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে রূপান্তরকামীরা আজও চরমভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত এবং নির্মমভাবে সামস্ততান্ত্রিক পিতৃ তান্ত্রিকতার শিকার। 'অমানবিক ও বর্বর হস্তক্ষেপ, নজরদারি ও নিপীড়ন কাভে অভিযুক্ত অপরাধীদের ও পুলিশ আধিকারিকদের আইনানুগ যথোপযুক্ত শাস্তির দাবিতে সমস্ত নাগরিক সমাজকে সোচ্চার হতে ও প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে

#### নতুন জেলা কং সভাপতি, কাজিয়া জায়গাতেই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। বিশালগড়, বিলোনিয়া এবং উদয়পুর, এই তিন কংগ্রেস জেলা কমিটি'র নতুন সভাপতি নিয়োগ করা হয়েছে। বিশালগড়ে নিশিকান্ত দেববর্মা, বিলোনিয়ায় শ্রীপতি মজুমদার এবং উদয়পুরে সৌমিত্র বিশ্বাস। ত্রিপুরার প্রদেশ কংগ্রেস'র অভিভাবক কেসি বেণুগোপাল সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতির পক্ষে এই নিযুক্তির কথা জানিয়েছেন। এই তিনজনকে নিযুক্তির সিদ্ধান্ত এআইসিসি নিলেও, ত্রিপুরার প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ীই, এই সিধান্তেও নামসর্বস্ব সংগঠনেও লবি-পাল্টা লবির ধাকাধাকি ঠিকই বজায় রয়েছে। টিপিসিসি'র সূত্র জানাচ্ছে, মিলন চন্দ্র কর, পীযুষ দাস এবং অনুপ দেব, যারা নতুন তিন জেলা সভাপতি হওয়ায় পদ থেকে বাদ পড়লেন, তাদের নিয়ে ঘোঁট পাকানো চলছে। তাদের নাকি পদত্যাগ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাদের পদত্যাগের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল, তাদের সরিয়ে দেওয়ার আগে তাদের 'শো-কজ' চিঠি দেওয়া হয়নি। সম্মানের সাথে তাদের সরে যাওয়ার সুযোগ না দেওয়ায়, সেটি দলে প্রভাব পড়বে। ত্রিপুরা কংগ্রেসে এইসব নতুন কিছু নয়। ভোটে দলকে লড়ানোর চাইতেও, প্রদেশ সভাপতির পদই এই রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের কাছে বড় মুখ্য। কংগ্রেস এই রাজ্যে এখন নাম সর্বস্ব, বিরোধী দল হিসাবে ভূমিকা শূন্য। একেবারেই তলানি অবস্থা, তাই বলে অন্তর্কোন্দল থেমে নেই।

### গভীর রাতে যান সন্ত্ৰাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১২ জানুয়ারি।। রাত দুইটা। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারময় রাজপথ। যান সন্ত্রাসের ট্র্যাডিশন চলছেই রাজ্য জুড়ে। বিএসএফ'র জিপসি গাড়ি ও পাচারকারীর বলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন পাচারকারী বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। স্থানীয়রা আহতদের প্রথমে বক্সনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক নিজের কাঁধে দায়িত্ব না রেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদেরকে জিবিপি হাসপাতাল রেফার করে দেন। ঘটনার বিবরণ ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বক্সনগরের দিক থেকে টিআর ০৭-০৮৫৩ নম্বরের কাপড় বোঝাই একটি বলেরো পিক-আপ ভ্যান দক্ষিণ কলমটোডা বিওপি'র সামনে আসতেই বিএসএফ'র জিপসির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, এই সময় কোম্পানি কমান্ডার রাতের পাহারায় জিপসি গাড়িটি নিয়ে বিওপি থেকে বের হচ্ছিলেন। বলেরোর চালক জিপসি গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ঘটনাস্থলেই তিনজন পাচারকারী গুরুতর আহত হন। তারা হলেন — বিশ্বজিৎ পাল, বিশ্বজিৎ নমঃ এবং প্রদীপ দাস। পাচারকারী তিনজনের বাড়িই বক্সনগরে। যেখানে ঘটনা শেষ, সেখান থেকেই শুরু করে রাজ্যের কালার্সপ্রাপ্ত পুলিশ। ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সাবইনসপেকটর রিয়াংমণি হালামের নেতৃত্বে টিএসআর জওয়ানরা। ঘটনাস্থলে লোক-দেখানো তদন্ত ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি পুলিশ। এখন লাখ টাকার প্রশ্ন, লক্ষ লক্ষ টাকার পাচারকারী কাপড়ের আসল পাচারকারী কে?

## আলোচনা করতে গিয়ে ক্রীডামন্ত্রী তার চিন্তাধারা দিয়ে চালিত হয়।

সমাজ ও মানবজাতির পথ প্রদর্শক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজ্যের সর্বত্র প্রতীকীভাবে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয়েছে। রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানটি হয় আগরতলাস্থিত নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যদের সচিব অমিত রক্ষিত, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা ও যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ। উদ্বোধনের পর অতিথিগণ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে এই দিবসটি পালনের তাৎপর্য

পারিবারিক প্রাচর্যতা সত্তেও তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন মানব

ছিলেন স্বামী বিবেকানন। জন্য ক্রীডামন্ত্রী উপস্থিত সকল ক্রীড়াবিদ ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কল্যাণে। তিনি আরও বলেন, আজকের যুব সমাজই আগামীতে স্বামীজি সবসময় বলতেন, মানুষ দেশকে • এরপর দুইয়ের পাতায়

## অন্ধকারে গৃহবধূকে হত্যার চে

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা। মাথায় ইট মেরে রক্তাক্ত অবস্থায় গৃহবধুকে মেরে পালালো স্বামী এবং ননদ। এই ঘটনায় এয়ারপোর্ট থানায় মামলা করা হয়েছে। ঊষাবাজার থেকে ময়লাখলা যেতে খালি জায়গায় নিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মাথায় ইট দিয়ে মারার আেগে গলা টিপেও ধরেছিল অভিযুক্তরা বলে অভিযোগ। অভিযোগটি দায়ের করেছেন শিবনগর চিত্তরঞ্জন রোড এলাকার বাসিন্দা মানসী মোদক। অভিযুক্তরা হলো রতন দাস, ঝুমা দাস এবং গৌতম দাস। তাদের বাডি দুর্গাচৌমুহনি মসজিদ রোডে। এই ঘটনার তদস্ত করছেন

বছর আগেই মানসীর সঙ্গে রতনের বিয়েতে দেওয়া সব জিনিস ফিরিয়ে দেবে। এই কথায় রাজি হয়ে যান

রওয়ানা হন মানসী। কিন্তু কাজের করা

কথা বলে ময়লাখলা দিয়ে ঊষাবাজার চলে যায় রতন। সেখানে বাতের অন্ধকারে এক জায়গায় বাইক থামায়। সেখানেই হাজির ছিল মানসীর ননদ ঝুমা দাস এবং এবং তার স্বামী গৌতম দাস। তারা একটি গাড়িতে ছিল। অন্ধকারে রাস্তার পাশেই মানসীর গলায় টিপে ধরে অভিযুক্তরা। তাকে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে দেওয়ার চেস্টা করা হয়। তার চিৎকারে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। এলাকার কয়েকজন এসে মানসীকে উদ্ধার করে পুলিশের কাছে পৌঁছে দেয়। এয়ারপোর্ট থানায় গিয়ে পুরো ঘটনা জানিয়ে মামলা করেন মানসী। তাকে ভর্তি

#### প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাবইনস্পেকটর যমুনা রায়। এক

বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর এক বছর না যেতেই শৃশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ করে বাড়ি চলে যান মানসী। বারবারই অভিযুক্তরা তাকে মামলা তুলে নিতে চাপ দিয়েছিল। গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর বিকালে রতন ফোন করে মামলা তুলে নিতে আবেদন করে। তার কথা অনুযায়ী, বিয়েতে দেওয়া সব জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিলে মামলা তুলে নিতে পারেন তিনি। কের চৌমহনিতে এ বিষয়ে কথা বলতে মানসীকে ডেকে আনেন রতন। সেখানে তাদের ৩০ মিনিটের মত কথা হয়। রতন জানায়, তার সঙ্গে বাডি গেলে

এরপর দুইয়ের পাতায়

## স্টল ব্ৰিজঃ সিপিএম-বিজেপি

দেওয়ায় সেটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

এলাকাবাসীর সুবিধার্থে বিকল্প

একটি পাকা সেতু ২২ লক্ষ টাকা

ব্যয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

তাই সিপিএম মানুষকে বিল্রান্ত

করছে ইত্যাদি। আজ সিপিএম

ধর্মনগর, ১২ জানুয়ারি।। "স্টিল ব্রিজ ভেঙে ফেলার প্রতিবাদ জানুয়ারি এ পত্রিকায় প্রকাশের পর শাসক দল পরিচালিত নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান বিরোধী দল সিপিএম'র মধ্যে তরজা অব্যাহত রয়েছে। সেদিনের প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিলো, বর্তমান নগর এলাকার ১ ও ৪ নং ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে একটি ছড়ার উপর বিগত বাম আমলে ১২ লক্ষ টাকায় নির্মিত স্টিলের ফুটব্রিজটি বর্তমান বিজেপি পরিচালিত নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এলাকাবাসীকে ঘুমে রেখে সেটি ভেঙে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে। ফলে ওই এলাকার কৃষক সমাজ, ছাত্ৰছাত্ৰী সহ প্ৰায় তিন শতাধিক মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। তাই স্থানীয় মানুষের হয়ে সিপিএম পানিসাগর মহকুমা সম্পাদক অজিত দাস, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস

ব্রিজটি না ভাঙার জন্য নগর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান এবং পানিসাগরে" শীর্ষক খবর গত ৩ ব্রিজটির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত করার আর্জি জানান। অপরদিকে নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান ধনঞ্জয় নাথ সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, স্টিল ব্রিজটি জীর্ণশীর্ণ হওয়ায়

নেতা শীতল দাস এবং নগর এলাকার মানুষ লিখিতভাবে

পঞ্চায়েত এলাকার ৪ নং ওয়ার্ডে উপরোক্ত স্টিল ব্রিজের সামগ্রী যেমন লোহার পাইপ, স্টিলের রড, হাতল ব্যবহার করে নতুন ব্রিজ নির্মাণ করে গেরুয়া উন্নয়নের ঢেঁকুর তুলে নগরবাসীকে ধোঁকা দিচ্ছে বিজেপি। বামেরা ২৫ বছরে যদি কিছুই না করে থাকে, তবে বামেদের উন্নয়নের সামগ্রী ব্যবহার করে গেরুয়া রং লাগিয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশের স্লোগান জুমলা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্টিল ব্রিজ যদি জীর্ণশীর্ণ হয়ে থাকে তবে তার সামগ্রী ৪ নং ওয়ার্ডে ব্যবহার হচ্ছে কেন? শীতলবাবুরা বিজেপির এই বামমার্গীয় সামগ্রী ব্যবহারকে পুরাতন মদের বোতলে নতুন লেবেল লাগিয়ে নগরবাসীকে ধোঁকা দেওয়ার শামিল বলে জানান। হিম্মত থাকলে ৪ নং ওয়ার্ডে বাঁশের সাঁকো সরিয়ে পাকা ব্রিজ নির্মাণ করে দেখান ডবল ইঞ্জিনের সরকার --- চ্যালেঞ্জ

বিষয়টি সম্পর্কে পানিসাগর মণ্ডলের মিডিয়া ইনচার্জ অনস্ত দাসের বক্তব্য জানতে চাইলে প্রতিবেদককে জানান সিপিএমের বক্তব্যের কোনও সারবত্তা নেই। ১ নং ও ৪ নং ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে পাকা সেতু নির্মাণ করে দিয়েছে বিজেপি পরিচালিত নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। ভেঙে ফেলা স্টিল ব্রিজের কিছু জিআই পাইপ এবং অপরাপর ভালো সামগ্রী ব্যবহার করে ৪ নং ওয়ার্ডে বাঁশের সাঁকো সরিয়ে স্টিল ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে। গত ২৫ বছরে সিপিএম এই স্থানের উন্নয়নের জন্য কিছুই করেনি বলে অনন্তবাবু ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। এই কাজটি সম্পূর্ণ হলে ৪নং ওয়ার্ডের মানুষ আপাতত চলাচলে কিছুটা হলেও স্বাচ্ছন্যবোধ করবেন বলে অনন্তবাবু জানান। এখন দেখার, নগর পঞ্চায়েত এলাকার জনগণ বিষয়টি কিভাবে দেখেন।

নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমিটির সম্পাদক অমৃত রায়। ডিসিএম প্রসেনজিৎ মালাকার যার আমবাসা, ১২ জানুয়ারি।। এটা উনার প্রথম প্রশ্ন হাজার হাজার ২০২২ সাল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মানুষ নিয়ে রাজ নেতাদের সমাবেশে কি করোনা ছড়ায় না? এক্ষেত্রে সাহসী অমৃতবাবুর ইঙ্গিত যে সরাসরি দেশের প্রধানমন্ত্রী ও

মোদির ভাষায় ডিজিটাল ভারত। এই ভারতের আত্মনির্ভর মানুষ যে শাসক দলের দোর্দভপ্রতাপশালী নেতা হউক আর প্রশাসনের জাঁদরেল আধিকারিক আয়না দেখানোর প্রশ্নে যে কাউকেই বিন্দুমাত্র রেহাত করে না তারই এক উজ্জ্বল ছবি বুধবার সন্ধ্যায় দেখা গেলো আমবাসা বাজারে। কোভিড বিধি নিয়ে বুধবার সকাল থেকে আমবাসা বাজারে মহকুমা প্রশাসনের সীমাহীন বাড়াবাড়ির জেরে সন্ধ্যায় কয়েকশত ব্যবসায়ীর ক্ষোভ মারমুখী রূপ নিয়ে দক্ষযজ্ঞ বাঁধালে তাদের শাস্ত করতে অবশ্য পরিষ্কার। আর একারণেই আমবাসা পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান তথা প্রভাবশালী বিজেপি নেতা গোপাল সূত্রধর এবং জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দন ভৌমিক আমবাসা থানার ওসি সহ বিশিষ্টজনেরা যখন এগিয়ে এলেন তখন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে প্রথমেই তাদের আয়না দেখালেন আমবাসা বাজার

নেতা ও আমলাদের আয়না

দেখালো বাজার সম্পাদক

বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সাথে পশুসুলভ আচরনের হাজারো অভিযোগ। বহুবার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সে স্বাস্থ্য দফতরের লোকজন ও পুলিশ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দিকেই ছিল তা এসে গোটা বাজারে যাকে পাচ্ছে



নেতা বা আধিকারিকরা এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে সমাধানের পথ খুঁজেছে। তবে সহস্র মানুষের ভিড়ে বাজার সম্পাদকের একটি মাত্র প্রশ্ন যে ক্ষুব্ধ মানুষকে আরো কতটা তীতিয়ে দিয়েছে তা নেতারা তৎক্ষণাৎই টের পেয়েছে। ঘটনার

তাকেই ধরে ধরে কোভিড টেস্ট শুরু করে। সংক্রান্তির বাজারে ব্যস্ত দোকানি থেকে শুরু করে যানবাহনের যাত্রী কাউকেই ছাড় দেয়নি সে। এ যেন এক নতুন পাগলামি , যা দেখে সংক্রান্তির বাজার নিতে আসা জাতি জনজাতি মানুষ পালাতে থাকে। সারাদিন সূত্রপাত এদিন সকাল থেকেই। এভাবে চলার পর সন্ধ্যায় এদের মহকুমা প্রশাসনের বদমেজাজী তাণ্ডব **এরপর দুইয়ের পাতায়** 



## 'ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের ভেসে যেতে দেবেন না'

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের ভেসে যেতে দেবেন না। আগরতলা পুরনিগম মেয়রের উদ্দেশে এমন বার্তাই রাখলেন শহরের ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা। যাদের ঠেলা নেই, টুলি নেই তারা মহাবিপদে পড়েছেন। পুর সংস্থার নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলেন বর্তমান মেয়র সাহেব— আগরতলাকে জবরদখল মুক্ত করবেন। আপাতত দুর্বলদের দিয়ে শুরু করেছেন তিনি। সবলদের দিকে এগোবেন কিনা সময় তা বলবে। তবে শহরের বুকে হরিগঙ্গা বসাক রোডের একটা অংশ, শকুন্তলা রোডের একটা অংশ এদিন জবরদখল মুক্ত হয়। তার চেয়ে বড কথা ফুটপাথে যারা সামগ্রী রেখে ব্যবসা করতেন তাদের দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া হয়েছে। ফটপাথগুলোকে জবরদখল মুক্ত করার লডাই শুধু শুরু হলো তাই নয়, বড বড ব্যবসায়ীরা যারা এই ফটপাথকে ব্যবহার করে ব্যবসা করতেন তাদেরকেও সতর্ক করা হলো। তাদের ব্যবসার সাম্থ্রী



হলো। অবশ্যই কৃতিত্ব জাহির করছেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। কিন্তু ফটপাথ কতদিন এমন স্বাভাবিক থাকবে ? কত দিন সাধারণ মানুষের জন্য ফুটপাথ উন্মুক্ত থাকবে? তা অবশ্যই সময় বলবে। হকার্স কর্ণারের ভেতরের যাওয়ার রাস্তায় দোকানিরা সামগ্রী রেখে দেয়।

তাতে করে বলা হচ্ছে এই ব্যবসায়ীদের বিপদ হলে ফায়ার সার্ভিস কিংবা অন্যান্য যানবাহন প্রবেশ করতে পারবে না। মেয়র বললেন যদি দৰ্ঘটনা ঘটে তাহলে এসব সামগ্রী সরিয়ে যেতে হবে ভেতরে। সব মিলিয়ে বলা যায়. এদিন সকাল থেকে পুরনিগম অভিযান সংগঠিত করেছে। শহরকে জবরদখলমুক্ত করার লডাই শুরু হয়েছে। তবে কিছু কিছু ব্যবসায়ী রয়েছেন সামনে ফটপাথ ব্যবসায়ীদের বসিয়ে তাদের কাছ থেকে কমিশন নিচ্ছে। আবার ক্ষমতা দেখিয়ে ফুটপাথকে নিজেদের মতো করে 'স্থায়ী সম্পদ' বানিয়ে ফেলেছে একাংশ ব্যবসায়ী। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে

টাস্ক ফোর্স অভিযান সংগঠিত করে মানুষের চলার জন্য ফুটপাথকে মুক্ত করেছে। এই অভিযান চলবে আগামীদিনেও। ত্রিপুরা ফুটপাথ হকার সংথাম সমিতির রাজ্য সভাপতি বিপ্লব কর বলেছেন. ২০১৪ সালের স্ট্রিট ভেন্ডার অ্যাক্ট অনুসারে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের জন্য চার চাকার ট্রলি ও লাইসেন্স থাকতে হবে। তার জন্য আগরতলা পুরনিগম বিভিন্ন সময় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ সেই উদ্যোগে সাডা দিচ্ছে না। প্রত্যেকের জন্য থাকতে হবে ট্রলি বা চার চাকার ঠেলা কিংবা লাইসেন্স। যেটা আগরতলা পুরনিগম দিয়ে থাকে। আগরতলা শহরের মধ্যে হকার জোন করা হয়েছে। এই হকার জোনগুলির মধ্যে রয়েছে অফিস লেনের উত্তর অংশ, জ্যাকশন গেট থেকে আইজিএম চৌমুহনির উত্তর অংশ কভার্ড ড্রেনের উপর, শিশু উদ্যান থেকে রবীন্দ্রভবন দুর্গাবাড়ির দক্ষিণ অংশ, রবীন্দ্রভবন থেকে ওরিয়েন্ট চৌমুহনি, রবীন্দ্রভবন চৌমুহনি থেকে জগন্নাথবাড়ি,

পারবেন কি মেয়র ? এদিকে

সকালে বিভিন্ন জায়গায় এএমসি

লালমাটিয়া বিপণি বিতানের সামনের অংশ, এমজি বাজারের পশ্চিম অংশ, নেতাজি চৌমুহনি থেকে গান্ধীঘাট উত্তর অংশ, এসবিআই মেলারমাঠ থেকে উডালপল উত্তর অংশ, আবার এসটি কর্পোরেশন থেকে লেক চৌমহনি বাজার উত্তর অংশ। এভাবে শহরের প্রত্যেক রাস্তাগুলো কোথায় ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসা করার সুযোগ থাকছে সেগুলো নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক জোনের অন্তর্গত জায়গায় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের জন্য। বিপ্লব কর বলেছেন, কোথাও কোথাও এএমসি'র ভেন্ডার কমিটির সুপারিশ কার্যকর করা হয়েছে। কেউ যদি সনির্দিষ্ট সময়ে লাইসেন্স করতে না পারে তার জন্য পুরনিগম উদ্যোগ নিয়েছে। আবার গতকাল থেকেই অনেকে যোগাযোগ বাডিয়েছেন, তবে যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের লাইসেন্স বা স্ট্রিট ভেন্ডার অ্যাক্ট অনুসারে ট্রলি বা চার চাকার ঠেলা নেই। বিপ্লব কর মনে করেন, প্রনিগমের মেয়র যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা ভালো। তিনি



বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে আগরতলা পরনিগমে ২৭৩৮জন স্ট্রিট ভেন্ডার রয়েছে। তার মধ্যে ৬৮৬জন করোনা পরিস্থিতিতে অন্য পেশায় চলে গেছেন। ২ হাজারেরও বেশি এই ফটপাথ ব্যবসায়ী রয়েছেন। তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগ আছে। ১০ হাজার টাকা পেতে পারেন। তবে তা ঋণ হিসাবে। যারা মাধ্যমিক পাশ তাদের জন্য এক লক্ষ থেকে দু'লক্ষ টাকা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিপ্লব করের দাবি,

যারা সযোগ পাননি তাদের জন্য তার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। মেয়র কথা দিয়েছেন, সকলের জন্য লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নেবেন। কিন্তু মেয়র সাহেব কি পারবেন হর্কাস কর্ণার-সহ হরিগঙ্গা বসাক রোড, শক্স্তলা রোডের বিস্তীর্ণ এলাকার রাস্তা দখল করে যারা যানবাহন রাখছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে? শহরের ক্রেতা সাধারণের জন্য যানবাহন রাখার সবন্দোবস্ত করে করবেন মেয়র দীপক মজুমদার?

## টাজটিএ'র উদবেগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অস্তম শ্রেণির যান্মাসিক পরীক্ষা আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। চলছে। উল্লেখ করা যেতে পারে টিজিটিএ'র তরফে উদ্বেগ প্রকাশ তৃ তীয় থেকে অস্টম শ্রেণির করা হয়েছে করোনা সংক্রমণের ছাত্রছাত্রীদের এখনও ভ্যাকসিন হার বৃদ্ধি পাওয়ায়। সরকারি তথ্য দেওয়া হয়নি। ফলে এইসব অনুসারে পজিটিভের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়টি উল্লেখ করে সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচেছ। বিদ্যালয়স্তরে তৃতীয় থেকে অষ্টম এছাড়াও শ্রেণির যান্মাসিক পরীক্ষা চলছে। বিদ্যালয়স্তরেও কিছু পরীক্ষা এই সময়ে শিক্ষা দফতরকে বিষয়টি চলছে। অধিকাংশ স্থানেই শিক্ষক সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে স্বল্পতা এবং পরিকাঠামোগত হবে। রাজ্যে কোভিড-১৯ দুর্বলতার জন্য যথাযথভাবে সংক্রমণের হার অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী হচ্ছে না। এর ফলে সমিতি মনে গতকাল যেখানে সারাদিনে মোট করে এই অবস্থায় পরীক্ষাগুলি ৫৭৯ জন সংক্রমিত হয়েছিল চালিয়ে যেতে অন্যান্য রাজ্যের মত সেখানে ব্ধবার সকালে প্রথম ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্র-শিক্ষকরা বেলাতেই সংক্রমিত হয়েছেন সংক্রমিতহতে পারেন।তাই সমিতি ৭৮৩জন। পজিটিভ রেট রাজ্য সরকারের কাছে দাবি গতকালের ৭.০৯ শতাংশ থেকে জানাচ্ছে অনতিবিলম্বে কোভিড বেড়ে ৯.১৮ শতাংশ হয়ে গেছে। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত

কোমলমতি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যায় সংক্রমণ ছড়িয়ে কলেজ--- বিশ্ব কোভিড প্রোটোকল মানাও সম্ভব এর মধ্যে বিদ্যালয়স্তরে তৃতীয় এবং স্কল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল

জন্য এবং পরিস্থিতির উন্নতি হলে স্থগিত পরীক্ষাগুলি পুনরায় নেওয়া যেতে পারে এবং সর্বভারতীয় স্তরের যে সকল পরীক্ষা এই সময়ে হবার কথা সেগুলি ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে যথাযথ কোভিড বিধি মেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে। এছাড়াও সমিতি এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে কুশশগুলাও আপাতত স্থগিত রাখার দাবি জানাচ্ছে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার জন্য। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিধি মেনেই সব কিছু হচ্ছে বলে প্রচার হলেও বাস্তবিক বিষয়গুলো যেনো



অনেক কিছুর জানান দিচ্ছে।

## চড়িলামে ফায়ার স্টশন নির্মাণের দাবি

বিভিন্ন স্থানে প্রায়শই বিধবংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে চলেছে। তাতে সৰ্বস্বান্ত হয়ে পডেছে অনেক পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের দাবি করে আসলেও সেই দাবি পুরণ হয়নি জনগণের। আর তাতে গভীরভাবে চিন্তিত রয়েছে সংশ্লিষ্টরা। তাই অতি দ্রুত ফায়ার স্টেশন নির্মাণের দাবি জানালো চড়িলামবাসী। রাজনৈতিকভাবে রাজ্যে অনেক পালাবদল হলেও এখনো পর্যন্ত সেই দাবি পুরণ হয়নি চডি লামবাসীদের। চড়ি লাম এলাকায় যেকোনো ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটলে বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জ থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসতে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় লেগে যায় বলে এলাকাবাসীরা জানায়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, এর ফলে ঘটনাস্থলে ফায়ার **চড়িলাম, ১২ জানুয়ারি।।** রাজ্যের সার্ভিসের কর্মীরা আসতে আসতেই অগ্নিকাণ্ডের জেরে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় সবকিছই। চডিলামের নাগরিকদের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে অতি দ্রুত চড়িলাম ফায়ার স্টেশন নির্মাণের দাবি জানিয়েছে জনগণ। উক্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে পেট্রোল পাম্প, গ্যাস এজেন্সি ইলেকট্রিক অফিস ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি চড়িলাম বাজারে ব্যবসায়ীদের দোকান রয়েছে। এসব দিক বিবেক বিবেচনা করে অতিসত্বর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন চাড়িলামবাসীরা। অতি দ্রুত নাগরিকরা এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর কাছে চডিলামে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের দাবি জানাবেন বলে এলাকার জনগণ জানিয়েছেন।



আগরতলা, ১২ জান্য়ারি ।। -বেসরকারি উদ্যোগে এই আগরতলা-সহ গোটা রাজ্যেই আয়োজন ছিল আগরতলা-সহ জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। ছাত্র যুব রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে পালন উপস্থিত ছিলেন আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শুভকারানন্দ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মহারাজ-সহ অন্যান্যরা। সরকারি বিবেকানন্দের জন্মদিন হিসাবে ডিওয়াইএফআই'র উদ্যোগে। শহিদান দিবস। এদুটো দিবসে

উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তৃণমূল যুব শাখার উদ্যোগেও এদিন ছিল নানা আয়োজন। তার আগে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাম্প অফিসে স্বামী विरवकानरमव जन्मिवरम শ্ৰদাঞ্জা অপণি করনে সুবল ভৌমিক - সহ অন্যান্যরা। এবিভিপি'র উদ্যোগেও স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের পাশে স্বামীজীর মুর্তিতে এবিভিপি'র তরকে শ্রদ্ধাঞ্জলী অপ্ণের আয়োজন করা হয়েছে। তার পাশাপাশি যুব তৃণমূলের উদ্যোগে শহরে শীতবস্ত্র বিতরণ-সহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন মাস্টারদা সূর্য সেনের শহিদান দিবসে অল ইভিয়া এমএসএস. অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও, অল ইন্ডিয়া ডিএসও-সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে আগরতলায় ছিল শ্ৰদাৰ্য অৰ্ণ কৰ্মচ্চি। এদিকে, আম্বেদকর ভবনে বিবেক উদ্যানে ১২ জানুয়ারি ভবনে যুব দিবসে রক্তদান শিবিরের স্বামীজীর জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন দিবসটি যুব দিবস অর্থাৎ স্বামী আয়োজন করা হয় এসএফআই ও কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এই পর্বে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি এদিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম, সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। এই আয়োজনে আবার মাস্টার দা সূর্য সেনের সুধন দাস-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থেকে স্বামীজীর প্রতি রক্তদান শিবিরের আয়োজনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

#### আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : দিনটিতে মেষ । থাকতে হবে দিনটিতে। ব্যবসা সূত্রে রাশির পক্ষে শুভ।কর্মভাব | উ পার্জন বৃদ্ধি শুভাশুভ বলা যায়। ব্যবসা ভালো হবে।তবে শক্রতার যোগ দেখা যায়। অর্থ যেমন আসবে আবার ব্যয়ও হবে। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও চলাফেরায় সাবধানতা

বৃষ : দিনটিতে এই রাশির <sup>|</sup> 🌉 জাতক-জাতিকাদের শরীর 📗 মোটামুটি ভালোই যাবে। তবে মানসিক উদ্বেগ ও অকারণে 📗 ভয় দিনটিতে দেখা দিতে পারে। কর্মভাব ভালো-মন্দ মিশিয়ে চলবে। ব্যবসা ভালোই হবে। তবে ব্যবসায় শত্রুতার যোগ দেখা যায়।

মিথুন : দিনটিতে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কর্মভাব শুভ বলা যায়। তবে আর্থিক উন্নতির পথে বারবার বাধা আসবে। অকারণে দুশ্চিন্তা দেখা দেবে। প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে 🛭 সাবধানে চলা দরকার। কাৰ্যানে তথা নৱন্ত্ৰন কৰ্বট : দিনটিতে কৰ্মভাব

মিশ্র ফল দেবে। ব্যবসা ভালো হবে। তবে পার্টনার থাকলে মনোমালিন্য হবে। দিনটিতে কাজের চাপ মানসিক অশান্তির কারণ হতে পারে। তা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে যশ

বৃদ্ধির যোগ আছে।
সিংহ : দিনটিতে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থানে নিজের দক্ষতা বা **l** পরিশ্রমের কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে দিনটিতে মানসিক | উত্তেজনা দমন করে চলতে চেষ্টা 📗 করবেন নতুবা সহকর্মীরা আপনার । ক্রোধের সুযোগে সমস্যা সৃষ্টি

কন্যা: ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটিতে নানান সুযোগ নবে। চাকরিজীবীদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্বজনিত কারণের দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে। আর্থিক চাপ থাকবে। দিনটিতে 🛭 নার্ভাসনেস, টেনশনের কারণে 📗 মাথা ধরার সমস্যা ভোগ করবেন।

তুলা : চোট আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকবে। চলাফেরায় সতক

#### চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। তাদের মানসিক শান্তি বিঘ্লিত হবে উভয়ের।

বশ্চিক: দিনটিতে যাই করুন চিস্তা ভাবনা করে করবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি তেমন শুভ নয়। ব্যবসা নিয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। তবে কারও চাপে কোনো কিছু করবেন না। অন্যথায় সমস্যা আরও

বাডতে পারে। দাম্পত্যজীবন খবই

ধনু : দিনটিতে শরীর ও স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। তবে আপনি যথেষ্ট চনমনে থাকবেন। দিনটিতে একটু নজর রাখতে হবে পায়ের পাতা আরোও একটু ওপরের দিকে মচকে যাওয়া হঠাৎ ব্যথা পাওয়ার যোগ লক্ষ্য করা যায়। তবে বন্ধু বা শত্রু থেকে সাবধান থাকা দরকার। মকর : দিনটিতে কর্মজীবী ও

🛮 ব্যবসায়ীদের পক্ষে শুভ। আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হবে। তবে রাত্রি ভাগে নানা কারণে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। এর জন্য বিশেষ সাবধানতার

🤧 কুম্ভ : দিনটিতে সংযম ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন সাফল্য লাভের জন্য। চাকরি ব্যবসা উভয়ক্ষেত্রেই সময় অনুকূলে। চাকরিজীবীরা দিনটিতে । বিশেষ শুভ ফল ভোগ করবে।যারা আগে আপনাকে অবহেলা করত দিনটি তাদের প্রিয় হবে।

মীন: দিনটিতে চাকরিজীবীদের 🗖 সামান্য অসহযোগিতা বাড়বে। সুনাম-সহ 🔳 সাফল্যের ধারাবাহিক বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। মানসিক অস্থিরতার মধ্যে প্রতিভাগুলো ঠিকমত বিকশিত হবে না। মানুমের জন্য ভালো কাজ করেও প্রতিদান পাবেন না।

ধর্মের বাঁধনে নয়, মনুষ্যত্ত্বের বাঁধনে গড়ে উঠুক সমাজ। এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বুধবার ডিওয়াইএফআই খোয়াই সিঙ্গিছড়া লোকাল কমিটির উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০তম জন্মদিনে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ডিওয়াইএফআই খোয়াই বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। রক্তদান শিবির ও শ্রদ্ধাঞ্জলি

খোয়াই/অমরপুর, ১২ জানুয়ারি।। করতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক উপস্থিত বক্তারা স্বামী বিবেকানন্দের ভানলাল সাহা। এছাডা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ভানুলাল সাহা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত উ পস্থিতি দেখা যায়নি। স্থানীয় ছিলেন। সমাজের অবহেলিত নেতারাই রক্তদানকারীদের মানুষদের মর্যাদা দেওয়ার জন্য লড়াই উৎসাহ দিয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অনুষ্ঠানে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করে গেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এদিকে, ৪টি বাম ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে অমরপ্র দশ্র্থ দেবস্মৃতি ভবনেও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ২১ জন রক্তদান করেন। তবে সেখানে বড় মাপের কোনো নেতার

> আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

## অভিযুক্তদের বাঁচাতে পুলিশের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। করোনা আক্রান্ত হলেন রাজ্য পুলিশের এক আইপিএস অফিসার। সাদা পোশাকে কর্মরত এই আইপিএস অফিসার বুধবারই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের ৪ জনকে হেনস্থার অভিযোগে পশ্চিম থানার দুই পুলিশ অফিসারকে ক্লিনচিট দেওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে নিল রাজ্য পুলিশ। সিআরপিসির ১৫১ ধারায় অভিযোগ দায়েরকারী ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের একজনের বক্তব্য ঠিক নয় বলে দাবি করেছে রাজ্য পুলিশ। উল্টো পুলিশকে সঠিক পথে চলার দাবি করা হয়েছে। বুধবার সকালে ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে এআইজি (আইন শৃঙ্খলা) সুব্রত চক্রবর্তী পুলিশের বক্তব্যের একটি অংশ হোয়াটস্অ্যাপে সংবাদমাধ্যমের কাছে তুলে ধরেছেন। এই বক্তব্য অনুযায়ী, গত ৮ জানুয়ারি রাত ১১টা নাগাদ পশ্চিম থানার ইনচার্জ ইনস্পেকটর দেবাশিস সাহা এবং এসআই শ্রীকান্ত গুহ খবর পেয়েছিলেন, ৪ জন মেয়েদের পোশাক পরে বটতলা এবং মেলারমাঠ এলাকায় কিছু যুবক থেকে টাকা চাইছে। এই অভিযোগ পেয়ে দুই অফিসার মহিলা পুলিশদের সঙ্গে নিয়ে বটতলায় ছুটে যান। সেখানেই ৪ জনকে মহিলাদের পোশাক পরা অবস্থায় পায় পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সস্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি। যথারীতি তাদের সিআরপিসির ১৫১ ধারা অনুযায়ী গ্রেফতার করে পশ্চিম থানায় আনা হয়। থানায় এনে তাদের খাবার দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু তারা পুলিশের খাবার নিতে চাননি। জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে, তারা সবাই পুরুষ। পরদিন সবাইকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। যথারীতি তাদের গ্রেফতারের বিষয়টি

একজন অভিযোগ করেন, তারা ৪ জন সোনারতরী হোটেল থেকে ফিরছিলেন। মেলারমাঠ আসার পর একজন সাংবাদিক এবং কিছু পুলিশ তাদের উপর চড়াও হয়। তাদেরকে এক সাংবাদিক মানসিক হেনস্তা করে। ৪ জনকেই পশ্চিম মহিলা থানায় এনে নগ্ন করা হয় তাদের অভিযোগটি পশ্চিম থানায় জিডি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। জিডির নম্বর ৩১। ইনস্পেকটর সুমন্ত ভট্টাচার্যকে এই ঘটনার তদন্ত করতে বলা হয়েছে। তদন্তে দেখা গেছে, তাদের অভিযোগটি ভিত্তিহীন। পুলিশ সব ধরনের আইন মেনেই ৪ জনকে গ্রেফতার করেছিল। অভিযোগকারীদের সম্পর্কে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে রাজ্যের সবক'টি থানার ওসির কাছে। পুলিশের পক্ষ থেকে সকালে এই রিপোর্ট পেশ করার পরই ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। অভিযোগ তোলা হচ্ছে, অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বাঁচাতে এই ধরনের রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বুধবারই মুখ্যমন্ত্রীকে এক চিঠি দিয়ে এই ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের দায়িত্ব থেকে অপসারণের দাবি করেছেন। তিনি এই ঘটনার উচ্চতর সচিব পর্যায়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন। একই সঙ্গে এলজিবিটি ভুক্ত নাগরিকদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে দাবি করেছেন। এই ঘটনার পর বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনগুলি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তুলেছে। অনেকেই অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের শাস্তির দাবি তুলছেন।এই পরিস্থিতির মধ্যেই অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার এবং সাংবাদিককে বাঁচাতে উঠে পড়ে লেগেছে রাজ্য পুলিশ। অভিযুক্তদের থানায় রেখেই প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্টও ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। তদন্তের এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

আদালতেও জানানো হয়। ১০ জানুয়ারি তাদের মধ্যে

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পলিশের কনস্টেবলের নিয়োগ র্য়ালি তিন জেলায় পিছিয়ে গেল। করোনার নাম করেই বুধবার তিন জেলার নিয়োগ ব্যালি পিছিয়ে দিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত পশ্চিম জেলা সহ পাঁচ জেলায় নিয়োগ র্য়ালি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বেকার যুবক-যুবতিরা। করোনা শুধুমাত্র দক্ষিণ, গোমতী এবং সিপাহিজলায় প্রভাব ফেলেছে অনেকে হাস্যকর অভিযোগ তুলছে। গত কয়েকদিন ধরেই পশ্চিম জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হচেছ আগরতলায়। এই পরিস্থিতিতে টেটের কাগজপত্র

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক

পরীক্ষা করা বন্ধ রাখা হয়েছিল। বন্ধ হচ্ছে মিছিল, মিটিং। এক জায়গায় যাতে বেশি লোক জড়ো না হয় তার জন্য চেষ্টা চলছে। অথচ এই পশ্চিম জেলাতেই সময়মতো নিয়োগ র্যালি করানোর পরিকল্পনা রেখেছে রাজ্য পুলিশ। কিন্তু পিছিয়ে দেওয়া হলো দক্ষিণ সহ তিনটি জেলার নিয়োগ র্যালি। পশ্চিম জেলা ছাড়াও খোয়াই, ধলাই, ঊনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে। ১৭ জানুয়ারি থেকে সিপাহিজলা, গোমতী এবং দক্ষিণ জেলায় পুলিশের কনস্টেবলের নিয়োগ ব্যালি শুরু হওয়ার কথা ছিল। গত ৬ জানুয়ারি রাজ্য পুলিশে ৫০০ জন কনস্টেবল নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এর মধ্যে ভালো সংখ্যায় মহিলা কনস্টেবল নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। ৮

জেলায় নিযোগ ব্যালিব তাবিখ এবং স্থান ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু গত কযেকদিন ধবে বাজে ব্যাপক হারে বেড়েছে করোনা আক্রান্ত। পশ্চিম জেলায় ইতিমধ্যেই অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে এক হাজারের উপর। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম জেলায় নিয়োগ ব্যালি পিছিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।আগেও ২০১৯ সালে শুরু হওয়া টিএসআরের নিয়োগ র্যালি দুই দফায় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেক আক্রান্ত নিয়োগ র্যালিতে অংশ নিতে এসে শনাক্ত হয়েছিলেন। এরপর বহুদিন বন্ধ থাকে নিয়োগ র্যালি। পরবর্তী সময়ে ফের শুরু হয় নিয়োগ প্রক্রিয়া। সম্প্রতি অফারও ছাড়া হয়েছে। এখনও করোনার প্রকোপ পড়েছে এরপর দুইয়ের পাতায়

	ংখ্যা							
						কল		
ુર	1বে	৯	সং	ংখ্য	ांि	এব	<u>চবা</u>	রই
ব্য	বহা	র ব	<u>চরা</u>	যা	ব।	নয়া	ট	X
೨	ব্ল	কও	3 4	কৰ	ার	ই ব	্যবং	হার
						্ কই		_
						, এই		_
~						(4		
OH:	0-31	<b>1</b>	(217	ন হ	শসভা	767	र्भाइ रे	$a_1$
শ্ৰ	ক্রয়	104.	CAI	• 1 .	Ťч I	7.71	יור	ורט
					_	র উ		
স					_			
স 6	ংখ	<b>1</b> 1	80	9	এ	র উ	ঠত	র
স 6 7	<b>ংখ</b>	<b>3</b> † 3	80	1	<u>এ</u>	র উ 3	2	<u>র</u>
স 6 7 5	<b>ংখ</b> 9 8	3 A	8 c 8 5	1 2	্ৰ 7 6	র উ 3 1	2 9	5
6 7 5	१ <b>२</b> 9 8	4 3 2	8 G 8 5 3	1 2 9	7 6 4	3 1 6	2 9 8	5 4 7
	9 8 1 4	4 3 2 7	8 c 8 5 3 9	1 2 9 6	7 6 4 5	3 1 6 2	2 9 8 3	5 4 7
6 7 5 8	9 8 1 4 6	3 2 7	8 6 5 3 9	1 2 9 6 7	7 6 4 5 8	3 1 6 2 4	2 9 8 3 5	5 4 7 1 9
6 7 5 8 3	9 8 1 4 6 5	4 3 2 7 1	8 c 8 c 5 c 3 c 9 c 1	1 2 9 6 7 4	7 6 4 5 8 3	3 1 6 2 4 7	2 9 8 3 5 6	5 4 7 1 9 8

স

ক্রমিক সংখ্যা — ৪০৪								
5	2		4	8		3		1
		9	5	2	1	7	6	
6	4	1	თ		7			5
2		8			9	4		
4	9		8	3	2		7	6
7						9	2	
					8	6		
				1	5		4	
	7		9	6	3	5		2

### প্রাণী উদ্ধারে চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১২ জানুয়ারি।। ফের এক বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এবার ঘটনা কুমারঘাট মহকুমার সায়দারপাড়



রাজেন্দ্রনগর এলাকায়। স্থানীয় লোকজন এদিন সকালে একটি বন্যপ্রাণীকে আটক করে। প্রাণীটিকে দেখে কেউ কেউ বলেছেন সেটি নাকি চিতা বাঘ। তবে অধিকাংশরাই মনে করছেন প্রাণীটি বেড়াল প্রজাতির। দেখতে চিতা বাঘের মত হলেও সেটি আসলে বন্য বেড়াল হতে পারে। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বন্যপ্রাণীটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

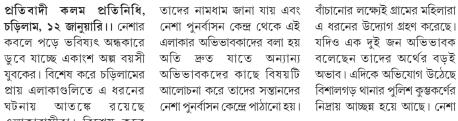
#### সফল অস্ত্রোপচার

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ধারাবাহিকভাবে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে। এছাড়াও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে সাফল্যের সাথে বিভিন্ন চোখের রোগের চিকিৎসা নিয়মিত করা হচ্ছে। ১১ জানুয়ারি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ ফণী সরকারের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম মোট ৫০ জন চোখের সমস্যার রোগীর চোখের ছানির অস্ত্রোপচার সফলভাবে

## নেশার বিরুদ্ধে ময়দানে প্রমাল

কবলে পড়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে একাংশ অল্প বয়সী যুবকের। বিশেষ করে চড়িলামের প্রায় এলাকাগুলিতে এ ধরনের ঘটনায় আতক্ষে রয়েছে এলাকাবাসীরা। বিশেষ করে এলাকার মহিলারা একত্রিত হয়ে কিভাবে নেশার এই করাল গ্রাস থেকে অল্প বয়সের যুবকদের রক্ষা করা যায় তার জন্য প্রতিনিয়ত উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। বুধবার তিন নেশা সেবনকারীর বাড়িতে গ্রামের মহিলারা গিয়ে পরিবারের অভিভাবকদের বুঝিয়ে নেশার করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার লাভে যুবকদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানোর কথা বলেন। চড়িলাম আরডি ব্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীটিলা এবং মধ্যপাড়া এলাকার ৬ যুবককে আগরতলা মহেশখলাস্থিত নেশা পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রায় দেড় মাস আগে পাঠানো হয়েছে। তাদের কাছ থেকে উক্ত এলাকায় কারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তাদের নামধাম জানা যায় এবং অতি দ্রুত যাতে অন্যান্য অভিভাবকদের কাছে বিষয়টি আলোচনা করে তাদের সস্তানদের নেশা পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰে পাঠানো হয়।





নেশা পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে তিনজন যুবকের নাম দেওয়া হয়। তাই এদিন সকালে তাদের পরিবারের অভিভাবক অভিভাবিকাদের বুঝিয়ে তিন যুবককে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানোর কথা বলা হয়। অল্প বয়সী যুবকদের নেশার করাল গ্রাস থেকে

কারবারিদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ধরনের অভিযান করছে না বলেগ্রামের মহিলারা সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিযোগ করেছেন। যুব সমাজ এবং ছাত্র সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পুলিশ যাতে অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেই আর্জি জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

## ড়, রাতে ব

প্রকাশ্য বাজারে হাজার হাজার

কারা এ ধরনের ঘটনায় যুক্ত রয়েছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জায়গায় রাতে যখন রাস্তা প্রায় খালি ধর্মনগর, ১২ জানুয়ারি।। প্রশাসনের হয়ে যায় তখন ময়দানে নামেন এ কেমন নিয়ম? দিনের বেলায় কর্তারা। বুধবার রাতে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর



মানুষ মাস্ক ছাড়া সামাজিক দূরত্ব নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্রশাসনিক ভুলে ঘোরাফেরা করলেও প্রশাসন আধিকারিকরা ধর্মনগর শহরে করেছেন। • এরপর দুইয়ের পাতায় । কোনো ব্যবস্থা নেয় না। সেই টহলদারি চালান। রাত ৯টার পর

যারাই রাস্তাই ছিলেন তাদের বাড়ি পাঠানো হয়। তবে এদিন সকালেই ধর্মনগর শহরে দেখা গেছে অন্য ধরনের চিত্র। ব্যবসায়ী থেকে ক্রেতা কেউই মাস্ক ব্যবহার করেননি। মানেননি সামাজিক দূরত্ব। তাই প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসন দিনের বেলায় করোনা সংক্রমণে ছাড় দিয়ে রাখলেও রাতে কড়াকড়ি দেখাচ্ছে কেন? তখন তো রাস্তায় লোকজন থাকেন একেবারে হাতেগোনা। যদি পরিস্থিতির কারণে তাদের রাতে অভিযান চালাতে হয় তা চলতেই পারে। তবে যে সময়ে তাদের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন তখন তারা কোথায় থাকেন? দিনের বেলায় তারা ছাড় দিয়ে রেখেছেন কেন?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিশালগড়, ১২ জানুয়ারি।। যান

দুর্ঘটনা কিছুতেই রাজ্যে কমছে না।

প্রত্যেকদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে

এ ধরনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।

বুধবার যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে

আহত হলেন পথচারী। ঘটনা

বিশালগড় মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন

বাইপাস চৌমুহনি এলাকায়। জানা

যায়,এদিন সকালে বাইপাস

চৌমুহনি এলাকায় গাড়ির ধাকায়

গুরুতর ভাবে আহত হয় তপন

কুমার শীল (৫০)। টিআর০৩১৭১৭

নম্বরের পণ্যবাহী একটি গাড়ি

পেছন দিক থেকে সজোরে ধাকা

দেয় ওই ব্যক্তিকে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায়

ছিটকে পড়েন তিনি। পরবর্তী

সময়ে স্থানীয় পথচলতি মানুষেরা

দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি বিশালগড়

অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীদের

খবর দেয়। দমকলের কর্মীরা

ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত তপন

কুমার শীলকে বিশালগড় মহকুমা

হাসপাতালে নিয়ে আসে।

পরবর্তীতে আহত ব্যক্তির অবস্থা

আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তবারত

চিকিৎসকরা তাকে জিবিপি

হাসপাতালে রেফার করা হয়।

এদিকে ঘাতক পণ্যবাহী গাড়িটিকে

আটক করতে সক্ষম হয়েছে

আজ শুরু ডম্বর

সংক্রান্তি মেলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

নতুনবাজার, ১২ জানুয়ারি।।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচেছ

রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ডম্বুর

তীর্থমুখের পৌষ সংক্রান্তি মেলা।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাত

ধরে মেলার উদ্বোধন হবে। এছাড়া

উপস্থিত থাকবেন মেবার কুমার

জমাতিয়া, স্বপন অধিকারী, রামপদ

জমাতিয়া-সহ আরও অনেকে।

অন্যান্য মেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি

করা হয়েছে, কিন্তু এই মেলার

ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তাই

বিভিন্ন মহল থেকে এই মেলার

আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কারণ, মেলায় ভীড় নিয়ন্ত্রণের

ক্ষেত্রে কতটা সক্ষম হবে প্রশাসন।

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়

দেখা যায় ওই মেলায়। রাজ্য তো

বটেই বহির্রাজ্য কিংবা বিদেশ

থেকেও দর্শনার্থীরা মেলায় আসেন।

প্রশাসন কতটা প্রস্তুতি নিয়েছে তা

উদ্বোধনের পরেই স্পষ্ট হবে।

SI

বিশালগড় থানার পুলিশ।

### সরকার অধিগৃহীত সম্পদ লুটপাট আহত পথচারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ওঠেন হাজার হাজার মানুষ। পৌষ সংক্রান্তি'কে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া, ১২ জানুয়ারি।। পৌষ পঞ্জিকা মতে আগামী শুক্রবার সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি বাঙালি পৌষ পার্বণ। সকাল থেকে রাজ্যের

সংস্কৃতির সঙ্গে শহর ও গ্রামাঞ্চলে চলছে উৎসবের ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৌষ আমেজ।গ্রামের গৃহবধু থেকে বুদ্ধা



মাসের শেষের দিন এই উৎসব রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রান্তে পালন করা হয়ে থাকে। এই দিন বিভিন্ন জায়গায় এই পৌষ সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে মেলা পার্বণে মেতে সকলের মধ্যেই চলছে আলপনা আঁকার প্রতিযোগিতা। সেদিন সকালে পন্য স্নান শেষ করে সর্যদেবের উদ্দেশ্যে পিঠে দান করে শুরু হয় সংক্রান্তির আমেজ। আর আলপনা আঁকার ধুম পড়েছে থামাঞ্চলের প্রত্যেকটি বাডি ঘরেতে। যদিও শহরের ডটকমের যুগে পিঠে পুলি তৈরি করা, আলপনা আঁকা, বুড়ির ঘর তৈরি করে বনভোজন করার মজা হারিয়ে যাচেছ, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনো তা রয়েছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এখন সবেতেই আমূল পরিবর্তন চলছে। পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির সেই জৌলুস শহরাঞ্চলে না দেখা গেলেও গ্রামাঞ্চলে কিন্তু এখনো সংক্রান্তির জৌলুস লক্ষ্য করা যায় প্রত্যেক বাঙ্গালি বাড়ি-ঘরেতে। শহরের উঠোন গুলিতে আলপনা আঁকার ঐতিহ্য ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলেও গ্রামাঞ্চলের বাডি গুলিতে সেই জৌলস কিন্তু এখনো প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১২ জানয়ারি।। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতৃ সংলগ্ন স্থানে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণের জন্য সরকারের তরফ থেকে জায়গা নির্ধারণ করা হলেও স্থানীয়রা অবৈধভাবে ওই সংলগ্ন স্থানে বাড়িঘর ভাঙচুর করে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।উল্লেখ্য, সরকারিভাবে ওই এলাকাতে বসবাসকারী স্থানীয়দের সম্পূর্ণ ক্ষতিপুরণ দেওয়া সত্ত্বেও স্থানীয়রা সেখান থেকে ঘরবাড়িগুলি অবৈধভাবে ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে অবৈধভাবে বাড়িঘরগুলি ভেঙে নিয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার সাক্রম মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সাব্রুম থানার ওসি ও

মহকুমার সাব ট্রেজারি অফিসারের

ICA-C-3307-22

নেতৃত্বে সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ বাহিনীকে দেখে সেখানে অবৈধভাবে ঘর ভেঙে জিনিসপত্রগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য

ডিসিএম অমিতাভ চাকমা জানান, এ বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে সমাধানের জন্য স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন বলে জানান



যে শ্রমিকরা কাজ করতো তারা স্থানীয় যায়। এলাকাবাসীদেরকে এ বিষয়ে নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও সরকারি সম্পত্তি গুলি তিনি। এছাড়া যারা এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

Tripura Bamboo Mission

"Request For Proposal" through Electronic modes are hereby invited by the Tripura Bamboo Mission from the Company/Firm / Entrepreneurs/society / cooperative to manage / run the upcoming "Bamboo Depot at Kumarghat Industrial Estate, Kumarghat, Unakoti District, Tripura (3rd Call)".

	. a tarriar griat miaasaria		at, oriented Dietrot, Tripara (	J. G. G. G. I., 1		
Estimated cost out	of shed to be leased	Rs. 50,00,000/- (Rupees Fifty lakhs only)				
Tender cost		Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only)				
Earnest Money	Deposit (EMD)	Rs. 1,00,000/-	(Rupees one lakh) only			
E-tender No.	Last date & time of submission of e-tender	Opening date of e-tender	Details can be uploaded from	Period of lease		
09/TBM/2021- 22	24/01/2022 upto 3.00 PM	24/01/2022 at 5.00 PM (If possible)	https://tripuratenders. gov.in e-tender Id: 2021_IC_25441_1	4 years		
Dated : 11/01/2 Place : Agartal		Sd/- Illegible Mission Director				

## আত্মহত্যার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ জানুয়ারি।। ফের বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা এক গৃহবধূর। ঘটনা বিশালগড় মুড়াবাড়ি এলাকায়। এদিন বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ মুড়াবাড়ি এলাকার ওই গৃহবধূ পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতিতে বিষপান করেন বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় বাড়ির লোকজন ঘটনাটি টের পেয়ে তাকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে দেখে হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেন। এলাকা সূত্রে খবর, পারিবারিক কলহের জেরে বধূ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। এও অভিযোগ উঠেছে, মহিলার উপর তার স্বামী ক্রমাগত নিৰ্যাতন চালায়। হয়তো নিৰ্যাতন থেকে রেহাই পেতে তিনি মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিলেন বলে স্থানীয়দের সন্দেহ। তবে এখন আশঙ্কাজনক অবস্থায় তার চিকিৎসা চলছে।

#### ৬ ঘন্টা তালাবন্দি ভিলেজ সচিব প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পরিবারের লোকজন ভিলেজ সদস্যরা বলছেন, তারা কেউই ভিলেজ সচিবকে ৬ ঘন্টা ধরে

চড়িলাম, ১২ জানুয়ারি।। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যস্ত তালাবন্দি থাকলেন ভিলেজ সচিব। তালাবন্দি করে রেখে দেন। জম্পুইজলা বুকের অন্তর্গত এলাকাবাসী জানান, গত ২৯ মে জগাইবাড়ি ভিলেজ অফিসে জগাইবাড়ি এলাকায় এক সভা



চলে। জানা গেছে, ওই ভিলেজের ৪৫টি পরিবারকে প্রমোদনগর ভিলেজে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। এ সম্পর্কিত প্রশাসনিক নির্দেশিকাও জারি হয়েছে বলে খবর। কিন্তু তিপ্রা মথা-সহ ৪৫ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জগাইবাড়ির ৪৫টি পরিবারকে প্রমোদনগর ভিলেজের সাথে যক্ত করা হবে। ওই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কাগজে অনেকেরই স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন ওই ৪৫ পরিবারের

ছাড়তে নারাজ। তাই তারা এদিন স্কাগজে স্বাক্ষর করেননি। তাদের স্বাক্ষর বলে যে কাগজ দেখানো হচ্ছে সেটি ভুয়ো। তাদের অভিযোগ, যদি প্রমোদনগর ভিলেজের সাথে যক্ত করা হয় তাহলে পরিবারগুলোর ভীষণ সমস্যা হবে। তারা সবাই জগাইবাডি ভিলেজের সাথে যক্ত থাকতে চান। কিছুদিন আগে ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরই বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপরই বুধবার সকালে তিপ্রা মথার নেতারা ভিলেজ অফিসে হাজির হন। তারা বিষয়টি নিয়ে ভিলেজ সচিব মনোরঞ্জন দেববর্মার সাথে কথা বলেন। কিন্তু ভিলেজ সচিবের কথায় সম্ভষ্ট না হতে পেরে তাকে ৬ ঘন্টা অফিসেই তালাবন্দি করে রাখেন। এলাকার মান্য এই ঘটনায় স্থানীয় বিধায়কের ভূমিকা নিয়েও প্রচণ্ড ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। এই ইস্যতে জগাইবাড়ি ভিলেজ এলাকার পরিবেশ বেশ উত্তপ্ত।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ জানুয়ারি।। প্রশাসন কতটা নির্লজ্জ এবং অথর্ব হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ দেখা গেল শান্তিরবাজারে। সারা রাজ্যে সব মেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি ক্লাবের আয়োজিত মেলাকে বন্ধ না করে প্রশাসন নিজেদের নির্লজ্জতাকেই প্রমাণ করেছে বলে নাগরিকদের অভিযোগ। শান্তিরবাজার দেশবন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে স্থানীয় বিদ্যালয় মাঠে তিন দিনব্যাপী মেলা শুরু হয় মঙ্গলবার। ওই দিনই মেলায় উপচে পড়া ভীড় নিয়ে নাগরিকদের মনে

প্রশ্ন দেখা দেয়। বিষয়টি

সংবাদমাধ্যমেও তলে ধরা হয়। কিন্তু কর্তপক্ষ কিংবা কোনো নেতার কাছে প্রশাসন কতটা অথর্ব হলে সেই আত্মসমর্পণ করেছেন। সেই



ক্লাবের মেলাকে বন্ধ করতে পারেনি। নিন্দুকেরা বলছেন, দেখেও মেলা বন্ধ করা হয়নি। প্রশাসনিক কর্তারা হয়তো ক্লাব

কারণেই এত সব মানুষের ভীড়

তাই বৃহস্পতিবারও হয়তো তা চলবে। কারণ নির্লজ্জ প্রশাসন যেহেত দ'দিন ধরে মেলা বন্ধ করতে পারেনি, তৃতীয় দিনও মেলা চলবে সেটাই স্বাভাবিক। স্থানীয়দের অভিযোগ, আগের দিনের তুলনায় বুধবার মেলায় আরও বেশি লোকসমাগম হয়েছে। প্রশাসন যেমন নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়েছে একটি ক্লাবও কিভাবে এই সময়ে মেলার আয়োজন করলো তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এ রাজ্যের ক্লাবগুলি সামাজিক কর্মসূচিতে বরাবরই এগিয়ে থাকে। কিন্তু দেশবন্ধু ক্লাব কিভাবে করোনা ছড়ানোর সুযোগ করে দিল যেহেতু, দু'দিন মেলা হয়ে গেছে তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছে স্থানীয়রাই।

### জাতায় সডক যেন মরণফাদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জানুয়ারি।। রাস্তা নয়, যেন মরণফাঁদ আর এই মরণফাঁদের কারণে ঘটে যেতে পারে যে কোনো সময় বড়োসড়ো দুর্ঘটনা। এমনটাই অবস্থা আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের তেলিয়ামুড়া করইলংস্থিত পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তাটি। দীর্ঘ প্রায় কয়েক বছর যাবত রাস্তাটিতে বড়ো



দফতরের। বিগত মাস ছয়েক পূর্বে বহির্রাজ্যের একটি বেসরকারি ঠিকাদারি কোম্পানি এই রাস্তা মেরামতের কাজ করে থাকলেও পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে হাওয়াইবাডি নাকা পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তাটি মেরামত করা হয়নি। ফলে রাস্তাটি বর্তমানে মরণফাঁদে পরিণত হয়ে আছে। আর এই রাস্তা ধরেই শত শত ছোট-বডো যানবাহন নিজেদের জীবন ঝাঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে নিত্যদিন। কিন্ধ রাস্তা সারাইয়ের কাজে হাত দিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দফতর বলে অভিযোগ। লোক মুখে গুঞ্জন চলছে, বহির্বাজ্যের যে বেসরকারি ঠিকেদারি কোম্পানি তথা এনএইচসিএল নামক ঠিকেদারি কোম্পানি যে জাতীয় সড়কের মেরামতের কাজ করছে তাতে পিচ, বিটমিন-সহ অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করছে তা অতি নিম্নমানের। ফলে রাস্তা সারাইয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই পুনরায় বড়ো-বড়ো গর্তে পরিণত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জনৈক এক রিকশাচালক জানিয়েছেন, আমরা দেখেছি গত কিছুদিন আগেও রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু করইলং পেট্রোল পাম্প থেকে হাওয়াইবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত করা হয়নি। এটা সরকারের ব্যাপার, আমরা কি বলবো। অপরদিকে পথচলতি এক সাধারণ জনগণ জানিয়েছেন, যাতায়াত করতে আমাদের খুব সমস্যা হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ এই রাস্তাটি বেহাল দশায় পরিণত। বড়ো বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে যেকোন সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। এলাকাবাসী'সহ ছোট-বড়ো যান চালক সকলের অভিমত আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্ট থেকে করইলং পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত রাস্তাটি যেন অতি দ্রুত সংস্কারের কাজে হাত লাগায় সংশ্লিষ্ট দফতর।

## মহোৎসবের অনুমাত চেয়ে পথ অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, করা হয়। সকাল ১১টা থেকে **জানুয়ারি।।** করোনা পরিস্থিতিতে নাগরিকরা অবরোধে শামিল হন। প্রশাসন সব ধরনের মেলা এবং গত মঙ্গলবার তারা জেলা শাসকের প্রদর্শনীতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মেলা আচমকা বন্ধ হয়ে উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের কালাচাঁদ মিলন মন্দিরে এ বছর মেলা হবে না তা জেনে নাগরিক থেকে ব্যবসায়ীরা বুধবার রাস্তা

কদমতলা / চুরাইবাড়ি, ১২ স্থানীয় মন্দির কর্তৃ পক্ষ এবং কাছে উৎসবের জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু জেলা শাসক তাদের আবেদন যাওয়ায় নাগরিকদের মনে পত্রপাঠ বিদায় করে দেন। এদিকে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার মেলা কমিটিকে জানান, করোনা পরিস্থিতির কারণে এ বছর উৎসব করা যাবে না। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে



অবরোধ করেন। এ বছর ৫০তম মহোৎসব উদ্যাপনের জন্য প্রশাসনিকভাবে অনুমতি চাওয়া হলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। অর্থাৎ প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে এ বছর আর উৎসব হচেছ না। তাই কদমতলা-রানিবাড়ি সড়ক অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ

সেখানে বাৎসরিক উৎসব শুরু হয়। অবরোধকারীরা জানান, যদি মেলা না হয় তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন। তাদের দাবি, প্রশাসন ছোট পরিসরে হলেও উৎসব করার অনুমতি প্রদান করুক। অন্যথায় অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ চলতে থাকবে।

#### Press Notice Inviting e-Tender Bid Tender Completi Bid EMD& Velue/ Submission on period Opening Name of Work Tender **Estimated** Place of Bidding End Date & Date fee Cost Time Procurement of EMD Rs. "Nitrogen Distillation 32000/-02.02.2022 Rs. 16.0 365 03.02.2022 Unit, KEL PLUS and https:// Tender 5.30 p.m. Water double distillation Days 12 p.m. tripuratender.gov.in Fee-Rs. unit" for Soil Testing 1000/-Laboratory Khowai,

Eligible bidders shall participate in bidding only in online mode through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24 x 7 until the time of Bid closing with option for Submission. The e-procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of Bid Submission. Submission of bids physically is not

Bid Fee and Earnest Money Deposit are to be paid electronically over the Online payment facility provided in the portal, any time after Bid Submission Start Date & before Bid Submission End Date, using either of the supported payment Mode like Net Banking / Debit Card / Credit Card. The Bid Fee of Rs.1000 only, as paid electronically over the Online Payment facility, is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue. Bid(s) shall be opened through online process by respective designated Bid openers on behalf of the JDA Research Arundhutinagar, Agartala and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in.

> Sd/- Illegible (ANIL DEBBARMA)

ICA-C-3313-22

and North District for

the Year 2021-22.

For any enquiry, please contact sarstripura@gmail.com.in.

Joint Director of Agriculture (Research) State Agriculture Research Station Arundhatinagar, Agartala

### জানা এজানা

### যে চার কারণে আপনি ভুল করবেন, যদি ভাবেন ওমিক্রন হলে আর করোনা হবে না!

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম ওমিক্রনের খোঁজ পাওয়া যায়। তারপর থেকে করোনার এই নতুন রূপ নিয়ে নানা গবেষণা চলছে। কিছু গবেষণাপত্ৰ ইঙ্গিত দিয়েছিল, ওমিক্রন হলে ডেল্টা প্রজাতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই যুক্তি কতটা সত্যি, তা নিয়ে দুনিয়াজুড়ে বিভিন্ন চিকিৎসা মহলে সন্দেহ উঠতে না উঠতেই ফ্লুরোনা এবং ডেল্টাক্রনের আবির্ভাব। কারও ফ্রু এবং করোনা একসঙ্গে হচ্ছে, কারও শরীরে ওমিক্রন এবং ডেল্টা একসঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। এতেই প্রমাণিত যে এই ভাইরাসের গতিবিধি আমরা এখনও বুঝতে পারিনি। তবে ডেল্টার তুলনায় ওমিক্রনের উপসর্গ যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মৃদু, তাই অনেকেই ভাবছেন একবার হয়ে গেলে ক্ষতি কি? এমন কিছু অসুবিধা তো হবে না। উপরস্তু এর জন্য যা অ্যান্টিবডি তৈরি হবে শরীরে, হতে পারে ভবিষ্যতে আর করোনা হল না। ইউরোপ-আমেরিকায় অনেকের মধ্যে এই চিন্তাধারা খুব বেশি করে কাজ করছে। এতটাই যে, দেখা যাচ্ছে অনেকে বেপরোয়া হয়ে চাইছেনও, যাতে তাঁদের ওমিক্রনের সংক্রমণ হয়ে যায়। কিন্তু এই উন্মাদনার কোনও মানে নেই। বরং উল্টে এর ফলে মারাত্মক ক্ষতিও হয় যেতে পারে। জেনে নিন সেগুলি কী। ওমিক্রন সাধারণ ঠান্ডা লাগা নয় জুর, খুসখুসে কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, গলা ব্যথা, শরীরে ব্যথা ইত্যাদি ওমিক্রনের উপসর্গ হিসাবে দেখা দিচ্ছে। অনেকেই এই লক্ষণগুলিকে সাধারণ ঠান্ডা লাগা বা মৃদু উপসর্গ হিসাবে ধরে নিচ্ছেন। এটা ঠিক যে ওমিক্রনে আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করানো বা মৃত্যুর ঝুঁকি ডেল্টার চেয়ে এখনও পর্যন্ত কম। তবে তার মানে এই নয় যে, ওমিক্রন কোনও দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা তৈরি করবে না। যেকোনও মুহুর্তে এটি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতেই পারে। তার জন্য আগে থেকেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। উপসর্গ মৃদু না-ও হতে পারে আপাতদৃষ্টিতে ওমিক্রনের উপসর্গগুলি খুব মৃদু মনে হওয়ায়

ভাবে নিচ্ছেন। প্রাথমিকভাবে ওমিক্রনের উপসর্গগুলি বাড়াবাড়ি রকমের কিছু নয় বলে মনে হলেও সকলের ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা এক নয়। টিকাকরণ হয়ে গিয়েছে এমন ব্যক্তির যদি কোনও অটোইমিউন রোগ থাকে বা কোনও কারণে তাঁর শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে, কিংবা তাঁর বয়স ৬৫-এর বেশি হয়, তা হলে ওমিক্রনের প্রভাবও ততটা মৃদু না-ই থাকতে পারে। কম বয়সিদের ক্ষেত্রেও এমনটা হতে পারে যদি কারও অজান্তেই তাঁর শরীরে কোনও গুরুতর সমস্যা বা রোগ থেকে থাকে।

বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছেন প্রাপ্তবয়স্কদের দুটি টিকা নেওয়া থাকলেও বাচ্চাদের কিন্তু এখনও টিকাকরণ শেষ হয়নি। ১৫ বছরের কম বয়সিদের এখনও টিকাকরণ শুরুও হয়নি। ওমিক্রনকে হালকা ভাবে নেওয়ার আগে মাথায় রাখুন, বাড়ির খুদে সদস্যদের কথা। আপনার অসচেতনতার কারণে তারা সংক্রামিত হতে পারে। করোনা-স্ফীতির এই পর্যায়ও প্রচুর বাচ্চা প্রতিদিন সংক্রমিত হচ্ছে। ফলে ওমিক্রনকে প্রাথমিকভাবে কম সক্রিয় মনে হলেও এই সংখ্যাটা কিন্তু যথেষ্ট উদ্বেগজনক। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে আগের দু'বারে তুলনায় এই বারে হাসপাতালে ভর্তির

সংখ্যাটা শতাংশ হারে অনেক কম। মৃদু উপসর্গের কারণে অধিকাংশ মানুষই বাড়িতে নিভূতবাসে আছেন। এটা যেমন খানিকটা হলেও আশাব্যঞ্জক তেমনি, অসচেতনতার কারণে মুহূর্তে ওমিক্রন হয়ে উঠতে পারে ভয়ঙ্কর। মৃত্যুর হার কম হলেও মৃত্যুর সংখ্যাটা হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেতেই পারে। ইতিমধ্যেই দেশের বহু স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রমিত। আবার এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁদের উপসর্গ মাঝারি, কিন্তু বাড়িতে দেখার কেউ নেই। তাঁরা হয়তো হাসপাতালে ভর্তি হতে চাইবেন। কিন্তু তাতে অন্য রোগীদের জন্য হাসপাতালে বেড পাওয়া সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। তাই ওমিক্রন স্রোতে হাসপাতালগুলি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

ভেঙে পড়ার আশঙ্কাও থেকে

যায়। সতর্ক থাকাটা ভীষণ জরুরি।

অনেকেই ওমিক্রনকে হালকা



গত দেড দশকে ভারতে সর্বমোট বৈদ্যতিক গাড়ি বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ। আশা, শুধু ২০২২ সালেই ততগুলি বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রয় হইবে। অদূর ভবিষ্যতে ভারত-সহ গোটা বিশ্বে পেট্রোল-ডিজেলের ন্যায় জীবাশ্ম জ্বালানি চালিত গাড়ির পরিবর্তে বৈদ্যুতিক গাড়িই সম্ভবত প্রধান জায়গাটি লইবে। তাহার একটি বড় কারণ, পেট্রোল-ডিজেলের ক্রমবর্ধমান দাম। একটি সমশক্তিসম্পন্ন পেট্রোলচালিত গাড়ির তুলনায় বিদ্যুৎচালিত গাড়িতে খরচ প্রায় ৮০ শতাংশ কম হয়। তাই, জ্বালানির অগ্নিমূল্যের যুগে দ্বিতীয়টির বিক্রয় বৃদ্ধি অপ্রত্যাশিত নহে। তবে শুধুমাত্র জ্বালানি সাশ্রয় নহে, পরিবেশগত কারণেও বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক গাড়ির দৃষণ ক্ষমতা কম। লন্ডনের স্থানীয় প্রশাসন একদা স্বীকার করিয়াছিল, রাজধানীর বায় দৃষণের প্রায় অর্ধেকের জন্যই পথ পরিবহণ দায়ী। সুতরাং, ব্রিটেনে বৈদ্যুতিক গাড়ির সংখ্যাবৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া

কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ শহরগুলিতে বৈদ্যুতিক গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মাত্রাছাড়া বায়ুদৃষণ কিছু নিয়ন্ত্ৰিত হইবে। কিন্তু বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব কি না, তাহা প্রশ্নসাপেক্ষ। সাধারণত, এই গাড়িগুলি বিদ্যুতের চাহিদা মিটাইতে স্থানীয় বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোকেই ব্যবহার করে। ভারতের ন্যায় দেশে স্থানীয় বৈদ্যতিক পরিকাঠামো এখনও জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভর। সুতরাং, গাড়ি দূষণ কম করিলেও চার্জ দিবার উৎসটি যত ক্ষণ না পরিবেশবান্ধব হইবে, ততক্ষণ এই গাড়িকে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব বলা অনুচিত। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন। ভারতে বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রসার লইয়া ভাবনা নৃতন নহে। ২০১০ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎচালিত পরিবহণের উপর ২০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়াছিল। ফলত সেই সময় বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্রয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরিকল্পনাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ না

হইয়াছে। ভারতেও দিল্লি,

এরপর দুইয়ের পাতায়

#### অযোধ্যা থেকে আবারো ইস্তফা যোগীর মন্ত্রীর প্রার্থী হচ্ছেন

#### অখিলেশের আত্মীয় বিধায়ক হরিওম বিজেপি-তে

লখনউ, ১২ জানুয়ারি।। স্বামীপ্রসাদ মৌর্যের পরে দারা সিংহ চৌহান। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভা ছাড়লেন উত্তরপ্রদেশের আর এক প্রভাবশালী নেতা। স্বামীপ্রসাদের মতোই দারাও এবার অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি (সপা)-তে শামিল হতে পারেন বলে ইঙ্গিত মিলেছে। যদিও বুধবার 'প্রত্যাঘাত' এসেছে বিজেপি-র তরফেও। অখিলেশের আত্মীয় তথা সপা বিধায়ক হরিওম যাদব যোগ দিয়েছেন বিজেপি-তে। স্বামীপ্রসাদের মতোই একদা মায়াবতী-ঘনিষ্ঠ ছিলেন দারা। ২০০৯ সালে ঘোসি লোকসভা কেন্দ্রে জেতার পরে বিএসপি-র নেতাও হয়েছিলেন এই অনগ্রসর (এবিসি) জনগোষ্ঠীর নেতা। ২০১৫ সালে অমিত শাহ'র উপস্থিতিতে দারা বিজেপি-তে যোগ দেন। ২০১৭ সালের বিধানসভা ভোটে জিতে সে রাজ্যের বন ও পরিবেশমন্ত্রী হন। বধবার যোগী মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা



আদিত্যনাথের সঙ্গে দারা সিংহ চৌহান

"উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার দলিত এবং অন্যসরদের প্রতি অবহেলা করে চলেছে। তাই আমার এই সিদ্ধান্ত।" দারার ইস্তফার খবর প্রচার হওয়ার পরেই অখিলেশ টুইটারে লেখেন, 'সামাজিক ন্যায়বিচারের লডাইয়ের অক্লান্ত যোদ্ধা দারা সিংহ চৌহানজি-কে আন্তরিকভাবে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাই।' এরই মধ্যে বুধবার সপা-র বিধায়ক হরিওম এবং প্রাক্তন বিধায়ক ধর্মপাল সিংহ বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেস বিধায়ক

নরেশ সাইনিও দল ছেডে শামিল হয়েছেন পদ্ম-শিবিরে। হরিওম প্রাক্তন সপা সাংসদ তেজপ্রতাপ সিংহ যাদবের মামা। আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের জামাই তেজপ্রতাপের ঠাকুরদা রতন সিংহ যাদব সপা-র প্রতিষ্ঠাতা মুলায়মের দাদা। ফিরোজাবাদের সিরসাগঞ্জের দু'বারের বিধায়ক হরিওম বরাবরই মলায়মের ভাই শিবপালের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। দলবিরোধী কাজের জন্য গত বছর তাঁকে সাসপেভ করেছিলেন সপা-প্রধান অখিলেশ।

### অখিলেশের সঙ্গী হতেই জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা

যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভা থেকে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ঘটনাচক্রে, বধবারই সাত বছরের একটি পুরনো মামলায় উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী স্বামীপ্রসাদ মৌর্যের বিরুদ্ধে জারি হল থেফতারি পরোয়ানা। সদ্য-প্রাক্তন বিজেপি নেতা স্বামীপ্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৪ সালে হিন্দু দেবদেবীদের বিরুদ্ধ আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন তিনি। ২০১৪ সালে মায়বাতীর দল বিএসপি-তে ছিলেন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা স্বামীপ্রসাদ। সে সময়ই তিনি হিন্দু দেবদেবীদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। ২০১৬ সালে একটি আদালত তাঁর বিরুদ্ধে ওই মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল। স্বামীপ্রসাদের আবেদন মেনে ইলাহাবাদ হাইকোর্ট তাতে স্ত্রগিতাদেশ দেয়। বধবার সুলতানপুরের একটি আদালত

**লখনউ, ১২ জানুয়ারি।।** মঙ্গলবার তাঁর বিরুদ্ধে ফের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। পদত্যাগ করে সমাজবাদী পার্টিতে অভিযোগ, মামলার শুনানিতে হাজির হননি প্রাক্তন মন্ত্রী। তবে আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক যোগেশ কমার যাদব। একদা মায়াবতী ঘনিষ্ঠ স্বামীপ্রসাদ দু'দফায় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ছিলেন। পূর্ব উত্তরপ্রদেশের পড্রৌনা থেকে টানা তিন বার বিধানসভা ভোটে জিতেছেন তিনি। ২০১৬-র বিধানসভা ভোটের আগে তিনি বিএসপি ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দিয়ে ছি লেন। ২০১৭ - র বিধানসভা ভোটে জিতে যোগী সরকারের শ্রম এবং জনকল্যাণ মন্ত্ৰী হন। গত লোকসভা ভোটে স্বামীপ্রসাদের মেয়ে সংঘ্রমিত্রা বদায়ুঁ কেন্দ্র থেকে বিজেপি-র টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন। মঙ্গলবার স্বামীপ্রসাদের অনুগামী চার বিজেপি বিধায়কও ইস্তফা দিয়ে দল ছাডার কথা জানিয়েছেন।

## জানুয়ারিতেই এলআইসি'র শেয়ার

দেওয়ার পরে তিনি বলেন.

**নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি।।** করোনার তৃতীয় তরঙ্গ নিয়ে জানিয়েছে, এই আইপিওর আওতায় জারি করা দেশ তোলপাড় হলেও কোনওভাবেই থেমে নেই অর্থনীতির চাকা। যদিও করোনা স্বাস্থ্যক্ষেত্রের পর সব থেকে বেশি ধাক্কা দিয়েছে এই ক্ষেত্ৰকেই। তবে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর পর্বও শুরু হয়ে গিয়েছে এর মধ্যেই। নতুন বছরের শুরুতেও লগ্নিক্ষেত্রে আসছে একাধিক বড় সংস্থার আইপিও। তার মধ্যে অধিকাংশ লগ্নিকারীর নজর একটি সংস্থার দিকে। সেটি হল দেশের সর্ববৃহৎ বিমা সংস্থা লাইফ ইনসিওরেন্স কপোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা এলআইসি। প্রাথমিকভাবে খবর, এলআইসি আইপিও-র (আইপিও) প্রস্তাবিত বাজার মূল্য হতে পারে প্রায় এক লক্ষ কোটি। যা বহু বিনিয়োগকারীর ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। বাজার বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ মনে করছেন এত বড় অঙ্কের আইপিও এর আগে বাজারে খুব কমই এসেছে। ইতিমধ্যেই এলআইসির আইপিওর খসড়া প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিয়েছেন সংস্থার আধিকারিকরা। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে সেবির কাছে অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হবে সেই খসড়া। অনুমোদন পেলেই বাজারে পা রাখবে এলআইসির এই ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং। কেন্দ্র

আদিত্যনাথ

লখনউ, ১২ জানুয়ারি।।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ জুড়ে বিধানসভা

ভোট। সেই ভোটে কি অযোধ্যা

থেকে বিজেপি প্রার্থী হতে চলেছেন

বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী যোগী

আদিত্যনাথ? বিজেপি-র প্রার্থী

তালিকা নিয়ে ওয়াকিবহাল মহলের

একটি অংশের এমনটাই দাবি। দীর্ঘ

দিন আদালতে বিচারাধীন থাকার

পর ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের রায়

দেয়। তার পর থেকে পুরোদমে

চলছে মন্দির নির্মাণের কাজ। বস্তুত,

১৯৯০ সাল থেকে এই দাবিকে

কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে

দেশের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশে

পদ্ম শিবিরের রাজনীতি। মঙ্গলবার

দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিলেন

বিজেপি-র উত্তরপ্রদেশের শীর্ষ

নেতারা। হাজির ছিলেন

আদিত্যনাথও। সেখানে আসন্ন

বিধানসভা ভোটে প্রার্থী তালিকা কী

হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা

এরপর দুইয়ের পাতায়

হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত এক

উত্তর প্রদেশে

শেয়ারের প্রায় ১০ শতাংশ সংস্থার পলিসি হোল্ডারদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তাঁরা কিছুটা বাড়তি ছাড়ও পাবেন। অন্য লগ্নিকারীদের তুলনায় সস্তাতে এই শেয়ার কিনতে পারবেন তাঁরা। বিমা গ্রাহকদের শেয়ারে উৎসাহী করতেই সংস্থার এমন উদ্যোগ। কারণ গত কয়েক বছরে মানুষের মধ্যে শেয়ারে লগ্নির প্রবণতা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-এর ডিসেম্বরে সংস্থার ওয়েবসাইটে আইপিও সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে এলআইসি। যেখানে বলা হয়েছে, আলাদা করে পলিসি হোল্ডারদের জন্য আইপিও রাখা হবে। কোম্পানির পলিসি হোল্ডাররা চাইলে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খুলে সরাসরি এই শেয়ার কিনতে পারেন। তবে যিনি শেয়ার কিনতে চান তাঁর আধার নম্বরের সঙ্গে এলআইসি-র লিঙ্ক থাকতে হবে এবং প্যান কার্ডের বিষয়ে আপডেট থাকতে হবে। কিন্তু এর শেয়ারের মূল্য কত হবে? মনে করা হচ্ছে, সরকার এই শেয়ারের মূল্য সাধারণ মধ্যবিত্তদের নাগালের মধ্যেই রাখতে চলেছে। এক ত্রৈমাসিকের মধ্যে ৪০ হাজার কোটি থেকে এক লক্ষ কোটি টাকা তোলার লক্ষ্যে চলছে জীবন বিমা।

### মোদির কনভয়-আটক খতিয়ে দেখতে প্যানেল শীর্ষ আদালতের

ন্য়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি।। ফিরোজপুর জেনারেল, চণ্ডীগড় পুলিশের সরকার। তদন্ত শুরু করোছল কেন্দ্রও। সেই তদন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন জানিয়ে দিল, 'একতরফা তদন্ত নয়'। ওই ঘটনার জন্য পৃথক তদন্ত কমিটি গড়ল সুপ্রিম কোর্ট। তদন্ত কমিটির মাথায় রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচার পতি ইন্দু মালহোত্রা। এনআইএ এবং পাঞ্জাব পুলিশের অফিসাররাও থাকবেন কমিটিতে। বুধবার সুপ্রিম কোর্ট জানাল, 'কোনও একতরফা তদস্তের ওপর ভরসা করে এসব প্রশ্ন ফেলে রাখা যাবে না। আমরা নিরপেক্ষ তদস্ত চাই।' সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট জমা প্রধানমন্ত্রীর কনভয়, ভবিষ্যতে সেসবই খতিয়ে দেখবে কমিটি।

যাওয়ার পথে প্রায় ২০ মিনিট আটকে প্রধান, পাঞ্জাব পলিশের অতিরিক্ত ছিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। সেই নিয়ে ডিরেক্টর জেনারেল, পাঞ্জাব এবং তদন্ত কমিটি গড়েছিল পাঞ্জাব হরিয়ানা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল। গত বুধবার পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে জনসভা ছিল মোদির। ভাতিগুা নেমে হেলিকপ্টারে সভাস্থলে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। আবহাওয়া খারাপ থাকায় সড়কপথে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী। পথে একটি উড়ালপুলে তাঁর কনভয় প্রায় ১৫ মিনিট আটকে ছিল। তারপর সেখান থেকে কনভয় ঘুরিয়ে বিমানবন্দরে ফিরে আসতে হয় মোদিকে। এই নিয়ে সরব বিজেপি। ষডযন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে তারা। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি করেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰক জানিয়েছে, বিক্ষোভ যে হতে পারে, সেই নিয়ে গোয়েন্দারা দিতে হবে কমিটিকে। কেন সমস্ত তথ্য দিয়েছিল। এর পরেও মাঝ প্রত্থে আটকে থাকলো পাঞ্জাব পুলিশ যথায়থ ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকী 'রু বুক'-এর যাতে আর এ রকম ঘটনা না হয়, নির্দেশও মানেনি। আর একটু হলেই বিপদে পড়তে পারতেন থাকবেন এনআইএ—এর ডিরেক্টর দেশের প্রধানমন্ত্রী।

#### কেন্দ্রীয় তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রকের টুইটার হ্যাক

नशामिक्सि, ১২ জাनुशाति।। সাতসকালে হ্যাক হয়ে গেল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের টুইটার গুরুত্বপূর্ণ দফতরের টুইটার হ্যান্ডেলের নামও। তারপরই শুরু একের পর এক বিভ্রান্তিকর টুইট। যদিও কয়েক মিনিটের মধ্যেই অ্যাকাউন্টটি রিকভার করা হয়। বুধবার সকালে হঠাৎ দেখা যায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের টুইটার হ্যান্ডেলের নাম বদলে যায়। নতুন নাম করা হয় এলন মাস্ক। তারপরই একের পর এক টুইট করতে দেখা যায় 'গ্রেট জব' লিখে। বিভ্রান্তিকর লিংকও পোস্ট করা হয় সরকারি টুইটার হ্যান্ডেল থেকে। যদিও কিছুক্ষণ বাদেই অ্যাকাউন্টটি পুনরুদ্ধার করে ফেলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। এই প্রথম নয়, এর আগেও হ্যাকারদের কবলে পড়েছে কেন্দ্রের একাধিক মন্ত্রক। ডিসেম্বর মাসে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদির টুইটার হ্যান্ডেলও এরপর দুইয়ের পাতায়



সংক্রমণ বৃদ্ধি হওয়ায় দিল্লির গুরুগ্রামে আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাসে অভিবাসীদের বাসে উঠার হুডোহুডি।

### ইন্টারনেট শক্তিশালী করতে পৃথিবীর কক্ষপথে ৭৫ উপগ্রহ পাঠাচ্ছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি।। ৭৫ বছরে উৎক্ষেপণেই। ভারতের স্বাধীনতা ইন্টার নেটের সব রকমের ৭৫টি। পৃথিবীর কক্ষপথে যাচ্ছে প্রাপ্তির ৭৫তম বর্ষপূর্তিতে এ বছর সুযোগসুবিধা (ইন্টারনেট অব থিংস সঙ্গে। একটিমাত্র

- 🔲 অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে.
- ৭৫টি কৃত্রিম উপগ্ৰহই বানানো হয়েছে ভারতের মাটিতে।
- ৭৫টি উপগ্ৰহ বানিয়েছেন অন্তত এক হাজার ভারতীয় ছাত্ৰছাত্ৰী।
- অগস্টের গোড়ায় উপগ্ৰহগুলিকে একই সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানোর কথা ভাবা হয়েছে।

মাটিতে। আপাদমস্তক ভারতীয় অস্তত এক হাজার ভারতীয় রয়েছেন চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয় বা কানপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট কানপর)-র সঙ্গে। কেউ কেউ যুক্ত। অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তার মাধ্যমে

একই সঙ্গে ৭৫টি উপগ্ৰহ পাঠানো অথবা আইওটি) দুৰ্গম, প্ৰত্যস্ত হচ্ছে পৃথিবীর কক্ষপথে। দেশের এলাকাগুলিতেও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে আরও দ্রুত পৌঁছে দেওয়া অভিযানটি যৌথ গতির আরও দক্ষ করে তুলতে ভাবে পরিচালনা করবে ভারতের দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো' এবং 'ইন্ডিয়ান টেকনোলজি কংগ্রেস পৌঁছে দিতে। ইসরো সূত্রে বুধবার স্থ্যাসোসিয়েশন (আইটিসিএ)'। এই খবর দেওয়া হয়েছে। ইসরো সূত্রে জানানো হয়েছে, এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে, অভিযানে পৃথিবীর কাছের 'ইউনিটিস্যাট'। যার প্রথম কক্ষপথে ('লোয়ার-আর্থ অরবিট') অভিনবত্ব, এই ৭৫টি কৃত্রিম পাঠানো হবে ৭৫টি উপগ্রহকে। উপগ্রহই বানানো হয়েছে ভারতের ইন্টার নেট ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে উপগ্রহগুলি সরঞ্জাম দিয়ে। দ্বিতীয় অভিনবত্ব, একে অন্যের সঙ্গে প্রতি মৃহূর্তে এই ৭৫টি উপগ্রহ বানিয়েছেন যোগাযোগ রেখে চলবে পথিবীর কক্ষপথে। প্রতিটি উপগ্রহের সঙ্গে ছাত্রছাত্রী। যাঁদের কেউ কেউ যুক্ত গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে রাখা হবে নিয়মিত যোগাযোগ। তা ছাড়াও উপগ্রহগুলি কক্ষপথে একে অন্যের অব টেকনোলজি (আইআইটি সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ রাখছে. একে অন্যের সঙ্গে কী ভাবে বার্তা আবার আইআইটি বম্বে-সহ দেশের বিনিময় করে চলেছে, তার উপরেও আরও ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নজর রাখবে গ্রাউন্ড স্টেশন। এমনকি কয়েকটি স্কুলের সঙ্গেও জুলাইয়ের শেষের দিকে বা অগস্টের গোড়ায় উপগ্রহগুলিকে মহাকাশ থেকে দেশের ইন্টারনেট একই সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানোর কথা ভাবা হয়েছে।

## লাইফ স্টাইল

## বুস্টার ডোজ নিলে অন্য অসুখের আশঙ্কা বাড়তে পারে ?

সতর্ক করছেন বিজ্ঞানীরা

অন্য দেশের মতোই এখন ভারতেও শুরু হয়েছে কোভিড ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ দেওয়া। কিন্তু এই বুস্টার ডোজ কি সব দিক থেকেই নিরাপদ? নাকি এই বুস্টার ডোজ নিলে কারও কারও ক্ষতিও হতে পারে? তেমনই আশঙ্কা করছেন কয়েক জন বিজ্ঞানী। হালে ইউরোপিয়ান মেডিসিন এজেন্সি-র গবেষকরা বলেছেন, ঘন ঘন বুস্টার ডোজ নিলে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। কারণ তাতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বিগড়ে যেতে পারে। তাঁরা একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, প্রতি চার মাস অন্তর এক বার করে বুস্টার নিলে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে পারে শরীরের রোগ



প্রতিরোধ শক্তি। সেক্ষেত্রে অন্য রোগের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে শরীর এবং অন্য রোগ সহজেই কাবু করে ফেলবে শরীরকে। এই বিষয়টি সম্প্রতি আরও বেশি করে আলোচনায় এসেছে, তার কারণ কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যেই কোভিডের দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু করেছে। এই তালিকায় একেবারে প্রথমে রয়েছে ইজরায়েল। সেখানে দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ, অর্থাৎ ৪ নম্বর টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু

বুস্টার দেওয়া আদৌ ঠিক হচ্ছে কি না, তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ইউরোপের বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, এর ফলে কোভিড থেকে হয়তো বেশি মাত্রায় সুরক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু অন্য অসুখের আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে এর ফলে। ইউরোপিয়ান মেডিসিন এজেন্সি-র প্রধান মার্কো কাভালেরি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, একবার পর্যন্ত ঠিক আছে। অনেকটা সময়

হয়ে গিয়েছে। এতগুলি

পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিষয়টা এমন নয় যে, এই বুস্টার ডোজ বারবার নেওয়া যাবে। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থা জানিয়েছে, তারা ওমিক্রনের কথা মাথায় রেখে নতুন ভ্যাকসিন এবং বুস্টার তৈরি শুরু করেছে। ইউরোপিয়ান মেডিসিন এজেন্সি-র গবেষকরা অবশ্য বলছেন, তার চেয়েও বেশি দরকারি অন্য অসুখের টিকার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান রেখে কোভিডের টিকা দেওয়া। তাতে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বেশি জোরদার হবে। এমনই মত তাঁদের।

নিয়ে দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ

আজ নামছে

শিল্ড জয়ী

এগিয়ে চল সংঘ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২

জানুয়ারি ঃ দ্বিমুকুটের লক্ষ্যে

আগামীকাল সিনিয়র লিগে

অভিযান শুরু করছে এগিয়ে

এগিয়ে চল সংঘের প্রতিপক্ষ

চল সংঘ। বড় বাজেটের

বীরেন্দ্র ক্লাব। ইতিমধ্যেই।

রাখাল শিল্ড ঘরে তুলেছে

সিনিয়র লিগের খেতাব ঘরে

সম্পন্ন করা। ভিনরাজ্য এবং

বিদেশি সমৃদ্ধ এগিয়ে চল সংঘ

তারা। আপাতত লক্ষ্য,

তোলা এবং দ্বিমুকুট জয়

কাগজে-কলমে অবশ্যই

কিছুটা এগিয়ে। তবে তাই

বলে বীরেন্দ্র ক্লাব সহজে

ছেড়ে দেবে এমন নয়।

প্রথমার্ধে সমতা ফিরিয়ে আনতে

পারেনি তারা। দ্বিতীয়ার্ধে অনেক

ভালো খেললো রামকফ্ট ক্লাব।

উইং-কে ব্যবহার করে বার বার

তাদের দুই সাইডব্যাকের দুর্বলতার

সুযোগ নেয় রামকৃষ্ণ ক্লাব। বেশ

কিছু আক্রমণ তুলে আনে তারা।

যদিও শেষ কাজটি করতে পারছিল

না। অবশেষে দ্বিতীয়ার্ধের ৩১

মিনিটে ফ্রি কিক থেকে রামকৃষ্ণ

ক্লাবকে সমতায় নিয়ে আসে সত্যম

শর্মা। ধনরাজ তামাং-কে ফাউল

করে টাউন ক্লাবের এক ডিফেন্ডার।

ফলে ফ্রি কিক পায় রামকৃষ্ণ ক্লাব।

তারা নাকি সন্ধ্যার পর

জমায়েত হন। সঙ্গে ক্রীড়া পর্যদের

কেউ কেউ। তারপর নাকি চলে

অবৈধ

কমপ্লেক্সে কে আর এতো নজর

দেবে। তবে যতদিন যাচেছ

খেলাধলার পরিবেশ নস্ট হচ্ছে।

এনএসআরসিসি বা ক্রীড়া পর্যদে পোস্টিং নেই তাদের কাউকে

কাউকে এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায়

দেখা যায়।ক্রীড়া পর্যদের এক কর্তার

ঘরেও নাকি এদের অনেক সময়

দেখা যায়। সরকারি কাজে আসা

অপরাধ নয়। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যার

পর তাদের কি কাজ? কয়েকজন

প্রাক্তন খেলোয়াড বলেন, কারা

সন্ধ্যার

এনএসআরসিসি-তে অবৈধ কাজ

করেন তা আমাদের জানা। তবে

আমরা চাই না তাদের নাম প্রকাশ

●এরপর দুইয়ের পাতায়

করে তাদের পরিবারকে বিব্রত

বিশাল

এনএসআর সিসি-তে

এনএসআর সিসি-র

এনএসআর সিসি - তে

নানা

কারা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

দলের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিতে সত্যম শর্মা, ধনরাজ তামাং-রা দুইটি

ক্ষেত্রে তেমনটা হলো না। টাউন ক্লাবের বক্সে হানা দেয়।

উঁচুমানের স্থানীয় ফুটবলাররা

রয়েছে দলে। রাখাল শিল্ডের

সেমিফাইনালে এগিয়ে চল

বীরেন্দ্র ক্লাবকে। ম্যাচে

বীরেন্দ্র ক্লাব কিন্তু যথেষ্ট

আগামীকাল ধারে-ভারে

অনেক এগিয়ে থাকলেও

এগিয়ে চল সংঘ-র পক্ষে

কাজটা সহজ হবে না বলে

মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শক্তিশালী। তবে ডিফেন্সে

দুর্বলতা রয়েছে। এটা কিন্তু

রাখাল শিল্ডে বীরেন্দ্র ক্লাব

দিয়েছে। দেবাশিস রাই,

এবং ফরোয়ার্ড ক্লাব দেখিয়ে

রাজীব সাধন জমাতিয়া, সনম

লেপচা এবং বিদেশি ফুটবলার

অ্যারিস্টাইড-কে নিয়ে গড়া

শক্তিশালী। এরকম শক্তিশালী আক্রমণভাগের বিরুদ্ধে

স্বভাবতই ডিফেন্সে লোক

বাড়িয়ে মাঠে নামবে বীরেন্দ্র

ক্লাব। তাদের আক্রমণভাগও

কিন্তু তারুণ্যে ভরপুর। এলটন

সুয়ামহুই হালাম-রা যেকোন

সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে

পারে। ফলে ম্যাচে এগিয়ে

থাকলেও একটা জমজমাট

আম্পায়ারের

সঙ্গে তর্কে

কোহলি

কেপটাউন, ১২ জানুয়ারি।।

মার্করামকে ফিরিয়ে দিয়ে

ভারতের শুরুটা দুর্দান্ত

দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই এডেন

চল সংঘ কিছুটা এগিয়ে

ম্যাচের প্রত্যাশা করছে

ফুটবলপ্রেমীরা।

**जार्नर, नाननून जार्नर,** 

এগিয়ে চল সংঘের

আক্রমণভাগ প্রবল

এগিয়ে চল সংঘ-র

আক্রমণভাগ অনেক

লড়াই করেছিল। তাই

সংঘ ৪-২ গোলে হারিয়েছিল



## কোভিড কেয়ার ইউনিটে

### পরিণত স্পোর্টস স্কুল **প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,** কেয়ার ইউনিটে পরিণত হওয়ার তোড় জোড় শুর<sup>ু</sup> হয়েছে।

<mark>আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ঃ</mark> ২০২০ পর স্কুলের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। স্বভাবত ই ক্রীড়াপ্রেমীদের ৭০ শতাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী স্কুল থেকে আশঙ্কা বেড়ে চলেছে। তৃতীয় কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত স্বাভাবিক হলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়েছে। পর পর দুই বছর ধরে স্বাভাবিক ভর্তি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করা যায়নি। এই অবস্থায় তৃতীয় দফায় কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত করা হয়েছে স্কুলকে। আর কি স্বাভাবিক হবে এই স্কুল ? বৰ্তমানে ●এরপর দুইয়ের পাতায়

টিসি নিয়ে চলে গিয়েছিল। ঢেউ শুরু হতেই স্পোর্টস স্কুল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর সামান্য কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের হয়েছে। এর পর পরি স্থিতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও দ্বিতীয় ঢেউ-র সময় তারা ফের স্কুল ছেড়ে চলে যায়। শিবরাত্রির সলতের মতো হাতে-গোনা কয়েকজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে নিয়ে টিকে আছে স্পোর্টস স্কুল। বর্তমানে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের খেলোয়াড়দের মান তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে। বিলা যায়, একটি ফেলদায়ক বৃক্ষকে কেটে

থেকেই চলছে। করোনা ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিহত করতে রাজ্য জুড়ে অসংখ্য কোভিড কেয়ার ইউনিট খোলা হয়েছে। তার অন্যতম বাধারঘাটের ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ২০২০-র প্রথম ঢেউ, ২০২১-র দ্বিতীয় ঢেউ-র পর এবার ২০২২-র শুরুতে করোনা ভাইরাসের তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্পোর্টস স্কুলকে কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত করা হয়েছে। পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের এই সম্পর্কিত আদেশনামা জারি হয়েছে। প্রথম দুই দফায় কোভিড

## ৫ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় দিন বুমরার

### শেষ মুহূর্তে দুই ওপেনারকে হারাল ভারত

কেপটাউন, ১২ জানুয়ারি।। দিনের আফ্রিকার থেকে ৭০ রানে এগিয়ে তাঁরা। মধ্যাহ্নভোজের পর মাঠে ফিরে দুসেনকে (৫৪ বলে ২১ রান) আউট করেন উমেশ। সেই জুটির পর বাভুমা এবং পিটারসেনের দিকে তাকিয়ে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪৭ সেরা ইনিংস। দক্ষিণ আফ্রিকাকে রানের জুটি গড়েন তাঁরা। এক ওভারে বাভূমা এবং উইকেটরক্ষক ভেরেইনকে ফিরিয়ে দেন শামি। বাকি কাজটা করেন বুমরা এবং শার্দুল। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষ হয় ২১০ রানে। ব্যাট করতে নেমে ●এরপর দুইয়ের পাতায়

দ্বিতীয় বলেই যশপ্রীত বুমরা বুঝিয়েতারা। কিগান পিটারসেন ছাড়া আর দিয়েছিলেন দিনটা তাঁর। শুরু কেউই দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সেই করেছিলেন এডেন মার্করামকে ভাবে দাগ কাটতে পারেননি। ৭২ (২২ বলে ৮ রান) ফিরিয়ে, শেষ রান করেন তিনি। টেস্টে এটাই তাঁর করলেন লুঙ্গি এনগিডিকে (১৭ বলে ৩ রান) দিয়ে। মাঝে প্রায় সব এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনিই। ব্যাটারকেই ভুগিয়েছেন বুমরা। রাত প্রহরী হিসাবে নামা কেশব প্রথম দিন ডিন এলগারকেও (১৬ মহারাজ ২৫ রান করেন। তাঁকে বলে ৩ রান) ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ফেরান উমেশ যাদব। তিনি ফিরলে তিনি। প্রথম ইনিংসে ১৩ রানে লিড দুসেনকে নিয়ে ইনিংস গড়েন নেয় ভারত। দিনের শেষে দক্ষিণ পিটারসেন। ৬৭ রানের জুটি গড়েন

## পয়েন্ট ভাগ করলো এমজি পিসি, জম্পুইজল



জম্পুইজলা পিসি। নিজেদের হলো না। জয়ের তাগিদ দেখা যায়নি দুইটি দলের মধ্যে। অধিকাংশ সময় মাঝমাঠেই বল ঘোরাফেরা করলো। মূলতঃ প্রতিপক্ষের ভূলের অপেক্ষায় ছিল দুইটি দল। ফলে সেরকম সংঘবদ্ধ ●এরপর দুইয়ের পাতায়

১৩, অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেটে। যেহেতু

সদরের ১৬টি কোচিং সেন্টারের

উপর টিসিএ-র কোন নিয়ন্ত্রণ নেই

তাই সেন্টারগুলি নিজেদের মতো

করে চলে। বয়স জালিয়াতির জন্ম

হয় এই সমস্ত কোচিং সেন্টারগুলি

থেকেই। এখন টিসিএ যদি নিজেরা

ক্রিকেটার তৈরি না করে এবং সব

কিছু কোচিং সেন্টারের হাতে ছেড়ে

রাখে তাহলে তারা নিজেদের মতো

করে কাজ করবে। দল চ্যাম্পিয়ন

বা রানার্স হলে বাড়তি টাকা যখন

পাওয়া যায় তখন সবাই তো চেষ্টা

করবে দল যাতে ফাইনালে উঠে।

অবশ্য শুধু সদরের কথা বলে লাভ

নেই। বিভিন্ন মহকুমা থেকেও যে

সমস্ত রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে

দেখা দেখা যাচেছ অনুধর্ব ১৪

ক্রিকেটে অনেক বয়স্ক ছেলে খেলে

নিচেছ। এখানে মহকুমাগুলিরও

নিয়ন্ত্রণ কম। এছাড়া অনেক সময়

তো দল গঠন করতে গিয়ে জেনেও

বয়স্কদের খেলার সুযোগ দেওয়া হয়।

টিসিএ যদি অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট করে

তাহলে সবার আগে বয়স নিয়ে

কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

কেননা এই বছর যারা অনুধর্ব ১৫

খেলবে আগামী বছর তো তাদের

নিয়েই হবে রাজ্য অনুধর্ব ১৬

প্রথম ম্যাচে দুইটি দলই জয় পেয়েছিল। এদিন জয় পেলে এককভাবে শীর্ষস্থানে পৌছে যেতে জয়ী দল। স্বভাবতই একটি উপভোগ্য ম্যাচ দেখার প্রত্যাশা ছিল। তবে সেই প্রত্যাশা প্রণ

বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বয়স ভাঁড়ানো

কোচিং সেন্টারগুলির দায়িত্ব

টিসিএ-র হাতেই নেওয়া উচিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি. ক্রিকেটে তিনটি দল অংশ নিতে গঠনে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব অনর্ধ্ব

প্লেয়ার রেজিস্টেশন করেনি তাই

তারা খেলতে পারেনি। এতে করে

কিন্তু একটা অংশের খুদে ক্রিকেটার

এবারও বঞ্চিত হলো। তবে যে

১৩টি দল এবার সদর অনুধর্ব ১৪

ক্রিকেটে খেলেছে সেই সমস্ত দলে

এমন কিছু ক্রিকেটারকে

ব্যাটে-বলে রাজত্ব করতে দেখা

গেছে যাদের অনুর্ধ্ব ১৪ বয়স বলে

মনে করছেন না কোচ, প্রাক্তন

ক্রিকেটাররা। কিন্তু যারা দল গঠন

করেন বা যারা কোচিং দেন তারাই

যদি জাল নথিপত্র দিয়ে বেশি

বয়সের ছেলেদের বাচ্চাদের সাথে

খেলিয়ে দিচেছন। অনেকদিন

আগে থেকেই নাকি টিসিএ-র কাছে

ক্রিকেট মহলের দাবি ছিল যে,

সদরের ১৬টি কোচিং সেন্টারের

নিয়ন্ত্রণ যেন টিসিএ হাতে নেয়।

টিসিএ-র সরাসরি নজরদারিতে

কোচিং ক্যাম্প চলবে। হয়তো

কমিটি থাকবে নির্দিষ্ট সেন্টারের

হাতে। কিন্তু কোচ, ক্রিকেট সরঞ্জাম

ও আর্থিক সাহায্য দেবে টিসিএ।

জনৈক প্রাক্তন সিনিয়র ক্রিকেটার

বলেন, এরাজ্যে ক্রিকেটের কোন

অ্যাকাডেমি নেই। নেই টিসিএ-র

নিজস্ব কোন কোচিং সেন্টার। কিন্তু

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ঃ পারেনি। যেহেতু গত বছর তারা

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ঃ দুই শক্তিশালী মহিলা দলের লড়াই গোলশুন্যভাবে শেষ হলো। টিএফএ পরিচালিত মহিলা লিগে এদিন উমাকান্ত মাঠে মুখোমুখি হয় মহাত্মা গান্ধী পিসি বনাম

একাংশের প্রাক্তন ক্রিকেটার কাম

ক্রিকেট প্রশিক্ষক টুফি জয়ের

নেশায় প্রতি বছরই নাকি টিসিএ-র

বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বেশি বয়সের

ছেলেদের ভুয়ো বয়সের কাগজপত্র

দিয়ে মাঠে নামিয়ে দেন। কোন

কোন ক্ষেত্রে হয়তো ২-১ জন ধরা

পড়ে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই ফাঁক

দিয়ে বের হয়ে যায় বয়স ভাঁড়ানো

ক্রিকেটাররা। করোনার জন্য গত

বছর যেহেতু টিসিএ-র অনূর্ধ্ব ১৩

ক্রিকেট হয়নি তাই টিসিএ এবার

অনূধৰ্ব ১৩ ক্ৰিকেট তুলে দিয়ে

অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেট আয়োজন

করে। শুধু তাই নয়, গত বছর যাদের

নাম টিসিএ-তে অনুধর্ব ১৩

ক্রিকেটার হিসাবে রেজিস্টার

হয়েছিল শুধুমাত্র তাদেরই এবার

অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে খেলতে

দেওয়া হয়। ফলে এই বছর নতুন

কেউ যেমন অনুধ্ব ১৪ ক্রিকেটে

খেলার সুযোগ পায়নি তেমন

গতবারের বয়স্ক এবং জাল

কাগজপত্রের যারা অধিকারী তারাও

খেলে নেয়। অভিযোগ, টিসিএ-র

কাছে মৌখিক অভিযোগ থাকলেও

তারা কোন পদক্ষেপ নাকি নিতে

চায় না। এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে,

করেছিলেন যশপ্রীত বুমরা। কিন্তু এরপরেই খেলায় বিতর্ক। বিপজ্জনক এলাকায় পা দেওয়ার জন্য মহম্মদ শামিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আম্পায়ার মারাইস ইরাসমাস। এই সিদ্ধান্তে খুশি হননি বিরাট কোহলি। আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক জড়ে দেন। রিপ্লেতে দেখা যায়, শামি একাধিকবার পিচের বিপজ্জনক এলাকায় পা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যে বলের পরে আম্পায়ার শামিকে সতর্ক করে দেন তার আগে অন্তত তিন বার পিচের বিপজ্জনক এলাকায় ঢুকে পড়েছিলেন ভারতীয় বোলার। কিন্তু এতেও খুশি হননি কোহলি। তিনি আম্পায়ারকে সতর্ক করে দেওয়ার কারণ জানতে চান। আম্পায়ার ইরাসমাস ভারত অধিনায়ককে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে তিন উইকেট হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম দিনেই তারা হারিয়েছিল আগের ম্যাচের নায়ক তথা দলের অধিনায়ক ডিন এলগারকে। বুমরা এমন একটি ডেলিভারিতে মার্করামকে পরাস্ত করেন যেটি আচমকা ভেতরে ঢুকে এসেছিল। মার্করাম বলের লাইনই বুঝতে পারেননি। সরাসরি তাঁর অফস্টাম্প নড়ে যায়। প্রথম ইনিংসে ২০৩ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল

ভারত। ২০১ বলে ৭৯ রানের

ইনিংস খেলেন কোহলি। তবে

বাকি ভারতীয় ব্যাটারদের ব্যর্থতা

অব্যাহত। চেতেশ্বর পূজারা রান

করলেও অজিঙ্ক রহাণে দু'অঙ্কের

জনিয়র পিআই। অন্যান্য পিআই-রা

যার কথা উঠলেই হাসতে শুরু করে।

বর্তমানে সিণ্ডিকেট কোণঠাসা বটে

তবে ক্রীড়া জগৎ-র প্রভূত ক্ষতি

কিন্তু তারা হাসলে কি হবে। এই হাসির আড়ালে যে মানুষটা লুকিয়ে আছে তিনি গত তিন বছরে পঁচিশ বছরের বাণিজ্য করে ফেলেছেন। স্বভাবতই সিণ্ডিকেটের ক্ষমতা না থাকলেও তার এখন আর কিছু যায়-আসে না। উদ্দেশ্য পুরোপুরি পুরণ হয়েছে। ক্রীড়া মহলের বক্তব্য, শুরু থেকে যদি এই স্বঘোষিত সংঘপন্থীদের সিণ্ডিকেট ভেঙে দেওয়া যেতো তবে ক্রীড়াক্ষেত্র এখন অনেক স্বাভাবিক থাকতো। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের এক কর্মীর বক্তব্য হলো, রাজ্য জুড়ে যে কয়েকশো কোচিং সেন্টার চালু আধিকারিকের মত ছিল না। এক সহ-অধিকর্তা এবং এক জুনিয়র পিআই-র প্রভাবে সব কিছু হয়েছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এসব সেন্টার চালু করে বিভিন্ন পিআই-দের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে তাদেরকে কোচিং সেন্টারগুলিতে পোস্টিং দেওয়া। কোচিং সেন্টারগুলি এখন ধুঁকছে। তবে সিণ্ডিকেটের স্বার্থপুরণ হয়েছে।

হয়েছে তাতে

অস্বীকার করেছিল। ফলে তিনি সিণ্ডিকেটের বাইরে চলে যান। এক উপ-অধিকর্তা যার বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি দখল করে নেওয়ার অজস্র অভিযোগ উঠেছিল তিনিও বর্তমানে সিণ্ডিকেট সম্পর্কে উৎসাহী নন বলে জানা গেছে। রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবের সময় সামনেই উপ-অধিকর্তাকে কার্যতঃ ধুয়ে দিয়েছিলেন পশ্চিম জেলার সভাধিপতি। অথচ ওই সময় সিণ্ডিকেট নাকি তার সহায় হয়নি। তাই তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। দফতরের কর্মীদের বক্তব্য হলো, সিণ্ডিকেট এখন ক্ষমতাহারা। তাই এদের কিছু করার ক্ষমতাই নেই। এই বিষয়টা বুঝতে পারেননি উপ-অধিকর্তা। তাই অভিমান হয়েছে। আরও একজন যিনি আসলে অ্যাসোসিয়েট

ইনক্রিমেন্টও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তারপরও নিজেকে শোধরাতে

পারেননি। তিনি এখনও সিণ্ডিকেট

করা বন্ধ না হলে তারা তালা দেবেন।

শোনা যাচেছ, ক্রীড়া দফতরের

হয়ে যান। ওই সময় নাকি সিণ্ডিকেট

তাকে কোন সাহায্য করতে প্রফেসর কিন্তু অজস্র কেলেঙ্কারির দায়ে অভিযুক্ত। বাম আমলে তার

সিশুকেটের মূল উদ্দেশ্য। যুব উৎসবে কয়েক লক্ষ টাকার কেলেক্ষারি হয়। আর ফ্ল্যাক্স কেলেঙ্কারি তো অতীতের সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ফুটবল প্রতিযোগিতা দফতরের ব্যানারে অনুষ্ঠিত করে কয়েক লক্ষ টাকা কামিয়ে নেয় এই সিণ্ডিকেট। এক মহিলা উপ-অধিকর্তাকে নির্যাতনের অভিযোগ থেকে মুক্ত করার জন্য ফাইল পর্যন্ত গায়েব করে হয়ে ছিল। এনএসআরসিসি-কে বানিয়ে ফেলা হয় বেসরকারি হোটেল। সুখের কথা, এই সিণ্ডিকেট এখন অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। একের পর এক অভিযোগ আসার পর এই সিণ্ডিকেটের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য স্পোর্টস সেল গঠন করা হয়। এরপর থেকেই সিণ্ডিকেটের রমরমা কমতে থাকে। এক উপ-অধিকৰ্তা একের পর এক কেলেক্ষারিতে জড়িয়ে পড়েন। যিনি ছিলেন সিণ্ডিকেটের অন্যতম প্রভাবশালী

সদস্য। দফতর বহিভূতি এক

প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রশ্রয়

গোমতী জেলা ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে যুব দিবস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ঃ রামকৃষ্ণ

বনাম টাউন ক্লাবের ম্যাচ ১-১

গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ

হলো। তবে মোটেই উঁচু পর্যায়ে

পৌছায়নি এই ম্যাচ। রামকৃষ্ণ তবু

ভিনরাজ্যের কয়েকজন ফুটবলারকে

নিয়ে এসেছে। তবে টাউন ক্লাব

সম্পূর্ণ স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে

মাঠে নামে। ঘটনা হলো,

জম্পুইজলার যেসব ফুটবলাররা

টাউন ক্লাবের হয়ে মাঠে নামলো

তাদের অনেকেরই প্রথম ডিভিশনে

খেলার অভিজ্ঞতা নেই। মূলতঃ

কোচ সুবোধ দেববর্মা-র অভিজ্ঞতাই

দলটির প্রধান ভরসা। রাখাল শিল্ডে

সুবিধা করতে পারেনি দলটি।

ডিফেকে প্রবল সমস্যা ছিল।

সিনিয়র লিগের ম্যাচেও এদিন এই

সমস্যা মুক্ত হতে পারেনি টাউন

ক্লাব। তবে রামকৃষ্ণ ক্লাবও খুব

অসাধারণ খেলেছে এমন নয়।

ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছে।

মোটামুটি বড় বাজেটের দল

গড়েছে। আর্থিকভাবে ক্লাবটি খুব

সবল এমন নয়। তারপরও সাধ্য

অনুযায়ী একটি ভারসাম্যযুক্ত দল

গড়ার চেষ্টা করেছে। উত্তরবঙ্গের

কয়েকজন ফুটবলারকেও দলে নিয়ে

এসেছে। রাখাল শিল্ডের প্রথম

ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে

খেলতে নেমেছিল রামকৃষ্ণ ক্লাব।

তবে ভিনরাজ্যের ফুটবলাররা

বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।

কয়েকদিন অনুশীলনের পর এদিন

তাদের বেশ সচল দেখালো। ঘটনা



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানয়ারি ঃ গোমতী জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে এদিন উদয়পুরে স্বামী বিবেকানন্দ-র জন্মদিবস তথা যুব দিবস পালিত হয়। মহকুমার বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা স্বামী বিবেকানন্দ-র জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। দেশ গঠনে যুব সমাজের ভূমিকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন আগত বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা। উপস্থিত ছিল খুদে খেলোয়াড়রাও। বিমল সিনহা সুইমিং পুলে এই অনুষ্ঠান হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীল।

## এনএসআরসিসি কাণ্ডে

ম্যাচের ৬ মিনিটে বত্রসাধন

জমাতিয়া-র গোলে এগিয়ে যায়

টাউন ক্লাব। একটি গোল কোন

যথেষ্ট। দুর্ভাগ্য, এদিন টাউন ক্লাবের

জম্পুজলা এক সময় অসংখ্য প্রথম

শ্রেণির ফুটবলার উপহার দিয়েছিল।

তবে এদিন টাউন ক্লাবের হয়ে যারা

খেললো তারা মোটেই সেই

পর্যায়ের ফুটবলার নয়। এগিয়ে

আশ্চর্যজনকভাবে খোলসের মধ্যে

ঢুকে গেলো। ওই সময় মাঝমাঠ

দখল নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে

তারা। সুযোগও তৈরি হয়। তবে

একটি

### সরব প্রাক্তন ও সিনিয়র খেলোয়াড়রা

**আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ঃ** সরকারি রাজস্ব ফাঁকির খেলা বিভিন্ন স্কুলে বা সেন্টারে পোস্টিং চলছে। অনেক অনুষ্ঠান হয়। অনেকে প্র্যাকটিস করে কিন্তু সেই পরিমাণ টাকা নাকি জমা পড়ে না। অভিযোগ, এনএসআরসিসি-তে নাকি ক্রীডা দফতরের একজন অফিসার আছেন। কিন্তু তিনি নাকি কখনই কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন না। ক্রীড়া পর্যদের সচিবকে নাকি এনএসআরসিসি-তে তেমন দেখা যায় না। ফলে এই সুযোগে নাকি যাবতীয় অপকর্ম চলে। এতে ক্রীডা দফতর এবং ক্রীডা পর্যদ প্রথমতঃ সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে দায়ী। কয়েকজন প্রাক্তন খেলোয়াড যেমন এনএসআরসিসি চলছে দাবি করেন যে, যাদের তেমনি এখানে অনেক অবৈধ কাজ বা অসামাজিক কাজ হচ্ছে। জনৈক কোচ বলেন, সরকারি কর্মস্থলে মাঝে মাঝে কেন জন্মদিন বা বিবাহ বার্ষিকী যাই হবে? তাও ঘটা করে। আর এই সমস্ত অনুষ্ঠান নাকি সন্ধ্যার পর হয় এবং সেখানে চলে খানা-পিনা। এতে শামিল হন অনেকেই।

নিরুত্তাপ ফুটবল হলো।কোন দলের রামকৃষ্ণ ক্লাব। কিছুটা সফলও হয়

পয়েন্ট ভাগ করলো রামকৃষ্ণ, টাউন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, এনএসআরসিসি-তে নাকি এখন একাংশের জুনিয়র পিআই যাদের অভিভাবকরা তো ইতিমধ্যে বলেই দিয়েছেন যে, অবিলম্বে এনএসআরসিসি-তে পরিবেশ ভালো না হলে এবং সন্ধ্যার পর এখানে খেলাধুলার নামে আনন্দ

অসামাজিক কাজের প্রতিবাদে সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি বন্ধের যে দাবি অভিভাবক মহল তুলেছেন তাতে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন কয়েকজন কোচ, সিনিয়র ও প্রাক্তন খেলোয়াড়রা। তাদের মতামত হলো, এনএসআরসিসি-তে সন্ধ্যার পর খেলাধুলার পরিবেশ যেমন থাকে না তেমনি সেখানে এমন কিছু ঘটনা দেখা যায় যা মোটেই কাম্য নয়। জনৈক কোচ বলেন, এনএসআরসিসি-তে এখন জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী পর্যন্ত করা হচ্ছে। আর এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পেছনে নাকি থাকে মদের আসর। জনৈক প্রাক্তন খেলোয়াড জানায়. এনএসআর সিসি - তে প্র্যাকটিসের জন্য। কিন্তু অনেক সময় কোচ বা ক্রীড়া দফতরের এবং ক্রীড়া পর্যদের একাংশের কর্তাদের যেভাবে দেখা যায় তা সত্যিই ভাবা যায় না।জানা গেছে, সরকারি নিয়ম নাকি এনএসআরসিসি-র শিক্ষার্থী ছাড়া বাকিদের প্র্যাকটিস করার জন্য নাকি টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু

যতটুকু খবর, এখানে নাকি দুধে জল

হলো, রামকৃষ্ণ ক্লাবের স্থানীয়

ফুটবলাররা এদিন সেভাবে

তারপরও যতটুকু তারা খেলতে

পেরেছে সেটা মূলত ভিনরাজ্যের

ফুটবলারদের জন্য। সত্যম শর্মা,

ধনরাজ তামাং, প্রবীণ সুব্বা-রা বেশ

ভালো মানের ফুটবলার এটা এদিন

বুঝিয়ে দিয়েছে তারা। স্থানীয়

ফুটবলাররা যদি নিজেদের

সঠিকভাবে মেলে ধরতে পারে তবে

খেতাবি দৌড়ে না থাকলেও

রামকৃষ্ণ ক্লাব কিছু অঘটন ঘটাতে

পারে। এই ইঙ্গিত দিলো তারা প্রথম

ম্যাচেই। ম্যাচের প্রথমার্ধে কিছুটা

আক্রমণেই ঝাঁঝ ছিল না। যদিও

অনেকদিন পর তারা প্রথম নিজেদের চেনাতে পারেনি।

#### প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. দীর্ঘদিন ধরেই দফতরের কাছে তলে সময়ে এক জিমন্যাস্টিক্স কোচের আগর তলা, ১২ জানু য়ারি ঃ ধরা হচ্ছিল। দফতরের নাম ভাঙিয়ে সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে বদলি ২০১৮-র মার্চ মাসের পর থেকেই নিজেদের স্বার্থপুরণই ছিল এক দল স্বঘোষিত সংঘপন্থী নিজেদের প্রবল গেরুয়া ভক্ত প্রমাণ

করতে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। এদেরই একটা অংশ ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরকে নিজেদের জমিদারি বানিয়ে ফেলে। সচিব কিংবা অধিকর্তা থাকা সত্ত্বেও এই সিণ্ডিকেটই বকলমে দফতরের সর্বেসর্বা হয়ে উঠে। অভিযোগ যে, ওই সময় সচিব এবং অধিকর্তাদের নীরবতাই পরিস্থিতি এতটা গুরুতর করে তুলে। দুই সহ-অধিকর্তা এবং একজন জুনিয়র পিআই গোটা দফতরকে তালুবন্দি করে একের পর এক অনৈতিক কাজ চালাতে থাকে। তাদের এসব অনৈতিক কাজের রিপোর্ট দফতরে পাঠানো হলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এই সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে। বর্তমানে কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। সিণ্ডিকেটের কয়েকজন সদস্যের অতিউৎসাহী কাজকর্মে লাগাম টানা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কয়েকজন সদস্য নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে সিণ্ডিকেট ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে খবর। এই সিণ্ডিকেটের কীর্তিকলাপের কাহিনী

রানের পৌঁছতে পারেননি। পেয়েছিলেন প্রথম দিকে। পরবর্তী করেছে এই সিণ্ডিকেট। এই বছর কিন্তু সদর অনুধর্ব ১৪ অনুধর্ব ১৬ জাতীয় আসরে দল ক্রিকেট দল। আঁকড়ে আছেন। সঙ্গে আছেন এক স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ব্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

## **© 9436940366** Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

#### শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরা হল না দিলীপের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, विरलानिया, ১২ জानुयाति।। পরিজনদের সাথে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে আর বাড়ি ফেরা হল না টমটম চালক দিলীপ দাসের। তার বাড়ি সোনামুড়া মহকুমার নিদয়া এলাকায়। বুধবার সন্ধ্যায় আইসিনগর পঞ্চায়েতের কদমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ওই ব্যক্তি। তাকে আহত অবস্থায় বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঋষ্যমুখ ব্লকের নলুয়া এলাকায় নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি। নিজের টমটম চালিয়ে আরও তিনজন পরিজনদের সাথে নিয়ে যান। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষে টমটম নিয়ে নিদয়াস্থিত বাড়ির



উদ্দেশে রওনা হন দিলীপ দাস। কদমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে টমটম দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী টমটমটি উল্টে যায়। এতে তিনজন যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হলেও গুরুতরভাবে জখম হন চালক দিলীপ দাস। তাকে তড়িঘড়ি বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।এই কথা শোনামাত্রই কান্নায় ভেঙে পডেন তার পরিজনরা। দিলীপ দাসের মৃত্যুর খবর জানানো হয় পরিবারের সদস্যদের। পরিবারের সদস্যরাও হাসপাতালে এসে মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরবর্তী সময় বিলোনিয়া থানার পুলিশ হাসপাতালে ছুটে আসে। পুলিশ এখন ঘটনার তদন্ত করছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে।

#### সমস্যা সমাধান

কামাখ্যাতন্ত্রে সিদ্ধসাধক তান্ত্রিক ভৈরবমহারাজ আগরতলায় হস্তরেখা, কুষ্ঠি বিচার, উপরিহাওয়া লাগা, বিবাহে বাধা, সস্তানহীনতা, উচ্ছুঙাল সন্তান, বশীকরণ ইত্যাদির সমাধান তথা ধ্যান/মেডিটেশন শিখতে যোগাযোগ করুন।

— ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 8258838405



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্যিক আঙ্গিনায় এই প্রতিষ্ঠান স্বপ্রতিভাত। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্যাম সুন্দর কোং

'শ্যাম সুন্দর হেলথ কার্ডের অভিনব উদ্যোগটি নিয়ে কথা বলেন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই হেলথ কার্ড। সমগ্র ত্রিপুরা এবং বিয়ের আগেই এই থ্যালাসেমিয়া পশ্চিমবঙ্গে এই হেলথ কার্ডের রোগের পরীক্ষা অতি বাঞ্ছনীয়।

কোভিড পরিস্থিতিতে কোভিড যোদ্ধা, প্রেসের বন্ধু এবং গ্রাহকদের বন্ধুদের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এটি একটি এই সময় উপযোগী প্রয়াস। এই হেলথ কার্ডের মাধ্যমে আকর্ষণীয় ছাড়ে শারীরিক সমস্ত পরীক্ষা করার সুযোগ থাকবে। তাদের সাথে যুক্ত অপর সংস্থার গোল্ড কার্ড দেখিয়ে নির্ধারিত ছাড়ে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স থেকেও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় করা যাবে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ত্রিপুরাতে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার প্রচেষ্টায় কাজ করবে। থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ। বাবা-মায়ের এই রোগ থাকলে তাদের সন্তানদের এই রোগ

## আইজিএম'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। অচল হয়ে আছে আইজিএম হাসপাতালের লিফট্। প্রায় ১০ দিন ধরেই এই লিফট্ মেশিন কাজ করছে না। ছয়তলা পর্যন্ত হাসপাতালে রোগীদের রাখার ওয়ার্ড রয়েছে। যে কারণে প্রত্যেকদিনই বহু রোগীকে সিঁড়ি বেয়ে ছয়তলা পর্যন্ত উঠতে হয়। প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে গুরুতর অসুস্থদের রীতিমত অসুবিধায় পড়েই তাদের পরিজন এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা ওয়ার্ডে নিয়ে যান। বারবার ওয়ার্ডে আসা-যাওয়া করতে অসুবিধায় পড়ছেন ডাক্তার সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা। দ্রুত এই লিফট সারাইয়ের দাবি উঠেছে। কারণ হাসপাতালের চতুর্থ এবং পঞ্চম তলায় বেশি অসুস্থ রোগীদের রাখা হয়। তারা সিঁড়ি বেয়ে উঠানামা করার অবস্থায় নেই।

### নেশা মাফিয়া শস্তুর কারণে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নেশামুক্তি কেন্দ্রে। কিন্তু এই কেন্দ্র বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছে। তারা

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। আড়ালিয়ায় একাই যুবকদের নেশাগ্রস্ত করে তুলছে শস্তু দাস। আডালিয়ার কালীটিলায় বুধবার শস্তুর বাডিতে ঘেরাও করেন এলাকার মহিলারা। তাদের দাবি, শস্তুকে নেশার ব্যবসা ছাড়তে হবে। নিজেও নেশা থেকে মুক্ত হতে হবে। যদি তা না করতে পারে তাহলে এলাকা ছেড়ে যেতে হবে। শস্তুর বিরুদ্ধে এই অভিযানে যোগ দেন তার ছোট ভাইয়ের স্ত্রীও। বুধবার এই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠে আড়ালিয়া এলাকা। অভিযোগ, আড়ালিয়া এলাকার বেশ কিছু যুবক নেশা আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে ৬ জনকে ভর্তি করা হয়েছে

থেকে ছাড়া পেলে আবারও তারা নেশায় আসক্ত হয়ে পডবেন বলে মনে করছেন এলাকাবাসীরা। এর মূল কারণ, গোটা এলাকার সবচেয়ে বড নেশা বিক্রেতা শস্তু দাস এই ব্যবসা জারি রেখেছে। প্রত্যেকদিনই তার কাছ থেকে নেশাদ্রব্য কিনে নিচ্ছে যুবকরা। ব্রাউন সুগারের কৌটা ছাড়াও ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রি করছে শস্তু। নিজেও নেশায় আসক্ত হয়ে পডে থাকছে। নতুন নতুন যুবকরা শস্তুর কারণে নেশায় আসক্ত হয়ে পডছে। অথচ তাকে বারবার বলার পরও কোনওভাবেই এলাকায় নেশাদ্রব্য বিক্রি বন্ধ করছে না। এখন কালীটিলা এবং মধ্যপাডার মহিলারাই শস্তুর নেশাদ্রব্য বিক্রির

সাংবাদিকদের জানান, গোটা রাজ্যকে আমরা ঠিক করতে পারবো না। কিন্তু নিজের এলাকাকে ঠিক করতে আমরা চেষ্টা করবো।শস্তু দাস আড়ালিয়া এলাকার মূল নেশা বিক্রেতা।তাকে নেশাদ্রব্য বিক্রি থেকে দূরে থাকতে হবে।তা না করতে পারলে এলাকা ছেড়ে যেতে হবে। শম্ভুর বাড়ি বেশ কিছু সময় ঘেরাও করে রাখেন মহিলারা।এদিকে এই ঘটনায় প্রলিশের ভূমিকায়ও ক্ষোভ জানিয়েছেন এলাকার মহিলারা। তাদের বক্তব্য, পুলিশকে বারবার বলার পরও নেশাদ্রব্য বিক্রি বন্ধ করছে না। নেশা বিক্রেতাদের গ্রেফতারও করা হয় না। তারা আরও উৎসাহ পেয়ে যাচ্ছে নেশাদ্রব্য বিক্রি করতে।

## অপহ্নতা' বধূ, জগন্নাথের প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শুধু তাই নয়, ভবানীকে উদ্ধার যেতে বলেছেন। কিন্তু গত ৭

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। পূর্ব মহিলা থানার অন্তর্গত যোগেন্দ্রনগর বিদ্যাসাগর থেকে এক গৃহবধুকে অপহরণ করা হয়েছে বলে তার স্বামী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেছেন। ভানু নামের এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, তার স্ত্রী ভবানীকে অপহরণ করা হয়েছে। তার ধারণা বাদল ও সীমা মিলে ভবানীকে অপহরণ করেছে। পূর্ব মহিলা থানায় গোটা বিষয়টি নিয়ে জানানোর পর পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। উল্টো স্বামী-সহ ভবানীর বাপের বাড়ির লোকজনদের পুলিশ হয়রানি করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজ্যে কোভিড লাফের কারণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। রাজ্যে

লাগাম ছাড়া বাড়ছে কোভিড

সংক্রমণ। মাঝে এক রাত কেটেছে

মাত্র, দুপুরেই ৭৮৩ জন নতুন

কোভিড আক্রান্তের খবর

জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। গত রাতে

নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫৭৯

জন। কয়েক ঘন্টায়ই কেস

পজিটিভিটি রেট বেড়েছে দুই

শতাংশের বেশি। শেষ জানা গেছে

পুলিশ কোনও সময়োপযোগী ব্যবস্থা নিচ্ছে না। পূর্ব মহিলা থানার জনৈক মহিলা আধিকারিক অশ্লীল ভাষায় ভবানীর মা'র সাথে কথা বলেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। জানা গেছে, ভবানীর বাড়ি তেলিয়ামুড়ায়। সিমনা এলাকার ভানুর সাথে বিয়ে হয় ২০১৮ সালে। তারপর তাদের এক সন্তান হলেও সেই সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। তারপর তারা চলে আসেন বিদ্যাসাগর এলাকায়। অভিযোগ, সেখানে বাদল নামের এক ব্যক্তি ভবানীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলে। বিষয়টি ভানুবাবু টের পান। তারপর স্ত্রীকে শুধরে

অঘোষিত মন্ত্রীরাই মাস্ক পরেন ন

এই হার ৯.১৮ শতাংশ। বিশ্ব স্বাস্ত্য

সংস্থা (হু) পাঁচ শতাংশের নীচে এই

হার থাকা পছন্দ করে। রাজধানী

আগরতলায় এই হার ১২ শতাংশ

ছিল আরও দুই দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী

বলেছিলেন। সেদিন তিনি রাজ্যে

কোনও ওমিক্রন আক্রান্ত আছেন

বলে জানাননি। তিনিই স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

এখনও তেমন কোনও খবর আছে

বলে জানা যায়নি। তেমন কোনও

ঘোষণা নেই। সারা দেশে বলা যায়.

জানুয়ারি ভানুবাবু ভাড়া ঘরে গিয়ে দেখতে পান ভবানী নেই। ঘরে অনেক জিনিসপত্রই নেই। তারপর থেকে বাদলের দিকে অভিযোগ তাদের। একই সাথে সীমা নামের জয়নগরের এক মহিলার দিকেও অভিযোগ। পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ গোটা বিষয়টি নিয়ে যদি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে অপহাত বধুকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, পুলিশ মোবাইল ট্র্যাক করে ভবানীকে উদ্ধার করতে পারে বলে অনেকে মনে করে। কিন্তু পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ভবানীকে উদ্ধারে অনীহা এরপর দুইয়ের পাতায়

করোনা ভাইরাসের ওমিক্রন

ভ্যারিয়েন্টের জন্যই হচ্ছে। জাতীয়

সংবাদমাধ্যমগুলিতে ভারতে

এখনকার এই ধাক্কার নেতৃত্বে

ওমিক্রন বলে পরিস্কারই লেখা

হচ্ছে। যদিও কোথাও কোথাও

ডেল্টা এখনও ডমিন্যান্ট তাও লেখা

হয়েছে। এমনকী, এই তৃতীয় ঢেউ

কবে পিকে পৌঁছাবে, কবে নেমে

এরপর দুইয়ের পাতায়

#### মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ জানুয়ারি।। কৈলাসহর সিনেমা হল রোডে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বুধবার সকালে স্থানীয় লোকজন যাত্ৰী শেডে ওই ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ দেখতে পান। এরপরই খবর দেওয়া হয় মহিলা থানার পুলিশকে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ওই মহিলার নাম নির্মলা শুক্ল বৈদ্য। তার বাড়ি সমরুরপাড় ভদ্রপল্লী এলাকায়। গত কয়েক বছর ধরে তিনি কৈলাসহর পুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বসবাস করেন। এদিকে: মহিলার মৃত্যুর খবর পেয়ে তার ভাই বলরাম শুক্লবৈদ্য ছুটে আসেন। তিনি জানান, বহু চিকিৎসার পরও মহিলাকে সুস্থ করে তোলা যায়নি। তাকে বাড়িতে রাখার চেষ্টা হলেও তিনি বাড়িতে থাকেননি। নির্মলার ১০ বছরের প্রত্র হয় পার্শ্ববর্তী জায়গায় ক্যাম্প করে সন্তানও আছে। তার বিয়ে হয়েছিল বসবাসরত বহির্রাজ্যের নির্মাণ রাজস্থানে। তবে স্বামীর সাথে শ্রমিকদের ঘরেও লুটপাট চালানো কারোর যোগাযোগ নেই। ধারণা হয়েছে। শ্রমিকদের কথা অনুযায়ী করা হচ্ছে, মহিলা অসুস্থ হওয়ার পরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

#### হারানো বিজ্ঞপ্তি

একটি হালকা লাল রং-এর গরু হারানো গিয়েছে। গরুর শিং দুটি বেকানো। গরুটি দেখতে |খুব বড়। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন বা দেখেন তাহলে এই নাম্বারে ফোন করবেন।

> Ph - 8787371509 6009192097

## কারফিউতে ডাকাতি, আতঙ্ক



#### সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৮০০ ভরিঃ ৫৫.৭৬৬

### Flat Booking Ramnagar Road

No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।

Mob - 8416082015

তাদের ৫টি মোবাইল ফোন উধাও। ধারণা করা হচ্ছে শ্রমিকদের ঘরে ঢুকে কোনো কিছু স্পে করা হয়েছিল। এর পরই তাদের মোবাইল ফোনগুলি হাতিয়ে নিয়ে সাথে জড়িত।

যায় ডাকাতরা। ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ তদস্তে নেমেছে। তবে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি কারা এই ঘটনার

#### শুভ জন্মদিন विनिका त्रिःश्वाग পাপা- শ্রী বিশ্বজিৎ সিংহরায় মাম্মা - শ্রীমতি চুমকী দাস সিংহরায় ঠাকুরদা - রনজিৎ সিংহরায় ঠাম্মু - শ্রীমতি প্রতিভা (সিংহরায়) ধনভাই - শ্রী হারাধন দাস, দিদন - শ্রীমতি রমা সরকার (দাস), বনু - অদরিকা সিংহরায়, জ্যে, জ্যেমা, বড়দিভাই, কাকাই, মামু, পিপি ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা। যোগেন্দ্রনগর (বিদ্যাসাগর চৌমুহনি), আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ) (M) 9436136768 তাং- ১৩-০১-২০২২

## যান সন্ত্রাসের বলি যুবক, আহত আরও চার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, **১২ জানুয়ারি।।** রাতে যান সন্ত্রাসের বলি হলেন তরতাজা যুবক।মঙ্গলবার রাতে যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত গরমছড়া এলাকায় জঙ্গলে একটি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়।স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় গাড়িটি জঙ্গলে চলে যায়। গাড়িতে ছিলেন চালক-সহ পাঁচজন। যাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়।মৃত যুবকের নাম বাপি দে (২৬)। তার বাবার নাম দিলীপ দে। বাড়ি বিলোনিয়ার পিআরবাড়ি থানাধীন রাঙামুড়া এলাকায়। স্থানীয় হাসপাতাল থেকে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি

হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথেই যুবক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও চারজন। টিআর০৮সি১৫৩১ নম্বরের গাড়িতে ধান নিয়ে বিলোনিয়া থেকে কাঁঠালিয়া মোটরস্টান্ডে এসেছিলেন তারা সবাই। সেখানে সরকারি সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করে রাতে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। সোনামুড়া-বিলোনিয়া বাইপাস সড়ক ধরে মাত্র ৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পরই গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। রাতের অন্ধকারে তারা ছুটে যান



আহতদের উদ্ধারের জন্য। সেখানে গিয়ে আহতদের অবস্থা দেখে সকলই হতচকিত হয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সবার প্রচেষ্টায় তাদেরকে কাঁঠালিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ৫ জনের মধ্যে ২ জনকে সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু দু'জনের মধ্যে বাপি দে জিবি হাসপাতালে পৌঁছার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন- দুলাল দে (৫০), সুমন দাস (৩১), অশোক দে (২৫)। তাদের সবার বাড়ি বিলোনিয়ার

রাঙামুড়া এলাকায়। তবে কি কারণে গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে তা জানা যায়নি।জানা গেছে, নিহত যুবক বাপি দে সদ্য বিএড পাশ করেছিলেন। হতদরিদ্র পরিবারের রোজগারের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন তিনি। দিলীপ দে'র একমাত্র ছেলে দিনমজুরি এবং গৃহশিক্ষকতা করে সংসার প্রতিপালন করতেন। ইতিমধ্যে তিন বোনেরও বিয়ে দিয়েছেন বাপি। সদ্য বিএড পাশ করে টেট পরীক্ষাতেও বসেছিলেন। কিন্তু ৬ নম্বরের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারেননি। সৎ, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকার মানুষ শোকাহত। এলাকায় বাম যুব সংগঠনের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন বাপি।জানা গেছে, যে গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে তাতে তার বোনের স্বামী দুলাল দে'ও ছিলেন। তিনি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। বুধবার বাপির মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর নিজ বাড়ি উত্তর রাঙামুড়ার আজগর রহমানপুরের পশ্চিম পাড়ায় নিয়ে আসা হয়। মৃতদেহ বাড়ি পৌঁছতেই কান্নার রোল পড়ে যায়। তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিধায়ক সুধন দাস এবং ডিওয়াইএফআই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি।

#### অ্যাপোলো হস্পিটালস্ চেন্নাই ডাঃ জেবিন রজার এস

এমডি-পালমোনোলজি (সিএমসি, ভেলোর), ডিএনবি-রেসপিরেটোরি মেডিসিন ডিপ্লোম ইন অ্যালার্জি অ্যান্ড অ্যাস্থামা (সিএমসি, ভেলোর), কনসালট্যান্ট পালমোনোলজিস্ট অ্যান্ড অ্যালার্জিস্ট আগরতলাতে থাকবেন পরামর্শ দেওয়ার জন্য।

১৫ জানুয়ারি, ২০২২ (শনিবার)

ডাস্ট অ্যালার্জি, সর্দি/কাশি, কফ/শ্বাসকস্ট, শ্বাসকস্ট/বুকে ব্যথা, ফুসফুসে সমস্যা/ফুসফুসে জল বা পুঁজ, টিবি/নিমোনিয়া, ঘুমের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগীদের নথি সহকারে তাদের নাম রেজিস্টার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অ্যাপোলো হস্ পিতালস্ ইনফরমেশন সেন্ডার

আইজিএম হাসপাতাল লেন, রবীন্দ্রপল্লী রোড, আগরতলা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য কল করুন ঃ 0381-2328765 / 9774714621 / 9774781059



#### 🕅 নাইটিংগেল নার্সিং হোম ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের

অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা সাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী



ः योगीयोगः 0381-2320045 / 8259910536 / 879810677

